# পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও আর্থ - সামাজিক অবস্থা

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা  বিভাগে
পি.এইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত হল

গবেষিকা

**নিলুফা ইয়াসমিন**

তত্ত্বাবধায়ক

**ড. দেবাশিস মৃধা**

**শিক্ষা বিভাগ**

**যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়**

**কলকাতা**

**২০২৫**

# উৎসর্গ

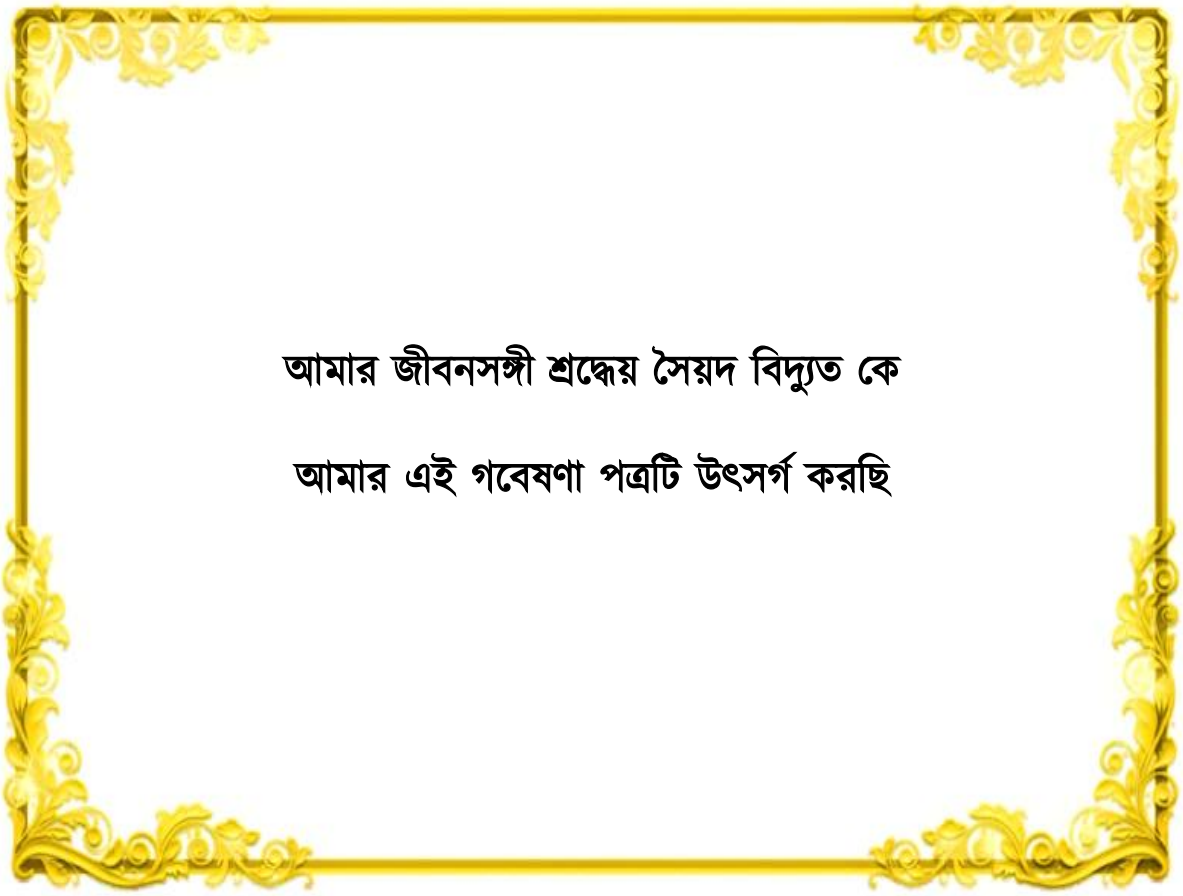

আমার জীবনসঙ্গী শ্রদ্ধেয় সৈয়দ বিদ্যুত কে

আমার এই গবেষণা পত্রটি উৎসর্গ করছি

# Certificate

Certified that the thesis entitled **"পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা , ক্ষমতায়ণ ও আর্থ - সামাজিক অবস্থা"** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of Dr. Debashis Mridha, Department of Education, Jadavpur University and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Debashis Mridha.

Countersigned by the

Supervisor :

Dr. Debashis Mridha

Dr. DEBASHIS MRIDHA
ASSISTANT PROFESSOR
Department Of Education
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700032

Nilufa Yasmin

Nilufa Yasmin

Date: 06.08.2025

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার জন্যে গবেষিকা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার কাছ থেকে নানাবিধ উৎসাহ, সহযোগিতা ও পরামর্শ পেয়েছেন।

প্রথমে গবেষিকা তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ডঃ দেবাশিস মৃধা মহাশয়কে (শিক্ষা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। তাঁর মূল্যবান নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনার দ্বারা তিনি সমগ্র গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্যে গবেষিকাকে পূর্ণ সহযোগিতা ও অনুপ্রাণিত করেছে।

গবেষিকা কৃতজ্ঞতা জানায় ডঃ সনৎ কুমার ঘোষকে যিনি তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে গবেষিকাকে সাহায্য করেছে। গবেষিকা অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানায় ডঃ সোমা দত্তকে যিনি প্রশ্নগুচ্ছ তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গবেষিকা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন বহরমপুর ব্লক স্তরে কর্মরত সুজয় মিশ্রকে, বহরমপুর পৌরসভায় কর্মরত মুনমুন এবং লালগোলা ব্লক স্তরে কর্মরত তোহিদা ইয়াসমিনকে যারা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এছাড়াও গবেষিকা তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর একমাত্র মেয়ে সৈয়দ সম্প্রীতি এবং ভাইপো রাজ ও রনি এবং ভাইঝি রিজা। তিনি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর বউদি জাহানারা খাতুন, নিরোফা বিবি ও মাধবী নস্করকে। তারা প্রত্যেকে গবেষিকার প্রত্যেক মুহূর্তে কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।

পরিশেষে গবেষিকা তাঁর জীবনের সর্ব সময়ের পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা তাঁর স্বামী, সৈয়দ বিদ্যুত কে অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। গবেষিকা  তাঁর এই কর্মযাত্রার

প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছেন। এছাড়াও গবেষিকা কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন তাঁর পিতা ফজলুল হক এবং মাতা স্বর্গীয় সেতারা বেগম, শ্বশুরমশাই স্বর্গীয় সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম এবং শাশুড়ি জিন্নাতন বিবিকে যাদের আশীর্বাদ ও মঙ্গলকামনায় গবেষিকা তাঁর গবেষণাকার্য সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

Date:

Place: Kolkata (নিলুফা ইয়াসমিন)

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| সার্টিফিকেট | | i |
| কৃতজ্ঞতা স্বীকার | | ii-iii |
| সূচীপত্র | | iv-vii |
| ছকের তালিকা | | viii-ix |
| চিত্রের তালিকা | | x |
| মুখবন্ধ | | xi-xii |
| সারসংক্ষেপ | | xiii-xiv |

| **অধ্যায়** | **গবেষণার বিষয়বস্তু** | **পৃষ্ঠা নং** |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-I** | ভূমিকা | **1-29** |
| ১.১ | ভূমিকা | 2-12 |
| ১.১.১ | মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যাগত | |
| | ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি | 13-16 |
| ১.২ | ঐতিহাসিক পটভূমি | 17-19 |
| ১.৩ | বর্তমান পরিস্থিতি | 20-24 |
| ১.৪ | আদর্শ পরিস্থিতি কী হওয়া উচিত | 24-26 |
| | তথ্যসূত্র | 26-29 |

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-II** | **সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা** | **30-84** |
| ২.১ | সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা | 31-67 |
| ২.২ | সমস্যার উদ্ভব | 68-72 |
| ২.৩ | গবেষণার প্রশ্ন | 72-73 |
| ২.৪ | গবেষণার বিবৃতিকরণ | 73-77 |
| ২.৫ | গবেষণার সীমাবদ্ধকরণ | 77-78 |
| ২.৬ | গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ | 78-79 |
| | তথ্যসূত্র | 79-84 |
| **অধ্যায়-III** | **গবেষণা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী** | **85-104** |
| ৩.১ | পদ্ধতি | 87-88 |
| ৩.১.১ | অধ্যয়ন নকশা | 88-89 |
| ৩.১.২ | জনসংখ্যা ও নমুনা | 89-91 |
| ৩.১.৩ | চলরাশি সমূহ | 92-93 |
| ৩.১.৪ | তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম | 93-95 |
| ৩.২ | গবেষণার প্রক্রিয়া | 95 |
| ৩.২.১ | তথ্য সংগ্রহ | 96-98 |
| ৩.২.২ | তথ্যের গুণমান | 98-100 |
| ৩.২.৩ | তথ্যের তালিকাভুক্তকরন | 100-101 |
| ৩.২.৪ | তথ্য বিশ্লেষণ | 102-103 |
| | তথ্যসূত্র | 103-104 |

| | | |
|---|---|---|
| **অধ্যায়-IV** | **তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা** | **105-123** |
| ৪.১ | তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-১ | 106-109 |
| ৪.২ | তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-২ | 109-112 |
| ৪.৩ | তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য -৩ | 112-115 |
| ৪.৪ | তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-৪ | 115-118 |
| ৪.৫ | তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-৫ | 118-121 |
| | তথ্যসূত্র | 121-123 |
| **অধ্যায়-V** | **সারাংশ ও আলোচনা** | **124-160** |
| ৫.১ | গবেষণার ফলাফল | 127-142 |
| ৫.২ | আলোচনা | 142-145 |
| ৫.৩ | উপসংহার | 145-147 |
| ৫.৪ | গবেষণার সীমাবদ্ধতা | 147-149 |
| ৫.৫ | সুপারিশ সমূহ | 149-151 |
| ৫.৬ | গবেষণার শিক্ষামূলক তাৎপর্য | 152-155 |
| ৫.৭ | ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য পরামর্শ | 156-158 |
| | তথ্যসূত্র | 158-160 |
| **গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)** | | **i-xvi** |
| **পরিশিষ্ট (Appendix)** | | **i-xix** |
| পরিশিষ্ট -I | প্রশ্নাবলী | i-xi |
| পরিশিষ্ট -II | তথ্য সংগ্রহকালীন চিত্র | xii-xiii |

| | | |
|---|---|---|
| পরিশিষ্ট –III | তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র | xiv |
| পরিশিষ্ট –IV | সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র | xv-xvi |
| পরিশিষ্ট –V | প্রকাশিত গবেষণাপত্র | xvii |
| পরিশিষ্ট –VI | PLAGIARISM CERTIFICATE | xviii-xix |

# LIST OF TABLE (ছকের তালিকা)


| তালিকা নং | তালিকার বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| 3.1 | নমুনা | 91 |
| 3.2 | স্বাধীন চলরাশি | 92 |
| 3.3 | নির্ভরশীল চলরাশি | 93 |
| 3.4 | তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জামের ধরন | 94 |
| 3.5 | স্কোরিং স্কেল | 94 |
| 3.6 | স্কোরিং বিবরণ | 95 |
| 3.7 | সময়কাল | 96 |
| 3.8 | নির্ভরযোগ্যতা | 100 |
| 4.1 | তথ্য বিশ্লেষণ | 107 |
| 4.2 | শিক্ষাগত সূচকসমূহের বিশ্লেষণ | 109 |
| 4.3 | প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষাগত প্রভাব | 111 |
| 4.4 | তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ | 113 |
| 4.5 | সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী প্রভাব | 114 |
| 4.6 | তথ্য বিশ্লেষণ টেবিল | 116 |
| 4.7 | সরকারী প্রকল্পের প্রভাব | 118 |
| 4.8 | প্রকল্পভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ | 119 |
| 4.9 | উন্নয়নের সূচকভিত্তিক তুলনা | 120 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | তুলনামূলক বিশ্লেষণ | 130 |
| 5.2 | তথ্যভিত্তিক ফলাফল | 133 |
| 5.3 | তথ্য-সহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ | 135 |
| 5.4 | তথ্য-সহ বিশ্লেষণ (Data-Based Insight) | 137 |
| 5.5 | সার্বিক পর্যালোচনা (Overall Review) | 144 |

# LIST OF FIGURE (চিত্রের তালিকা)


| তালিকা নং | তালিকার বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| 4.1 | সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ | 108 |
| 4.2 | লালগোলা(হলুদ) ও বহরমপুরে(লাল) শিক্ষা সংক্রান্ত সূচকসমূহের তুলনা | 110 |
| 4.3 | লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার নারীর উপার্জন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি | 113 |
| 4.4 | লালগোলা ও বহরমপুরে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক বিশ্লেষণ | 116 |
| 4.5 | সরকারী প্রকল্পের কার্যকারিতার তুলনা: লালগোলা ও বহরমপুর | 119 |
| 5.1 | লালগোলা ও বহরমপুরে আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ব্যাঙ্ক সংযোগ সূচক | 133 |

# মুখবন্ধ (PREFACE)

বর্তমান গবেষণাটি "পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা" শীর্ষক বিষয়ে পরিচালিত হয়েছে। নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য শর্ত। বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলার মতো সীমান্তবর্তী ও তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে, যেখানে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা এবং সামাজিক কুসংস্কারের মতো নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেখানে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ প্রশ্নটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন—কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাবৃত্তি, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) ইত্যাদি নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নে কতটা কার্যকর হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা।

এই গবেষণার মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার ৪০০ জন উত্তরদাতার মতামত, তথ্য ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে বাস্তবধর্মী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা আত্মবিশ্বাস, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি গড়ে তোলে। এই প্রেক্ষিতে সরকারী প্রকল্পগুলির মাধ্যমে কীভাবে নারীসমাজ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ হচ্ছে এবং আত্মনির্ভরতা অর্জন করছে তা গবেষণায় গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণার প্রতিটি অধ্যায় সুসংগঠিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে—প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও গবেষণার প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা, তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার

উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, চতুর্থ অধ্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল, এবং পঞ্চম অধ্যায়ে উপসংহার ও প্রাসঙ্গিক সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে।

এই গবেষণা পরিচালনার সময় বিভিন্ন প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যসূত্র ব্যবহার করা হয়েছে— সরকারী নথি, পরিসংখ্যান, জেলাভিত্তিক প্রতিবেদন,জরিপ পদ্ধতি এবং উত্তরদাতাদের সরাসরি সাক্ষাৎকার। গবেষণার প্রয়াস ছিল নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার বাস্তব পরিস্থিতির একটি সঠিক ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ প্রদান করা।

এই গবেষণা ভবিষ্যতে নীতি নির্ধারক, গবেষক এবং সমাজকর্মীদের জন্য একটি মূল্যবান দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে এবং নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে।

## সারসংক্ষেপ (ABSTRACT)

এই গবেষণাটি "পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের ভিত্তিতে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা" বিষয়ের উপর একটি বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনামূলক গবেষণা। নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্প—বিশেষত **কন্যাশ্রী**, **রূপশ্রী**, **স্বনির্ভর গোষ্ঠী** (SHG) এবং **শিক্ষাবৃত্তি ভিত্তিক উদ্যোগগুলি**—এই জেলার নারী সমাজের উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই প্রকল্পসমূহ নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বীকৃতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কতটা কার্যকর হয়েছে তা নির্ধারণ করা। গবেষণার আওতাভুক্ত ছিল ৪০০ জন নারী—যার মধ্যে শিক্ষার্থী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, প্রকল্প সুবিধাভোগী এবং প্রশাসনিক পর্যায়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে জরিপ পদ্ধতি, প্রশ্নাবলী ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। এছাড়াও পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক বারগ্রাফ ও টেবিল ব্যবহার করে তথ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, **লালগোলা (গ্রামীণ)** এবং **বহরমপুর (শহর )** —এই দুই অঞ্চলের নারীদের শিক্ষার হার ও ক্ষমতায়ণের মাত্রায় প্রকট পার্থক্য রয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রকল্পগুলোর সচেতনতা ও বাস্তবায়ন তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর হলেও গ্রামীণ অঞ্চলে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ বিরাজমান—যেমন বাল্যবিবাহ, অনগ্রসর মানসিকতা, প্রযুক্তিগত অজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা।

এই গবেষণার মাধ্যমে সুপারিশ করা হয়েছে যে, প্রকল্পগুলোর আরও কার্যকর প্রচার, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রশিক্ষণভিত্তিক সহায়তা এবং স্থানীয় নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ণের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। পাশাপাশি, প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা,

ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সময়ের দাবি।

**মূল শব্দ:** নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ, সরকারি প্রকল্প, মুর্শিদাবাদ, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, লালগোলা, বহরমপুর।

# অধ্যায় - I

# ভূমিকা (INTRODUCTION)

## ১.১ ভূমিকা (INTRODUCTION):

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ভারত বিশ্বের অন্যতম সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ভারত এত দ্রুত পরিবর্তনশীল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় নারীরা পারিবারিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বাইরের জগতে পুরুষের মত অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর পূর্বে, ভারতীয় নারীরা কোনপ্রকার সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বঞ্চিত রেখেছিল। কিন্তু এই সংশোধনীর পরবর্তীকালে নারী সমাজের একটি বিশাল অংশ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছে। পরিবার ও সমাজে নারীদের অবস্থান অনুমান করার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু ফলাফলস্বরূপ দেখা যায় যে বেশিরভাগ নারীরা সমাজে তাদের ভূমিকা এবং অধিকার সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন নন এবং তারা মূলত ধর্মীয় নিয়মকানুন এবং সামাজিক বিধিনিষেধের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করেন।

ভারতীয় সমাজে নারীদের যথোপযুক্ত বিকাশ না হওয়ার পেছনে অনেক কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

একদিকে নারীরা গৃহস্থালির দায়িত্বের ভারে ভারগ্রস্ত, অন্যদিকে পুরুষরা ক্ষমতার ঊর্ধ্বে বিরাজমান।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই চিরাচরিত এবং পরম্পরাগত ধারণার ফলস্বরুপ নারীরা সামাজিক সীমাবদ্ধতা এবং ধর্মীয় নীতি অনুসরনেই আবদ্ধ থেকেছে। আজ পর্যন্ত এটি লক্ষ্যণীয় যে কর্মসংস্থান কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অপর্যাপ্ত। নারীরা

সমাজের সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছেন। এটা সত্য যে শিক্ষিত নারীরা আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের অন্যতম কাণ্ডারি হতে পারেন। ভারতীয় সংবিধান আমাদের দেশের নারী ও পুরুষ উভয়েকেই সমান অধিকার প্রদান করে । ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের সম্পূর্ণ রূপে উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার যথোপযুক্ত সুযোগ ছিল কিন্তু মধ্যযুগে পদার্পণের পর তার অবনতি ঘটে। এবং আধুনিক যুগেও এই অবনতি দিন দিন অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশ নারী হওয়ায় নারীদের স্বাক্ষরতার হার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ যদি দেশের নারীরা অশিক্ষিত থাকে তাহলে জনসংখ্যার অর্ধেক ভাগই অশিক্ষিত হয়ে থাকবে, যা আমাদের দেশকে অবনতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । অতএব, নারীদের যথাযথ শিক্ষা ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

নারীরাই জাতির ভবিষ্যৎ, একজন শিক্ষিত নারীই পারে তার পরিবারকে এবং মূলত সমগ্র বিশ্বকে শিক্ষিত করতে।, নারীরা তাদের সন্তানদের প্রথম শিক্ষক – এই অপরিহার্য সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন ব্রিটিশ যুগের রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর- উনাদের মত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কারক, যারা নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। বর্তমান যুগেও নারী শিক্ষার স্তর উন্নত করার জন্য, আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতে নারী শিক্ষা বর্তমান যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যদিও নারী শিক্ষার স্তর ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে আমাদের দেশে পুরুষদের তুলনায় নারীদের ক্ষমতায়ণের হার অনেকটাই নিম্নগামী।নারীদের পিছিয়ে থাকার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণগুলি হল লিঙ্গ জনিত বৈষম্য, ধর্মীয় বাধা, পিতার মাতার অশিক্ষা, সামাজিক নিয়মকানুন ইত্যাদি যা তাদের অগ্রগতির পথকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করে তোলে।

ভারতীয় সংবিধান আমাদের দেশের নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে। আমাদের সমাজে নারীরা আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাগত এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিগুলিকে অতিক্রম করে নারীরা যাতে পূর্ণরূপে ক্ষমতায়িত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে  ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার, মৌলিক কর্তব্য এবং নির্দেশমূলক নীতিমালার প্রস্তাবনায় লিঙ্গ সমতার নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংবিধান প্রতিটি রাজ্যকে নারীদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে। এছাড়াও ভারত সরকার নারীদের বিভিন্ন ধরণের সামাজিক বৈষম্য, সহিংসতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ ইত্যাদির মতো সামাজিক কুপ্রথা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন বিধান ও আইন প্রণয়ন করেছে।

ভারতের সংবিধানে সকলের জন্য সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। লিঙ্গ সমতা হলো লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান ক্ষমতা, অধিকার এবং সুযোগ, যার মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, শিক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করে যে সমাজে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সুযোগ-সুবিধার সমান অধিকার উপভোগ করতে পারবে। নারীর ক্ষমতায়ণ লিঙ্গ সমতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করে যা একবিংশ শতাব্দীর একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা হয়ে উঠেছে। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে  নারীর

উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের পুরুষদের মনোভাব এবং পদক্ষেপ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। লিঙ্গ সমতা মানবাধিকার হওয়া সত্ত্বেও নারীরা চিরকালই পিছিয়ে থেকেছে, তারা পুরুষদের তুলনায় অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ কম পায়, উচ্চশিক্ষায় কম সুযোগ পায়, স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব কম হয়।তাই লিঙ্গ সমতাই একমাত্র পন্থা যা নারীদের ক্ষমতায়ণে সাহায্য করবে এবং তারা তাদের পরিবারের উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখতে পারবে।

নারীর ক্ষমতায়ণ বর্তমান বিশ্বে একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এটি কোনো একক কর্মসূচি নয়, বরং একটি ধারাবাহিক ও বহুস্তরবিশিষ্ট প্রক্রিয়া, যার লক্ষ্য নারীকে এমনভাবে শক্তিশালী করে তোলা যাতে নারী নিজের জীবন, পরিবার ও সমাজে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করতে পারেন এবং সামাজিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ণের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা, যা একজন নারীর চিন্তাধারা, আত্মবিশ্বাস, অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মনির্ভরতার ভিত্তি গড়ে তোলে। নারীর ক্ষমতায়ণ মানে শুধু তার স্বাধীনতা নয়, বরং এটি একটি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নের নিশ্চিত পথ। কারণ, একজন নারী পরিবারে অর্থনৈতিক অংশীদার হতে পারেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের বাহক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন।নারীর ক্ষমতায়ণ বলতে বোঝায় নারী নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছে—শিক্ষার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস, অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে স্বাধীনতা, এবং সামাজিক মর্যাদার মাধ্যমে আত্মমর্যাদা।

নারীর ক্ষমতায়ণ ও শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে বহু শিক্ষাবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী মূল্যবান মত প্রদান করেছেন, যেগুলি বর্তমান গবেষণার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ভারতবর্ষে নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করে দেখা হয়েছে। ডঃ এ.পি.জে. আব্দুল কালাম বলেছিলেন, "Empowering women is a prerequisite for creating a good nation, when women are empowered, society with stability is assured." অর্থাৎ, একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণ অপরিহার্য এবং এটি সমাজে স্থিতিশীলতা আনে।

শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি তার শিক্ষার দর্শনে বলেছেন, "Education is a practice of freedom." তার মতে, শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে এবং আত্মমর্যাদার পথে পরিচালিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর শিক্ষা শুধু তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেটি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করে। অমর্ত্য সেন তার 'Capability Approach'-এ উল্লেখ করেছেন, "Development consists of the removal of various types of unfreedoms that leave people with little choice and little opportunity." নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুযোগের মাধ্যমে তারা নিজের জীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে—এইটাই হলো প্রকৃত উন্নয়নের দিক।

স্বামী বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, "There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing." তার এই মন্তব্য সমাজে নারীর অবস্থানকে সমান মর্যাদায় উন্নীত করার আহ্বান দিয়েছেন। অর্থাৎ নারীর উন্নতি ছাড়া সমাজ ও জাতির

উন্নয়ন সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারীদের জন্য যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছে, তা কেবলমাত্র প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের এক মৌলিক প্রয়াস। এই প্রকল্পগুলি কীভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ হ্রাস, আত্মনির্ভরতা ও সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে তা পরিসংখ্যান ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ করা হবে।

এই সমস্ত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, নারীর ক্ষমতায়ণ কেবল একটি আর্থ-সামাজিক বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়; বরং এটি একটি গভীর নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে যখন সরকার নারী শিক্ষার জন্য ‘কন্যাশ্রী’, যাতে তাদের কম বয়সে বিয়ে না দেয় তার জন্য‘রূপশ্রী’, আর্থিক স্বনির্ভরতার জন্য ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ প্রকল্প চালু করে, তখন তা শুধু প্রশাসনিক কর্মসূচি থাকে না—তা হয়ে ওঠে এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা। এই গবেষণা সেই বিপ্লবের অগ্রগতি, প্রভাব ও সীমাবদ্ধতাকে অনুধাবন করার একটি চেষ্টা। নারী যখন শিক্ষিত ও আত্মনির্ভর হয় তখন সমাজের ভিত্তি শক্তিশালী হয়। তাই শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের চেষ্টা একটি জাতির উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা উচিত।

নারীর ক্ষমতায়ণ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া যা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করার সক্ষমতা প্রদান করে। একটি দেশের বা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র নির্ভর করে সেই সমাজে নারীরা কতটা শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণে অগ্রসর হয়েছে তার উপর। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো বহুবর্ণময় ও বৈচিত্র্যময় দেশে নারীর উন্নয়ন শুধু একটি সামাজিক বা নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং

এটি একটি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ণ তখনই বাস্তবায়নযোগ্য হয়, যখন সে শিক্ষায় অগ্রসর, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর, স্বাস্থ্য সচেতন এবং সমাজে সম্মানজনকভাবে অবস্থান করতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বহু কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য নারী সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা, আর্থিকভাবে সাবলম্বী করা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত এক দশকে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে—যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবলা, স্বয়ংসিদ্ধা, উত্তরণ ও লক্ষ্মীর ভান্ডার—যেগুলি নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বাস্তবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এই গবেষণার পটভূমিতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা—একটি ঐতিহাসিক ও জনবহুল জেলা, যেখানে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ মুসলিম সমাজভুক্ত এবং শিক্ষার হার রাজ্যের গড়ের তুলনায় কিছুটা কম। এখানে নারী-পুরুষ বৈষম্য, বাল্যবিবাহ, অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে নারীরা বহুক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই পটভূমিতে সরকারী প্রকল্পগুলি নারীর জীবনে কী ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে তা বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী যখন শিক্ষিত হন, তখন তিনি কেবল নিজের জীবনেই নয়, তার পরিবারের এবং সমাজের উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন। নারী যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হন, তখন সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বেড়ে যায়। সেইসঙ্গে নারী যদি পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারেন, তাহলে সেটি সত্যিকারের ক্ষমতায়ণের সূচনা বলে বিবেচিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মুর্শিদাবাদ জেলার মতো একটি সীমান্তবর্তী ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সরকারী প্রকল্পগুলি নারীদের জীবনে কী প্রভাব ফেলছে তা অনুধাবন করা রাজ্য এবং দেশব্যাপী উন্নয়ন নীতি তৈরির জন্য সহায়ক হতে পারে। সরকারী প্রকল্পের ফলে কীভাবে নারী শিক্ষা, আর্থিক স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ঘটেছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি বাস্তবধর্মী ও তাত্ত্বিক ভিত্তিতে উপসংহার টানা সম্ভব হবে। নারীর ক্ষমতায়ণ কেবলমাত্র একটি নীতি নয়, বরং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার মধ্যে শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা সেই প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত গতিপ্রকৃতি ও প্রভাবকে অন্বেষণ করার একটি প্রয়াস।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ণ একটি চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সমন্বয়। এখানকার সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং শিক্ষার সীমাবদ্ধতা নারীদের ক্ষমতায়ণকে দীর্ঘদিন বাধাগ্রস্ত করেছে। এখানকার অনেক পরিবার এখনও মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী নয়, বরং বাল্যবিবাহ ও গৃহকেন্দ্রিকতা বজায় রাখতে চায়। এই বাস্তবতাকে বদলাতে সরকারী প্রকল্পগুলি নানা স্তরে কাজ করছে যেমন শিক্ষা, আর্থিক সহায়তা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়ায় নারীরা যেমন আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে, তেমনি তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিচ্ছে, ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করছে, এবং নিজেকে সমাজে একজন সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলছে।

নারীর ক্ষমতায়ণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা। একটি নারী যত বেশি শিক্ষিত ও সাবলম্বী হন, তার আর্থিক অবস্থা তত উন্নত হয় এবং তার সামাজিক মর্যাদা তত

বৃদ্ধি পায়। একজন নারী যখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হন, তখন তিনি শুধুমাত্র পরিবারের উপর নির্ভর করেন না, বরং পরিবারের সিদ্ধান্তগ্রহণেও অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে সমাজে নারী-পুরুষের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক । সরকারী প্রকল্পগুলি এই ক্ষমতায়ণকে ত্বরান্বিত করছে, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের জন্য যারা আগে কখনও অর্থনৈতিক বা সামাজিকভাবে সক্রিয় ছিলেন না।

এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার নারী সমাজের মধ্যে সরকারী প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রভাব বিশ্লেষণ করা—তারা কীভাবে শিক্ষায় অগ্রসর করেছে, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়েছে, এবং সমাজে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করছে। নারীর ক্ষমতায়ণ এখানে শুধুই একটি প্রশাসনিক পদক্ষেপ নয়, বরং একটি গভীর সামাজিক রূপান্তরের চিত্র, যা নারীকে "প্রাপক" থেকে "স্রষ্টা"-র ভূমিকায় রূপান্তরিত করছে। গবেষণাটি এই পরিবর্তনের গতি, গভীরতা ও প্রভাবের একটি বিশ্লেষণাত্মক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস, যা ভবিষ্যতের নারী নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য কার্যকর দিশা দেখাবে।

নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং কোনো সভ্যতা বা জাতির প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভর করে সেই সমাজে নারীরা কতটা শিক্ষিত, আত্মনির্ভর ও সামাজিকভাবে সক্রিয় তার উপর। ভারতবর্ষের মতো একটি বৈচিত্র্যময় দেশে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশ্নটি কেবল একটি মানবিক অধিকার নয়, বরং এটি একটি সামাজিক এবং জাতীয় উন্নয়নের অনিবার্য পূর্বশর্ত। নারীর উন্নয়ন যে সমাজের সার্বিক অগ্রগতির হাতিয়ার, তা উপলব্ধি করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নারীর জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমুখী সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার "কন্যাশ্রী", "রূপশ্রী", "লক্ষ্মীর ভান্ডার",

“সবলা”, “স্বয়ংসিদ্ধা”, “উত্তরণ” ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের নারীদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই প্রকল্পগুলি নারীর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বাড়ানো, বাল্যবিবাহ রোধ, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি, এবং অর্থনৈতিক সাবলম্বিতায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের ইতিহাস বহুপ্রাচীন হলেও তা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে এবং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নারীকে গৃহ ও সমাজে সম্মানজনক স্থান দেওয়া হতো, এবং শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত—যেমন গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপালা প্রমুখ বিদুষীর নাম প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে মধ্যযুগে ইসলামীক রাজত্ব, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সামাজিক রক্ষণশীলতা নারীর উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। শিক্ষা তাদের জন্য ক্রমশ বিলাসিতা হয়ে ওঠে এবং গৃহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকার সংস্কৃতি জোরদার হয়। ব্রিটিশ শাসনকালে, বিশেষ করে উনবিংশ শতকে, সমাজসংস্কারকগণ—যেমন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ—নারী শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষার বৈধতা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলেও বাস্তব পরিস্থিতিতে লিঙ্গবৈষম্য বজায় থেকেছে, বিশেষ করে গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে। নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের জন্য একাধিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ১৯৮৫ সালে “নারী ও

শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক" গঠিত হয়েছে, এবং জাতীয় নারী নীতি প্রণীত হয়েছে ২০০১ সালে। তবে চিহ্নিত অঞ্চল গুলিকে পরিকল্পনার অভাব নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিশেষত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। ২০১৩ সালে চালু হওয়া "কন্যাশ্রী প্রকল্প" একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুলে ভর্তি ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দিকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে "রূপশ্রী", "লক্ষ্মীর ভান্ডার", "সবলা", "উত্তরণ" ও অন্যান্য প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়ণকে নীতিগত ও বাস্তবিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস সমাজ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও, এখানকার নারীরা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে গেছেন। একসময় নবাবি আমলে এই জেলা ছিল বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশের পর এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক অবক্ষয় শুরু হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থাও অনগ্রসর রয়ে যায়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই জেলায় ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, বাল্যবিবাহের প্রথা, বহুপত্নী ও লিঙ্গবৈষম্য সামাজিকভাবে গৃহীত ছিল, ফলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া ছিল একপ্রকার বিলাসিতা। এই বাস্তবতার পরিবর্তন আনতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অঞ্চলভিত্তিক হস্তক্ষেপমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর শিক্ষাগ্রহণ, আর্থিক সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিশেষ করে লালগোলা ও বহরমপুরের মতো গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায়।

### ১.১.১ মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যাগত ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি:

এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকৃত অধ্যয়ন ক্ষেত্র মুর্শিদাবাদ জেলা একটি ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এই জেলা জনসংখ্যা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা ও আর্থিক অনগ্রসরতার দিক থেকে একটি বিশেষ চিত্র উপস্থাপন করে।

জনসংখ্যাগত প্রেক্ষাপট (Demographic Context):

মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৭১ লক্ষ (জনগণনা ২০১১ অনুসারে)। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করে, যা এই জেলার গ্রামীণ চরিত্রকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। জেলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, যার ফলে এই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোতে ধর্মীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

এখানে মেয়েদের সাক্ষরতার হার রাজ্য গড়ের তুলনায় কম, যা গবেষণার মূল প্রেক্ষাপটকে আরও জোরালো করে তোলে। গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার ও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ এখনো অপ্রতুল।

শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা (Educational and Socio-Economic Status):

মুর্শিদাবাদ জেলার সাক্ষরতার হার ৬৭.৫৩%, যেখানে মহিলাদের সাক্ষরতার হার ৬২% এর কাছাকাছি। অধিকাংশ মহিলা প্রাথমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা শেষ করে বিদ্যালয়

ত্যাগ করেন। এর পিছনে রয়েছে—বাল্যবিবাহ, পারিবারিক চাপ, নিরাপত্তাহীনতা, ও ধর্মীয়-সামাজিক রক্ষণশীলতা।

জেলার আর্থ-সামাজিক কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। বেশিরভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর অথবা অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে (যেমন বিড়ি শিল্প, তাঁতশিল্প, দিনমজুরি ইত্যাদি) নিযুক্ত। নারী শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও তারা প্রায়শই অদক্ষ, স্বল্প-আয়ের ও অনিরাপদ কাজে যুক্ত, যেখানে কোনো আর্থিক সুরক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তা নেই।

নারীর অবস্থান ও লিঙ্গ বৈষম্য (Women's Status and Gender Disparities):

এই জেলায় নারী-পুরুষ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ—সব ক্ষেত্রেই তাদের পিছিয়ে পড়া চোখে পড়ে। ধর্মীয় অনুশাসন, পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব ও পারিবারিক নিয়মাবলির কারণে নারীরা সমাজের মূলস্রোত থেকে পিছিয়ে থাকে।

প্রশাসনিক উদ্যোগ ও প্রকল্পের ভূমিকা (Role of Government Schemes):

এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী প্রভৃতি প্রকল্পগুলি নারীদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি, আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে লালগোলা ও বহরমপুরের মতো জায়গায় এই প্রকল্পগুলির প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

তবে বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—প্রকল্পের যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পথটি এখনও সহজ নয়। সচেতনতার অভাব, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক জটিলতা ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতা এখনো বিরাজমান।

West Bengal District Literacy Rate (Census 2011):

**পশ্চিমবঙ্গের জেলা অনুযায়ী সাক্ষরতার হার (Census 2011 অনুসারে)**

| জেলা | মোট সাক্ষরতার হার (%) | পুরুষ সাক্ষরতা (%) | মহিলা সাক্ষরতা (%) |
|---|---|---|---|
| পূর্ব মেদিনীপুর | ৮৭.৬৬ | ৯৩.০১ | ৮২.০৮ |
| কলকাতা | ৮৭.১৪ | ৯০.১৪ | ৮৪.০৬ |
| উত্তর ২৪ পরগণা | ৮৪.০৬ | ৮৮.৩৩ | ৭৯.৪৪ |
| হাওড়া | ৮৩.৮৫ | ৮৭.৯৯ | ৭৯.৩৬ |
| হুগলি | ৮২.৫৫ | ৮৭.০৪ | ৭৭.৭৩ |
| দার্জিলিং | ৭৯.৯২ | ৮৫.৬১ | ৭৩.৭৬ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | ৭৯.০৪ | ৮৬.০৪ | ৭১.৮২ |
| দক্ষিণ ২৪ পরগণা | ৭৮.৫৭ | ৮৪.৯৪ | ৭১.০০ |
| বর্ধমান | ৭৭.১৫ | ৮৪.৭০ | ৬৯.২২ |
| নদীয়া | ৭৫.৫৮ | ৮০.৯৭ | ৬৯.০১ |
| কুচবিহার | ৭৫.৪৯ | ৮১.৩৮ | ৬৯.১৯ |
| দক্ষিণ দিনাজপুর | ৭৩.৮৬ | ৭৯.৬৩ | ৬৭.৯২ |
| জলপাইগুড়ি | ৭৩.৭৯ | ৭৯.৮৯ | ৬৭.৪৭ |
| বাঁকুড়া | ৭০.৯৫ | ৮১.০০ | ৬০.০৫ |
| বীরভূম | ৭০.৯০ | ৭৭.৫১ | ৬৪.১৮ |
| **মুর্শিদাবাদ** | **৬৬.৫৯** | **৬৯.৯৫** | **৬৩.০৯** |
| পুরুলিয়া | ৬৫.৩৮ | ৭৬.৭১ | ৫৩.২৫ |
| মালদা | ৬২.৭১ | ৬৬.২৪ | ৫৮.৭৮ |
| উত্তর দিনাজপুর | ৬০.১৩ | ৬৬.৬৫ | ৫২.২৫ |

**ব্যাখ্যা:**

- সর্বোচ্চ সাক্ষরতার হার: পূর্ব মেদিনীপুর (৮৭.৬৬%)
- সর্বনিম্ন সাক্ষরতার হার: উত্তর দিনাজপুর (৬০.১৩%)
- লিঙ্গ বিভাজন বিশ্লেষণ: অধিকাংশ জেলায় পুরুষদের সাক্ষরতার হার মহিলাদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, বিশেষ করে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায় এই ব্যবধান বিশেষরূপে লক্ষণীয়।

এইভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যাগত ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট একটি বহুস্তর বিশিষ্ট এবং চ্যালেঞ্জপূর্ণ বাস্তবতা উপস্থাপন করে, যেখানে সরকারী প্রকল্পগুলি সমাজে নারীর ক্ষমতায়ণ এবং শিক্ষার প্রসারে একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। এই গবেষণার মাধ্যমে এই অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটি তথ্যনির্ভর ও নীতিমূলক ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব হবে, যা ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে বর্তমান গবেষণা নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতার বিশ্লেষণ করতে চায়—যেখানে অতীতের বাস্তবতা, নীতিনির্ধারণের বিবর্তন ও স্থানীয় পরিবর্তন মিলেমিশে একটি বাস্তবভিত্তিক ও তথ্যনির্ভর চিত্র উপস্থাপন করবে। ইতিহাসের আলোকে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিক নির্দেশ করাই এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

## ১.২. ঐতিহাসিক পটভূমি: (Historical Background):

নারীর ক্ষমতায়ণ বলতে বোঝায়—নারীর নিজের জীবনের বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন, যা শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এটি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তি নয়, বরং একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ যা নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নারীর অবস্থান এক সময় অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন থাকলেও বিভিন্ন যুগে নানা কারণে তা সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত হয়েছে। নিচে ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়ণের বিকাশ ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হলো:

প্রাচীন যুগ (Before 500 BCE – 500 CE)-ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় যেমন বৈদিক যুগে, নারীরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তারা শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য এমনকি দার্শনিক বিতর্কেও অংশগ্রহণ করতেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখ নারীরা তৎকালীন সমাজে বিদুষী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রে নারীর শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ও বিবাহে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মধ্যযুগ (500 CE – 1700 CE)-মধ্যযুগে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ও ধর্মীয় প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় নারীর অধিকার হ্রাস পেতে থাকে। মুসলিম শাসন এবং সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নারীদের আরও বেশি গৃহকেন্দ্রিক করে তোলে। পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা নারীর সামাজিক অবনতির মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই যুগে নারী শিক্ষার সুযোগ প্রায় উঠে যায় এবং তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হন।

ঔপনিবেশিক যুগ ও নবজাগরণ (1700 – 1947)-ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ সূচিত হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, বেগম রোকেয়া প্রমুখ সমাজ সংস্কারক নারী শিক্ষার পক্ষে আন্দোলন করেন। সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইন (1829), বিধবা বিবাহ আইন (1856), এবং নারী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বেগম রোকেয়া তার 'সুলতানার স্বপ্ন'-এ এক নারীবান্ধব কল্পরাজ্যের চিত্র এঁকে নারী জাগরণের বীজ বপন করেন। ১৯১৭ সালে ভারতীয় নারী প্রথমবারের মতো রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেয়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রাক-স্বাধীনতা যুগ (1900 – 1947)-মহাত্মা গান্ধী নারীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কস্তুরবা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি, লক্ষ্মীবাই ইত্যাদি নারীরা রাজনীতির মঞ্চে আসেন এবং তাদের নেতৃত্ব নারীর ক্ষমতায়ণের পথ প্রশস্ত করে। নারী শিক্ষা ও অধিকার সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগ (1947 – 1990)-ভারতের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা স্বীকৃত হয় (অনুচ্ছেদ 14-16, 39)। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৬১ সালের ডাউরি নিষিদ্ধকরণ আইন, এবং ১৯৭৬ সালের গর্ভপাত আইন নারীর অধিকার রক্ষার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তির হার বাড়তে থাকে এবং কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ে।

১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ঘোষণা করে এবং নারী অধিকারকে একটি বৈশ্বিক আলোচনার স্তরে নিয়ে আসে। ভারতও তৎপরতা বাড়ায় এবং প্রথম জাতীয় নারী নীতি প্রণয়ন করে।

আধুনিক যুগ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট (1991 – বর্তমান)-উদারীকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব নারীদের সামনে নতুন দরজা খুলে দেয়। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ক্রীড়া—সব ক্ষেত্রে নারীর অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। কেন্দ্রীয় সরকার যেমন 'বেটি বাচাও, বেটি পড়াও', 'উজ্জ্বলা', 'জনধন-লক্ষ্মী-সুরক্ষা' ত্রিফলা প্রকল্প চালু করেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষমতায়ণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই সময় নারীর ক্ষমতায়ণ শুধু উন্নয়ন নীতি নয়, জাতীয় অগ্রগতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সংরক্ষণ (33% পঞ্চায়েত কোটা), ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), এবং আইনি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নারীর অবস্থানকে আরও মজবুত করেছে।

এইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অবস্থান ও অধিকার, সমাজ ও ধর্ম, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাবে নানা রূপে বদলে গেছে। নারী এখন শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি নয়, বরং একজন শক্তিশালী নির্মাতা, পরিকল্পনাকারী এবং নেতৃত্বদানকারী হিসেবেও চিহ্নিত হচ্ছেন। ক্ষমতায়ণের এই ধারাবাহিক বিকাশ ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা আজকের গবেষণা ও সমাজবিকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

## ১.৩ বর্তমান পরিস্থিতি (Present Scenario):

বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী ক্ষমতায়ণ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষত ভারতের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে, যেখানে দীর্ঘদিন ধরে লিঙ্গবৈষম্য, দারিদ্র্য, সামাজিক কুসংস্কার এবং শিক্ষার অভাব নারীদের উন্নয়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মতো সীমান্তবর্তী ও তুলনামূলকভাবে অবহেলিত জেলাগুলিতে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বাধীনতা ও সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন আজও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই পরিস্থিতিতে নারী ক্ষমতায়ণের গুরুত্ব পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি।

নারী ক্ষমতায়ণ মানে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয় বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন নারী সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিতে পারেন, সামাজিক অবদানে ভূমিকা রাখতে পারেন এবং নিজের ও পারিবারিক জীবনে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেন। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমন—কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম ইত্যাদি নারীদের শিক্ষা ও আর্থিক ক্ষমতায়ণের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পগুলোর বাস্তব সফলতা নির্ভর করছে নারীদের প্রকৃত অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতার উপর।

বর্তমান সময়ে একদিকে যেমন শিক্ষিত নারীদের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে—এই শিক্ষালাভ সবসময় তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী বা কর্মক্ষম করে তুলছে না। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাব, নিরাপত্তার ঘাটতি, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, এবং কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য নারী ক্ষমতায়ণের পথকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের

অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম, যার ফলে তারা বর্তমান যুগের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর চাকরি বা অংশ গ্রহন মূলক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন। COVID-19 মহামারির পর এই ডিজিটাল বিভাজন আরও গভীর হয়েছে, যা নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বেশি প্রভাব ফেলেছে।

তবুও, বর্তমানে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে—অনেক নারী ক্ষুদ্র উদ্যোগ শুরু করছেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে আয় করছেন, এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তারা সেলাই, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ও শিক্ষাদানের মতো ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষম করে তুলছেন। এই আত্মনির্ভরতা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করছে, পরিবার ও সমাজে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তৈরি করছে।

সার্বিকভাবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী ক্ষমতায়ণ কেবল একটি সামাজিক দাবি নয়, বরং এটি একটি প্রয়োজনীয়তা—জাতির সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক সুযোগ এবং সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা না গেলে কোনো সমাজই দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের পথে এগোতে পারে না। তাই মুর্শিদাবাদ জেলার মতো অঞ্চলগুলিতে নারী ক্ষমতায়ণের জন্য প্রয়োজন: শক্তিশালী প্রশাসনিক সহায়তা, সম্প্রদায় ভিত্তিক সচেতনতা, নারীবান্ধব অবকাঠামো, এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। এই গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান নারী ক্ষমতায়ণের বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নির্ধারণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বর্তমান সময়ে নারী শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের কিছু পিছিয়ে পড়া জেলা, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ এই অগ্রগতির মূল স্রোত থেকে অনেকাংশেই পিছিয়ে রয়েছে। নারী শিক্ষার হার

তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা এখনও কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছায়নি। শিক্ষা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত করা একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া, যা এখনো অনেক বাধা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন।

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকায় সরকারী প্রকল্পসমূহ যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাবৃত্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রভৃতি চালু রয়েছে, যেগুলোর উদ্দেশ্য হলো নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা, তাদের আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা, এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতায়ণ প্রক্রিয়ার সূচনা করা। তবে বাস্তব চিত্র থেকে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পগুলোর প্রচার, সঠিক বাস্তবায়ণ, এবং সুফল পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় এখনও নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

আজও বহু মেয়েরা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য, কুসংস্কার, পরিবারিক ও সামাজিক চাপ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঘাটতি, ডিজিটাল বিভাজন প্রভৃতি কারণে নারীরা শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের পথে পূর্ণ সুবিধা লাভ করতে পারছেন না। পাশাপাশি, কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণও সন্তোষজনক নয়—বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে তা আরও সংকটাপন্ন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিক্ষা সম্পন্ন করেও নারীরা সামাজিক রীতিনীতি, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও চাকরির অভাবের কারণে ঘরে আবদ্ধ থাকেন।

তবে আশার দিক হলো—বর্তমান সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা সচেতনভাবে নারী শিক্ষার প্রসার এবং ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, অনলাইন শেখার সুবিধা, মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রভৃতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে নারীদের আত্মনির্ভর করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতিতে নারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব চিত্র উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রেক্ষাপটে প্রকৃত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে, আরও কার্যকর পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণের পথ উন্মোচন করা যায়।

বর্তমানে এই অঞ্চলে মেয়েদের প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার সন্তোষজনক হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেই হার আশানুরূপ নয়। অল্প বয়সে বিবাহ, পরিবারের অর্থনৈতিক চাপ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ, বিদ্যালয় থেকে দূরত্ব ও নিরাপত্তাহীনতা এসব কারণে মেয়েরা বিদ্যালয় ত্যাগ করছে। উচ্চশিক্ষায় নাম লেখানো মেয়েদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। একইসাথে, শিক্ষিত হলেও অনেক নারী কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারছেন না—প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব, নিরাপত্তা, পারিবারিক অনুমতি, কিংবা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের কারণে।

ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে কারণ ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপের অভাব এবং পরিবারের পক্ষ থেকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহার কারণে তারা প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়েছে। COVID-19 মহামারী পরবর্তী সময়ে এই ডিজিটাল বিভাজন আরও প্রকট হয়েছে, যার ফলে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ভেঙে পড়েছে।

তবে ইতিবাচক দিক হলো, ধীরে ধীরে সমাজে নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। কিছু স্বনির্ভর গোষ্ঠী, এনজিও এবং স্থানীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনেক নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন, তারা সেলাই, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন, যা তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে। এই পরিবর্তনের ধারা আরও গতিশীল করতে প্রয়োজন সুসংগঠিত পরিকল্পনা, প্রশাসনিক

স্বচ্ছতা, পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা, এবং নারীদের প্রতি ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলা।

সার্বিকভাবে, মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমান চিত্রে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে যেমন অগ্রগতি হয়েছে, তেমনই বহু সমস্যাও রয়ে গেছে। এই গবেষণা বর্তমান পরিস্থিতির একটি নথিভুক্ত বিশ্লেষণ করে নারী শিক্ষার গতি ও গুণগত উন্নয়নের পথ নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ক্ষমতায়ণমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রেও এই গবেষণা কার্যকর হতে পারে।

## ১.৪ আদর্শ পরিস্থিতি কী হওয়া উচিত (What Should be the Ideal Condition):

আদর্শ পরিস্থিতিতে নারী ক্ষমতায়ণ এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করবে, যেখানে প্রতিটি নারী স্বাধীনভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার লাভ করবেন। নারী ক্ষমতায়ণের মূল শর্ত হলো—নারীকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও সম্মানিত সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, যেখানে তার মতামত, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার যথাযথ মূল্য থাকবে।

আদর্শ পরিস্থিতিতে প্রতিটি মেয়ে শিশু জন্মের পর থেকেই বৈষম্যহীন পরিবেশে বেড়ে উঠবে। পরিবারে তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে, যেমনটা ছেলে শিশু পায়। শিশুকাল থেকে তার মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধির বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, ভালো মানের প্রাথমিক শিক্ষা ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যালয়ে তাদের জন্য থাকবে পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার, নিরাপদ পরিবেশ, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাউন্সেলিং করে তাদের সাহায্য করা।

নারীর উচ্চশিক্ষার পথ হবে উন্মুক্ত, যেখানে STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) শিক্ষাতেও সমান অংশগ্রহণ থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় স্তরে থাকবে নারীবান্ধব স্কলারশিপ, প্রশিক্ষণ ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স। নারীরা সহজেই প্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে এবং তথ্যপ্রযুক্তির জগতে নিজেদের স্থান তৈরি করবে।

আদর্শ পরিস্থিতিতে নারীরা শুধুমাত্র চাকরি খুঁজবে না, বরং উদ্যোক্তা হয়ে উঠবে। তাদের জন্য থাকবে সহজ ঋণ, সরকারী সহায়তা, ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ এবং বাজার সংযোগের সুবিধা। নারীরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অংশ নিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিক থেকে নারী ক্ষমতায়ণের মানদণ্ড হবে—প্রতিটি কিশোরী ও নারী মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, গুনগতমান সম্পন্ন পুষ্টি, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভ করবেন। কোনো নারীকে কেবলমাত্র নারী হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে না।

পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। তিনি পরিবারে বিবাহ, সন্তান ধারণ, শিক্ষার বিষয়ে নিজস্ব মতামত দিতে পারবেন এবং তা গুরুত্ব পাবে। সমাজে তার সম্মান থাকবে, তাকে ভয়, নির্যাতন বা হেনস্তার শিকার হতে হবে না। আইনি সহায়তা তার নাগালের মধ্যে থাকবে এবং প্রশাসনিক সহায়তা হবে দ্রুত ও সংবেদনশীল।

রাজনৈতিক ভাবে নারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকবে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। প্রশাসনে, শিক্ষায়, গবেষণায়, ব্যবসায় এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীরা সমানতালে পুরুষদের সঙ্গে কাজ করবেন।

একটি আদর্শ পরিস্থিতিতে নারীর ক্ষমতায়ণ হবে সমাজের সার্বিক, মানবিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি। মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া এলাকাতেও নারীরা হবে শিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ। তাদের জন্য থাকবে সব ধরণের সুযোগ, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের জীবন গঠণের পাশাপাশি সমাজ ও জাতিকেও উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এই ধরণের সমাজ ব্যবস্থাই প্রকৃত অর্থে নারী ক্ষমতায়ণের আদর্শ চিত্র

## তথ্যসূত্র (References):


পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২২)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প: কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটি কর্মসূচি.* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃঃ ১২–২০.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর। (২০২২)। *কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন.* পৃঃ ৩৪–৪৮. https://wbcdwdsw.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। (২০২১)। *পশ্চিমবঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন.* পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃঃ ২২–২৯.

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। (২০২১)। *রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বার্ষিক অগ্রগতি ও সমস্যা বিশ্লেষণ করেছে.* পৃঃ ১৫–৪৪, ৬১–৭৬.

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। (২০২১)। *জেলা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন: নারী শিক্ষা ও প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি বিশ্লেষণ.* জেলা পরিসংখ্যান দপ্তর, মুর্শিদাবাদ। পৃঃ ১৫–২১.

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন। (২০১৯)। *ভারতের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন.* নীতি আয়োগ, ভারত সরকার। পৃঃ ৭৪–৮১.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association. pp. 125–130.

Basu, A. (1992). *Women's education in India: A historical review.* New Delhi: Concept Publishing Company. pp. 45–53.

Dutta, S., & Sengupta, R. (2020). Women's education and empowerment in India: A contemporary review. *Journal of Women Studies in India,* 32(2), 105–119.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2021). *National Family Health Survey – NFHS-5, India factsheet.* Government Publication. pp. 5–7, 12–14. https://rchiips.org/nfhs

NITI Aayog. (2023). *SDG India index report: Gender empowerment parameters.* Government of India. pp. 95–102.

Sen, A. (1999). *Development as freedom.* Oxford University Press. pp. 15–16, 31–35, 194–196.

Sinha, N. (2013). Economic empowerment of women through self-help groups: A review of West Bengal. *Indian Journal of Gender Studies,* 20(2), 231–250.

UN Women. (1995). *Beijing declaration and platform for action: Fourth world conference on women.* United Nations Entity for Gender Equality. pp. 3–12, 79–85. https://www.unwomen.org

UNESCO. (2023). *Education for all global monitoring report: Literacy rates by gender.* UNESCO Publication. pp. 42–47. www.unesco.org

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Human development report: Gender equality and women's empowerment.* UNDP. pp. 68–74.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender equality and sustainable development: SDG-5 progress report.* United Nations Publication. pp. 11–18. https://www.undp.org

World Bank. (2021). *Women, business and the law 2021.* The World Bank Group. pp. 59–65. https://wbl.worldbank.org

# অধ্যায়- II

# সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা

# REVIEW OF RELATED LITERATURE

## ২.১ সমপর্যায়ের গবেষণার পর্যালোচনা (Review of Related Literature):

গবেষণা পরিকল্পনার বাস্তবায়ণের পূর্বে পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। কারণ, যেকোনো গবেষণার নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ ভিত্তি গঠনে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বা সমপর্যায়ের গবেষণার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। পূর্ববর্তী গবেষণার উপর পর্যালোচনার মাধ্যমে শুধু গবেষণার বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি বোঝা যায় না, বরং গবেষণার মৌলিকতা, ব্যবধান (gap) এবং প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

এই প্রেক্ষিতে, "পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা,ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা" বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহের একটি সুসংগঠিত ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে— এই বিষয়ে ইতিপূর্বে কী কী কাজ হয়েছে, কী কী ফলাফল এসেছে এবং বর্তমান গবেষণাটি কোন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা উপাত্ত উপস্থাপন করতে যাচ্ছে।

### ভারতে পরিচালিত গবেষণা:

**Hoque, M. (2015)** "Empowering Rural Women Through Education: A Study on the Rural Areas of Dhubri District (Assam)" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। শিক্ষা ক্ষমতায়ণের প্রধান হাতিয়ার কিন্তু আসামে এবং বিশেষ করে ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারীদের শিক্ষার অবস্থা খুবই করুণ। আসামের এই জেলায় নারী জনসংখ্যা এখনও প্রান্তিকতার মধ্যে রয়েছে। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- গ্রামীণ এলাকার নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অধ্যয়ন করা।

- ধুবরি জেলার গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষার অবস্থা অধ্যয়ন করা।

গবেষণার ফলাফল:

- আসামে এবং বিশেষ করে ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারীদের শিক্ষার অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক।
- জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ, বিশেষ করে নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার এবং সাংবিধানিক অধিকার এবং মানবিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার থেকে অনেক দূরে।
- আসামের সমগ্র ধুবরি জেলায় গ্রামীণ এলাকায় নারী শিক্ষার প্রসার খুবই কম।
- আসামের ধুবরি জেলার শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সাক্ষরতার হারের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে।

**Das, D.K. & Ray, N. (2016)** "Women Empowerment for Promoting Rural Economy in West Bengal: A Study on Pallimangal( A Unit of Ramakrishna Mission in West Bengal) এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। গবেষণার লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটন অন্বেষণ করা। কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটন অধ্যয়ন এলাকায় উন্নত জীবনযাত্রার প্রচারের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণের একটি কারণ হিসেবে কাজ করে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল অধ্যয়ন এলাকায় পর্যটকদের আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করা। অনেক পর্যটক ধর্মীয় উদ্দেশ্যে, বিনোদনমূলক উদ্দেশ্যে অথবা ভ্রমণের জন্য কামারপুকুর যান। কামারপুকুরের পর্যটকরা এই পর্যটন কেন্দ্রের গ্রামীণ অর্থনীতি, জীবনযাত্রা এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেছেন। এই গবেষণাটি মূলত গ্রামীণ পর্যটনের উপর জোর দিয়েছে এবং পল্লীমঙ্গলের কথা উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে নারীদের ভূমিকা অন্বেষণ করেছে। এই গবেষণাপত্রে পশ্চিমবঙ্গের কামারপুকুরে গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের লেখক সরকার, ব্যাংক,এনজিও এবং অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদির দ্বারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে গ্রামীণ নারীদের অধ্যয়ন এলাকায় পর্যটন সম্পর্কিত কার্যকলাপে উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করা যায়।

**Shettar, R. M. (2015)** "A Study on Issues and Challenges of Women Empowerment in India" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণাটি নারী ক্ষমতায়ণের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি উল্লেখ করে এবং ভারতে নারী ক্ষমতায়ণের অবস্থা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি ছিল:

- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণের প্রয়োজনীয়তাগুলি খুঁজে বের করা।
- নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ণের কারণগুলি ব্যাখ্যা করা।
- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণ উন্নয়নের জন্য সরকারী পরিকল্পনাগুলি অধ্যয়ন করা।
- নারী ক্ষমতায়ণের পথে বাধাগুলি চিহ্নিত করা।
- ভারতে নারী ক্ষমতায়ণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দরকারী পরামর্শ দেওয়া।

এই গবেষণায় বেশ কয়েকটি প্রতিবন্ধকতা আলোচনা করা হয়েছে যা ভারতে নারীর অধিকারের সমস্যাগুলিকে জর্জরিত করছে-

❖ নারী ক্ষমতায়ণের প্রথম চ্যালেঞ্জে শিক্ষা। উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য, কর্মসংস্থানে নারীদের উপর প্রভাব ফেলে। নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- ❖ নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতোই আমাদের দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণও একটি জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত। দারিদ্র্যের কারণে নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকে।
- ❖ একটি দেশে নারীর ক্ষমতায়ণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে নারীর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- ❖ আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ণের আরেকটি বাধা হলো পেশাগত বৈষম্য।
- ❖ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিতে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে নারীদের মৃত্যুহার বেশি, যা তাদের জনসংখ্যা হ্রাস করছে।

গবেষণার প্রধান ফলাফল:

- যদিও বিশ্বায়ন এবং উদারীকরণ নারী জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে কিছুটা সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এখনও ভারতে এমন কিছু ক্ষেত্র ছিল যেখানে নারীর ক্ষমতায়ণের ব্যাপক অভাব রয়েছে।
- দেশের পুরুষ জনসংখ্যার মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন।
- নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ অত্যন্ত জরুরি।
- নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।
- একটি টেকসই বিশ্ব গঠনের জন্য, নারীর ক্ষমতায়ণ হল সবচেয়ে বড় পদক্ষেপ।

**Das, R. (2015)** "Emergence and Activities of Self-Help Groups (SHG) – A Great Effort and Implementation for Women's Empowerment as well as Rural Development. A study on Khejuri CD Blocks in Purba Medinipur, West Bengal" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য

ছিল পশ্চিমবঙ্গের গবেষণা এলাকায় নারীর ক্ষমতায়ণের সূচকগুলি খুঁজে বের করা। এই গবেষণার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি ছিল-

- অধ্যয়ন এলাকায় নারীদের উপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব খুঁজে বের করা।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা ।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত ক্ষমতায়ণের দিকগুলির অগ্রগতি তদন্ত করা।
- পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আরও ভালো কার্যকারিতার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় তথ্যের সাহায্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক multistage random sampling পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে (SHG) গ্রামীণ নারীদের অংশগ্রহণ তাদের জীবনের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই তাদের ক্ষমতায়ণের উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলেছে। গবেষক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব জোরদার করার জন্য কিছু পদক্ষেপের পরামর্শও দিয়েছেন। গবেষণার কিছু পরামর্শ :

- পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সহায়ক ভূমিকা পালন করা উচিত।
- গ্রামীণ এলাকায় গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে এনজিওগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
- উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করা উচিত।

**Roy, N. C. & Biswas, D. (2016)** "Women Empowerment Through SHGs and Financial Inclusion: A Case Study on Lataguri region in West Bengal" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। ভারত সরকার রাজ্য সরকারের সহায়তায় গ্রামীণ এলাকার নারী সদস্যদের সমন্বয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেছে। ভারতের গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই গবেষণাটি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারী ক্ষমতায়ণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকার উপর আলোকপাত করেছিল। গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

- ❖ অধ্যয়ন ক্ষেত্রে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা তদন্ত করা।
- ❖ গ্রামীণ ভারতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের উপর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করা।

গবেষণার ফলাফল

- গ্রামীণ ভারতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর ক্ষমতায়ণের উপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভালো প্রভাব ছিল।
- নমুনায় অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২২% নারীর কোনও ব্যাংকে সঞ্চয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট নেই। কিন্তু স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পর, নারীদের ব্যাংকে নিজস্ব অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তারা এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়ে উঠেছে।
- অধ্যয়ন এলাকার বেশিরভাগ মহিলা SHG-তে যোগদানের আগে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। তারা অর্থনৈতিকভাবে তাদের পরিবারের পুরুষের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

- গ্রামীণ মহিলাদের SHG-তে যোগদানের পর গ্রামীণ পরিস্থিতি বদলে গেছে।
- SHG-তে যোগদানের পর গ্রামীণ নারীদের এখন নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তারা পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ নিতে পারেন এবং ATM ব্যবহার করতে পারেন।
- এখন তারা তাদের পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে খরচ করতে পারেন।
- গ্রামীণ এলাকার নারীরা SHG-তে যোগদানের পর সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছেন।

গবেষক আরও সুপারিশ করেছেন যে, নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করার জন্য সরকারী সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষের উচিত গ্রামীণ নারীদের আরও SHG গঠনের জন্য শিক্ষিত করা। গ্রামীণ ভারতে নারীর ক্ষমতায়ণকে উৎসাহিত করার জন্য কর্তৃপক্ষদের নারী উদ্যোক্তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করা উচিত।

**Chakraborty, A. (2013)** "Beedi Bundling as a means of Women Empowerment Generation in Backward Rural Area. A Case Study on Char Areas of Bhagwangola II Block, Murshidabad District, West Bengal" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার ২ টি ব্লকের চর এলাকাগুলির উপর একটি কেস স্টাডি" করেন।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য:

- অধ্যয়ন এলাকায় বিড়ি বান্ডিলিং কর্মীদের সাথে যুক্ত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা দেখা।
- নারী কর্মসংস্থান এর ক্ষেত্রে বিড়ি বান্ডিলিং কাজের ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

- অধ্যয়ন এলাকায় বিড়ি বান্ডিলিং সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাব্য কারণগুলি খুঁজে বের করা।

গবেষণার ফলাফল দেখা যায় যে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, উপার্জনের অন্যান্য দক্ষতার অভাব এগুলোর মতো কিছু কারণে নারীরা এই ধরণের কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির সাধারণ সমস্যা ছিল শরীরের ব্যথা এবং গুরুতর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা। গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ এলাকায় ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য এই নারী কর্মীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং কাজের অবস্থার উন্নতি করার সুপারিশ করা হয়েছে।

**DUTTA, P. (2013)** "STUDY OF WOMEN'S EMPOWERMENT IN THE DISTRICT OF BANKURA" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার নারীদের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে এবং সামাজিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাব্য মাত্রা এবং সূচকগুলি অনুসন্ধান করা। গবেষক গবেষণা ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রভাবও মূল্যায়ন করেছেন। এই গবেষণার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল।

বাঁকুড়ায় পারিবারিক পর্যায়ে এবং সামাজিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি খুঁজে বের করা।

গবেষণার ফলাফল:

- বাঁকুড়া জেলার গ্রামীণ এলাকায় নারীর বিরুদ্ধে পারিবারিক সহিংসতা একটি প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা ছিল। নারীদের ভবিষ্যতের জন্য কোনও পারিবারিক পরিকল্পনা ছিল না।

- বাঁকুড়া জেলার নারীদের সামাজিক স্তরের তুলনায় পারিবারিক স্তরের ক্ষমতায়ণ বেশি ছিল।

**Aggarwal, M. (2014)** "A Study on Challenge for Women Empowerment" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণাটি নারী ক্ষমতায়ণে শিক্ষার ভূমিকা এবং ভারতে নারী শিক্ষার অবস্থা ব্যাখ্যা করে। এটি আরও দেখায় যে শিক্ষাই আমাদের দেশে নারীদের ক্ষমতায়ণের একমাত্র মাধ্যম এবং এটি সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। গবেষণার দুটি উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- নারী ক্ষমতায়ণে চ্যালেঞ্জ হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা অধ্যয়ন করা।
- আমাদের সমাজে নারী ক্ষমতায়ণের প্রভাব অধ্যয়ন করা।

গবেষণাটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, নারীদের উচ্চশিক্ষা তাদের শক্তি এবং সৃজনশীলতা প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রতিটি নারীকে বিশ্বের জটিলতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে। নারীদের উচ্চশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তারা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে, সহিংসতা কমাতে, তাদের নিজস্ব আইনি অধিকার দাবি করতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম হয়। সরকার এবং এনজিওগুলির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল নারী ও মেয়েদের বিশেষ চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য জনগণের সামনে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি তৈরি করা।

**Saravanakumar, S. & Palanisamy, M. (2013)** "Impact of Education on Women Empowerment in India" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। নারী ক্ষমতায়ণ, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য শিক্ষাই মূল বিষয়। এই গবেষণাপত্রটি

নারীর ক্ষমতায়ণের উপর শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান করে এবং বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, মুসলিম যুগ এবং ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় নারী শিক্ষার প্রভাব এবং আধুনিক যুগে ভারতীয় নারী শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করে। এই গবেষণাপত্রটি নারী শিক্ষার সংস্কার, ভারতে নারীর অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এটি ১৯০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতে অশোধিত সাক্ষরতার হার" এর তালিকাগুলিও তুলে ধরে।

**PATEL, G. S. (2013)** "AN ANALYTICAL STUDY OF WOMEN EDUCATION IN THE BACKWARD AREA OF PANCHAMAHAL DISTRICT OF GUJARAT" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি ছিল:

- গুজরাটের পঞ্চমহল জেলার পিছিয়ে পড়া এলাকার নারী শিক্ষার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি খুঁজে বের করা।
- গ্রামীণ ও শহর এলাকার  নারী শিক্ষার পরিস্থিতির তুলনা করা।
- গবেষণাক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতি শিক্ষকদের মতামত জানা।
- নারী শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের মতামত জানা।
- গবেষণা ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা খুঁজে বের করা।
- নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য পদক্ষেপের পরামর্শ দেওয়া।

গবেষণার ফলাফল:

- পঞ্চমহল জেলার বেশিরভাগ স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার কম।
- শহরাঞ্চলের বিদ্যালয় এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয় গুলিতে মেয়েদের শিক্ষার হার কম।
- নারী শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতা নেয়।

- অভিভাবকরা সহ-শিক্ষা ব্যবস্থা পছন্দ করেন না।
- অভিভাবকরা মনে করেন যে মেয়েদের জন্য একটি পৃথক স্কুল থাকা উচিত।

**Garai, S. Mazumder, G. & Maiti, S. (2012)** "Empowerment of Women Through Self Help Group Approach: Empirical Evidence from West Bengal, India" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় নারীর ক্ষমতায়ণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রভাব খুঁজে বের করা। এই গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নির্বাচিত জেলায় পরিচালিত হয়েছিল। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং অ-সদস্যদের গভীর বিশ্লেষণ করে গবেষণাটি করা হয়েছিল।

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় নারীর ক্ষমতায়ণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অ-সদস্যদের তুলনায় বেশি ক্ষমতায়িত ছিলেন। গবেষণার ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের পরিবারের অ-সদস্যদের তুলনায় ভালো মতামত রাখেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অ-সদস্যদের তুলনায় রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পদ্ধতি বিশ্বে আর্থ-সামাজিক রূপান্তরেও সাহায্য করতে পারে।

**বিদেশে পরিচালিত গবেষণা:**

**Awan, A. G, (2015)** "Determinants of Women Empowerment: A Case Study of District D. G. Khan" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- গবেষণা এলাকায় নারীর সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক খুঁজে বের করা।
- ডেরা গাজী খান জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়ণের নির্ধারক গুলি খুঁজে বের করা।

ডি.জি. খান জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি Random sampling নেওয়া হয়েছিল। ১৪ থেকে ৭০ বছর বয়সী নারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রশ্নাবলী তৈরি করা হয়েছিল। নারী ক্ষমতায়ণের প্রভাব পরিমাপ করার জন্য একটি সূচক তৈরি করা হয়েছিল। এই গবেষণার ফলাফল দেখায় যে, একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী ক্ষমতায়ণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেমন পরিবারের শিক্ষা, নারীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা। গবেষণা এলাকায় নারী ক্ষমতায়ণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এগুলিই ছিল কারণ বা নির্ধারক। ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ণের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যেমন গণমাধ্যমে নারীর প্রবেশাধিকার, নারীদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা, জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন, ভ্রমণের সুযোগ ইত্যাদি। গ্রামীণ নারীদের তুলনায় শহরের নারীরা বেশি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য বেশি ক্ষমতায়িত। তাই, একটি উন্নত জাতি গড়ে তোলার জন্য নারীদের সমান সুযোগ দিতে হবে।

এই গবেষণায় কিছু সুপারিশ:

- নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ।
- শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ গঠন।
- দেশে নারীর আইনি অধিকারের প্রচার।

- প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত রীতিনীতি, দুর্বল পরিবহন সুবিধা, দূরপাল্লার স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাব উন্নত করতে হবে।
- নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা মুলক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কোর্স প্রদান করা।
- নারীর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চাহিদা অনুযায়ী অধিকারের প্রকৃত চিত্র প্রচারের জন্য সরকার, এনজিও, গণমাধ্যম, শিক্ষাবিদ এবং অংশীদারদের সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।

**Paul, G. K., Sarkar, D. C., & Naznin, S. (2016)** "Present Situation of Women Empowerment in Bangladesh" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি এবং বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণগুলি বিশ্লেষণ এবং আলোচনা করা। গবেষণায় ২০০৭ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) থেকে নেওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমতায়ণের স্তর মূল্যায়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ণ সূচক তৈরি করা হয়েছিল।

গবেষণার ফলাফল:

- নারীর ক্ষমতায়ন দুটি মাত্রায় পরিমাপ করা হয়। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সূচক (EDMI) এবং গৃহস্থালী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সূচক (HDMI)। EDMI-এর গড় মান HDMI-এর চেয়ে বেশি, যা প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- বাংলাদেশের উচ্চ বয়স্ক নারীদের তুলনায় নিম্ন বয়স্ক নারীরা কম ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

- পরিবারের প্রধান নারীদের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- বাংলাদেশের শহুরে মুসলিম নারীরা গ্রামীণ নারীদের তুলনায় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বেশি ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। কারণ শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ মুসলিম নারী ছিলেন কর্মজীবী নারী। গ্রামীণ নারীদের তুলনায় তারা অর্থনৈতিকভাবে বেশি স্থিতিশীল ছিলেন।
- বাংলাদেশের যেসব নারী উপার্জন করেন, তারা তাদের প্রতিপক্ষের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে বেশি ক্ষমতায়িত ছিলেন।

**Mahbub, S. (2016)** "Higher Education in Women Empowerment in Bangladesh: A Comparative Study on Jahangirnagar and Dhaka University" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল নারী ক্ষমতায়ণে উচ্চশিক্ষার প্রভাব চিহ্নিত করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

- নারী ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব খুঁজে বের করা।
- নারী ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষদের প্রভাব খুঁজে বের করা।

গবেষণার ফলাফল:

- মেয়েদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পরিবার থেকে প্রসারিত হওয়া উচিত। পিতামাতার উচিত কন্যাশিশুদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করা।
- উচ্চশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উন্নত করা উচিত। বাড়িতে কন্যাশিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে পরিবারের সচেতন হওয়া উচিত।
- নারীদের জন্য উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

- সরকার এবং এনজিওগুলির উচিত নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন করা।
- যোগ্য নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

**Rokeya Sultana Muhsina Aktar Onysa Alam(2015)** "Women Empowerment in Bangladesh from Islamic Perspective" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণায় গবেষিকা কোরআনের বিধি-বিধান ও সুন্নাহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত করা যেতে পারে তার উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

- ইসলামী শরীয়াহর দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণ মূল্যায়ন করা।
- বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ণের বর্তমান অবস্থা অধ্যয়ন করা।

ব্যক্তিগত, অর্থনীতিগত, শিক্ষাগত এবং রাজনীতিগত দিক থেকে ইসলামী শরীয়াহর নারীর ক্ষমতায়ণ মূল্যায়ন করা।

এই গবেষণাটি বর্ণনামূলক প্রকৃতির। উৎস থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল। এই গবেষণায় ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষা, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণার প্রধান ফলাফলগুলি নিম্নরূপ:

- যদিও ইসলাম লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল পুরুষ এবং নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কন্যা শিশুরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃষ্টিকোণ থেকে, নারীরা এখন তাদের পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে।
- বাংলাদেশে এখনও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উপেক্ষা করে যে কোনও ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য করা হয়।
- যদিও বাংলাদেশ তার শিক্ষা নীতি এবং কৌশল উন্নত করেছে, তবুও কিছু নারী আছেন যারা বিয়ের পরে পারিবারিক ও সামাজিক চাপের কারণে তার শিক্ষা গ্রহন করতে পারে না।
- সরকারের উচিত নারীদের জন্য বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার স্তরে পৃথক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করা যাতে নারীরা উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ সুযোগ পেতে পারে।
- বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থাগুলিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমবর্ধমান।
- গত কয়েক বছরে, বাংলাদেশ তাদের দেশ জুড়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণে দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে যা একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

**Kamal, N. & Zunaid, M. (2013)** "Education and Women's Empowerment in Bngladesh" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। গবেষণায় সম্প্রতি দেখা গেছে যে বাংলাদেশে মাত্র ২০% নারী নগদ অর্থের জন্য কাজ করেন। বাংলাদেশের ২০% নারীর মধ্যে মাত্র ৪৮% নারী নিজের জন্য উপার্জন করেন। বাকিরা তাদের অর্থ সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যয় করেন। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ণের সূচকগুলি খুঁজে বের করা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বৈবাহিক অবস্থা বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক ২০০৪ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) রিপোর্ট ব্যবহার করেছেন।

গবেষণায় ফলাফলে বলা হয়েছে যে, নারীর বৈবাহিক অবস্থা ক্ষমতায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। অবিবাহিত নারীরা তাদের বাড়িতে বিবাহিত নারীদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে বেশি ক্ষমতায়িত ছিলেন। যারা কেবলমাত্র পরিবারের জন্য কাজ করেন তাদের পরিবারের নারীদের বেশি শতাংশ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন  করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে নারী ক্ষমতায়ণ নারীর গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থা কোনও ধরণের সূচক ছিল না। এই গবেষণার মূল সুপারিশ ছিল যে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য নারী শিক্ষা একটি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য। বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান বৃদ্ধি করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা বৃদ্ধির সাথে সাথে, নারীরা তাদের নিজস্ব উপার্জন থেকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেরিতে বিবাহকে উৎসাহিত করা উচিত।

**Ali, H. Bajwa, R & Hussain, U. (2015)** "Women's Empowerment and Human Development in Pakistan: An Elaborate Study" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানে নারীর ক্ষমতায়ণ পরিমাপ করা এবং পাকিস্তানে মানব উন্নয়ন ব্যাখ্যা করা। গবেষণাটি মূলত পাকিস্তান ডেমোগ্রাফিক সার্ভে এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম দ্বারা প্রকাশিত সেকেন্ডারি ধরণের তথ্যের সাহায্যে করা হয়েছে।

গবেষণাটি নিম্নলিখিত পরিকল্পনা এবং নীতিগুলি দেখায় যা পাকিস্তানের নারীদের ক্ষমতায়ণে সহায়তা করে:

- ❖ কর্মক্ষেত্রে নারীর হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা আইন (২০১০)।
- ❖ গার্হস্থ্য সহিংসতা বিল (২০০৮)।

- ❖ হুদুদ অধ্যাদেশ (১৯৭৯)।
- ❖ দ্য সিটিজেন্স ফাউন্ডেশন।
- ❖ কাশফ ফাউন্ডেশন (১৯৯৬)।
- ❖ প্রথম নারী ব্যাংক (১৯৮৯)।
- ❖ পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (SMEDA)।

গবেষণা থেকে, গবেষক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাকিস্তানের নারীরা ক্ষমতায়িত হয়েছে কিন্তু এখনও সঠিক মাত্রায় পৌঁছায়নি।

**Islam, M. S. (2014)** "Women's Empowerment in Bangladesh: A Case study of two NGOs" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। এই গবেষণাটি বহুমাত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে এবং ক্ষমতায়ণের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। গবেষণার লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর দুটি বেসরকারী সংস্থা, ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (FIVDB) এবং নারী উদ্দীপ কেন্দ্র (NUK) এর প্রভাব খুঁজে বের করা। গবেষণাটি মূলত একটি মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল।

গবেষণায় ফলাফলে বলা হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকের মতো অনেক মাত্রা নিয়ে গঠিত। দুটি সংস্থা, ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (FIVDB) এবং নারী উদ্দীপ কেন্দ্র (NUK) আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা পরবর্তীতে তাদের পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে। এখন নারীরা তাদের পরিবারে আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা তাদের জ্ঞানী করে তোলে। আমাদের দেশে নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী নেতৃত্বের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সামাজিক সচেতনতা জোরদার করে নারীর ক্ষমতায়ণ বৃদ্ধিতে অনেক এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**Islam, N., Ahmed, E., Chew, J., & D' Netto, B. (2012)** "Determinants of Empowerment of Rural Women in Bangladesh" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ণ সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য কমাতে এবং নারীর সামাজিক মর্যাদা উন্নত করতে সাহায্য করে। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ণের নির্ধারকগুলি চিহ্নিত করা। গবেষক নারীর ক্ষমতায়ণের নির্ধারকগুলি চিহ্নিত করার জন্য গবেষণায় ফ্যাক্টর বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলাদেশে, গ্রামীণ পরিবারের নারীরা গৃহস্থালির হাঁস-মুরগি পালন ছাড়া বাইরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাজ করার সুযোগ ছিল না। এখানে বেশিরভাগ পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, পোশাক, আশ্রয়, ওষুধ ইত্যাদি নেয়। নারীরা বাইরে কোনও ফার্মে কাজ করার সুযোগ পান না। এই পরিস্থিতিতে গৃহস্থালির হাঁস-মুরগি পালন হল নারীদের ক্ষমতায়ণ এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের ক্ষমতায়িত করার সর্বোত্তম উপায়। তাই, এই গবেষণায় গৃহ-ভিত্তিক হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন প্রধান কারণগুলি হল স্বামীর আচরণ, অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক বিষয়ে জড়িত থাকা এবং পরিবারে অবস্থান। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা গেছে যে বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা গৃহস্থালির হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয়েছিল।

সাধারণত, গ্রামীণ নারীরা কেবল সাধারণ গৃহিণী ছিলেন। তারা তাদের পরিবার এবং সন্তানদের দেখাশোনা করেন। হাঁস-মুরগি পালনের পদ্ধতি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত করে তাদের অবস্থা উন্নত করতে পারে। গবেষণার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামীণ নারীরা যখন নিজের জন্য অর্থ উপার্জন করে তখন তারা ক্ষমতায়িত বোধ করে। নারীদের ক্ষমতায়িত করার বিভিন্ন উপায়ও ছিল, যেমন শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

**Rasul, S. (2014)** "EMPOWERMENT OF PAKISTANI WOMEN: PERCEPTIONS AND REALITY" এর উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানি নারী সংসদ সদস্যরা তাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ক্ষমতায়িত এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটা স্বাধীনতা পান তা পরীক্ষা করা এবং অনুসন্ধান করা। গবেষণাটি পাকিস্তানে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার ব্যাখ্যা করে। এটি রাজনীতিতে নারীদের কম অংশগ্রহণের কারণগুলিও তুলে ধরে।

গবেষণাটি দেখায় যে, পাকিস্তানের স্টেরিওটাইপড সমাজে, নারীরা সর্বদা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। এখানে নারী ক্ষমতায়ণের ধারণাটি তাত্ত্বিক প্রকৃতির যা বাস্তবে রূপ দেওয়া পাকিস্তানি নারীদের পক্ষে অযৌক্তিক। পাকিস্তানি নারী রাজনীতিবিদরা সমাজে কিছু অধিকার ভোগ করেন এবং সম্প্রদায়গত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের কারণে কিছু বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হন। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে যে, নারী সংসদ সদস্যরা তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্য নারীদের থেকে বেশি ক্ষমতা ভোগ করেন। নারীদের উচ্চশিক্ষা সমাজে ক্ষমতায়ণের একটি সঠিক পথ। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিশ্বাস এবং রীতিনীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ণ বাধাগ্রস্ত হয়।

**অমর্ত্য সেনের** “Development as Freedom” (1999) গ্রন্থটি আধুনিক উন্নতচিন্তার এক যুগান্তকারী দৃষ্টিকোণ উন্মোচন করে যেখানে তিনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে মানুষের স্বাধীনতাকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, উন্নয়ন হলো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সামাজিক সুযোগ এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণের সম্প্রসারণ। এই চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ, যা কোনো দেশের বা অঞ্চলের বাস্তব উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

সেন-এর “Capability Approach” অনুযায়ী, একটি ব্যক্তি তখনই প্রকৃত অর্থে উন্নত বলা যায়, যখন সে তার জীবন কীভাবে গঠন করবে, তা নিজেই নির্ধারণ করতে পারে। নারীদের ক্ষেত্রেও এই তত্ত্ব একইভাবে প্রযোজ্য। একজন শিক্ষিত নারী কেবল মাত্র তথ্যপ্রাপ্ত হন না, বরং তিনি নিজের এবং পরিবারের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সামাজিক চাপ মোকাবিলা করতে সক্ষম হন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তার নিজস্ব অবস্থান গড়ে তোলেন। সেন ব্যাখ্যা করেন যে, শিক্ষা একটি নারীকে কেবল জ্ঞান প্রদান করে না, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিসরে তাকে স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

বিশেষ করে নারী শিক্ষা যে কতটা প্রভাবশালী, তা অমর্ত্য সেন বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। যেমন, কেরালা এবং বাংলাদেশের নারী শিক্ষার উন্নতি কেবলমাত্র শিক্ষা হার বাড়ায়নি, বরং গর্ভকালীন ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করেছে, পুষ্টির হার বাড়িয়েছে, এবং সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে গেছে। এই দৃষ্টান্তগুলো থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ণের মূলে রয়েছে এবং এটি সমাজের সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে।

সেন আরও যুক্তি দেন যে, শিক্ষিত নারী সাধারণত ছোট পরিবার গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, যা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর এবং এই পরিবর্তন উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করে। তিনি বলেন, উন্নয়ন তখনই অর্থবহ যখন তা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হয় এবং নারীদের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পথ করে দেয়। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মূলে শিক্ষা বঞ্চনাকে চিহ্নিত করে সেন দেখিয়েছেন, কীভাবে নারীদের শিক্ষার মাধ্যমে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রবাহকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করা যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রেক্ষাপটে, যেখানে নারী শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের চ্যালেঞ্জগুলি বহুস্তরীয় সেখানে প্রথাগত দিক থেকে অমর্ত্য সেনের দৃষ্টিভঙ্গি একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। এই অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ণ কেবলমাত্র সরকারী প্রকল্পের বাস্তবায়ণ বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর নির্ভর না করে, বরং গুনগত মানসম্পন্ন ও কার্যকর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব—এটি সেনের দর্শন দ্বারা সমর্থিত।

গবেষণার অনুসন্ধান (Findings) অনুসারে, শিক্ষা নারীর স্বাধীনতা, আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জনের একটি অপরিহার্য উপায়। শিক্ষিত নারী পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরা শুধু নিজেদের উন্নয়ন করেন না, বরং গোটা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারা সূচিত করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে “Development as Freedom” শুধু একটি তাত্ত্বিক পাঠ নয়, বরং একটি ব্যবহারিক নীতি নির্দেশিকা, যা মুর্শিদাবাদের মতো পশ্চাদপদ অঞ্চলের নারীর ক্ষমতায়ণের বাস্তব ভিত্তি গড়ে

তুলতে সহায়ক হতে পারে। ফলে, অমর্ত্য সেনের তত্ত্ব এই গবেষণার ন্যায় একজন গবেষকের জন্য অপরিহার্য দর্শন এবং নির্দেশক হয়ে ওঠে।

**Bhattacharya (2015): নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা — বিস্তারিত আলোচনা:**

Bhattacharya (2015) এই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চল—বিশেষত মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম ও নদিয়া জেলার বাস্তবতার প্রেক্ষিতে নারীদের শিক্ষার প্রসারে বিদ্যমান, নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, এই প্রতিবন্ধকতাগুলি কেবল অবকাঠামো কিংবা অর্থনৈতিক কারণে নয়, বরং সমাজের গভীরে প্রোথিত লিঙ্গভিত্তিক মনোভাব, কুসংস্কার এবং প্রথাগত বিশ্বাসের কারণে আরও জটিল হয়ে উঠেছে। নারীদের শিক্ষার পথের প্রধান অন্তরায় হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন—সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র্য, এবং বাল্যবিবাহ।

তিনি তুলে ধরেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামীণ এলাকায় এখনো একটি রক্ষণশীল ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা প্রচলিত, যেখানে "নারীর স্থান গৃহকোণেই" এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে টিকে আছে। এর ফলে, মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হলেও মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। অনেক পরিবারেই পুরুষ সদস্যরা মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার অভাব, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ পরিবেশ না থাকা এবং যাতায়াতে অসুবিধার কারণে মেয়েরা বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতে অনীহা প্রকাশ করে।

দরিদ্র্যতা একটি আর্থিক বাধা হিসেবে নারীদের শিক্ষায় বড় ভূমিকা রাখে। দরিদ্র পরিবারগুলোতে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে শিক্ষাগত বিনিয়োগে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ছেলে সন্তানকে ভবিষ্যতের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে ভাবা হয়, আর মেয়েদের জন্য বিবাহই যেন চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফলে, অনেক কিশোরীকে পড়াশোনার পরিবর্তে গৃহকর্ম, কৃষিকাজ বা অন্য অনানুষ্ঠানিক শ্রমে নিযুক্ত করা হয়। পাশাপাশি, দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য প্রাইভেট টিউশনের খরচ বহন করা সম্ভব না হওয়ায় তারা পরীক্ষায় ভালো করতে না পেরে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

বাল্যবিবাহ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ সমাজে এখনো বহুল প্রচলিত। বহু কিশোরীর বিয়ে ১৪ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যেই হয়ে যায়। বিয়ের পর তাদের পড়াশোনার পথ একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায়, এবং তারা গৃহবধূ ও মায়ের ভূমিকায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই প্রথার পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে পরিবারে নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক চাপ এবং মেয়েকে দ্রুত বিদায় করার মানসিকতা। এছাড়া অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকেও অনেক পরিবার মেয়ের বিয়ে তাড়াতাড়ি দেওয়াকে সুবিধাজনক মনে করে। এর ফলে নারীদের আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ গঠনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত দুর্বলতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যা কন্যাশিশুদের বিদ্যালয় যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ গ্রামীণ বিদ্যালয়ে পৃথক ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের অভাব রয়েছে, যা কিশোরীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতে ব্যাঘাত ঘটায়। বিদ্যালয়ে শিক্ষিকাদের অভাব, অনিয়মিত ক্লাস, প্রশাসনের সহানুভূতির অভাব—সব মিলিয়ে একটি

নেতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। অনেক মেয়ে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য যাতায়াতের অভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।

তিনি সুপারিশ করেছেন যে এসব সমস্যার সমাধানে কেবল অবকাঠামো নির্মাণ যথেষ্ট নয়। পরিবার ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানো প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ বিদ্যালয় পরিবেশ নিশ্চিত করা দরকার, বিশেষ করে টয়লেট, নারী শিক্ষকতা, এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন। পাশাপাশি বৃত্তি, বিনামূল্যে ইউনিফর্ম ও বই বিতরণের মতো কার্যক্রম চালু ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ণ খুবই  জরুরি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে প্রশাসনিক তৎপরতা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

Bhattacharya (2015)-এর গবেষণার মূল অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীন এলাকার নারীদের শিক্ষার পথে প্রধান বাধাগুলি হলো দরিদ্রতা, পরিবারের অর্থনৈতিক অক্ষমতা, সামাজিক কুসংস্কার ও লিঙ্গবৈষম্যপূর্ণ মানসিকতা, বাল্যবিবাহের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, এবং বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত ঘাটতি। এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি পরিবার, সমাজ ও প্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

**World Bank-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদন "Women and Economic Growth:**

A Global Perspective"-এ নারী শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের মধ্যেকার গভীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে। এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে যে শিক্ষা কেবলমাত্র একটি মৌলিক অধিকার নয়, বরং এটি নারীর আয়, সামাজিক মর্যাদা, এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির একটি প্রাথমিক হাতিয়ার। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটলে

শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নয়ন নয়, বরং একটি অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হয়।

বিশ্লেষণে দেখা যায়, যদি একজন নারী মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করে, তবে তার গড় আয় ২৫% থেকে ৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন নারীরা শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে সক্ষম হন না, বরং নেতৃত্বের ভূমিকাও পালন করেন এবং অনেকেই উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। একটি শিক্ষিত নারী শুধুমাত্র নিজের স্বাবলম্বিতা অর্জন করেন না, বরং পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যেমন, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতের গ্রামীণ এলাকায় দেখা গেছে শিক্ষিত নারীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই, শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যসেবা, এবং আত্মসহায়ক গোষ্ঠীতে বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

এই প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে নারী শিক্ষার বিস্তার সরাসরি দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষিত নারীরা কৃষি-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে পরিষেবা ও উৎপাদনশীল খাতে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন, যার ফলে তাদের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। শুধু স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষিত নারীরা তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল ব্যাংকিং এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পেও উল্লেখযোগ্য হারে সম্পৃক্ত হচ্ছেন, যা অর্থনীতিকে বহুমুখী গতিশীলতা প্রদান করে।

প্রতিবেদনে লিঙ্গ জনিত বৈষম্য বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে আয়ের পার্থক্য প্রায়শই শিক্ষাগত পার্থক্যের ফলাফল। একজন শিক্ষিত নারী আত্মবিশ্বাসী হন এবং তিনি পরিবারে, সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষা তাদের শুধু অর্থনৈতিকভাবে নয়, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তির সুযোগও বৃদ্ধি করে। নারীরা

যখন শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন হন, তখন তারা শুধুমাত্র পেশাগত নয়, সমাজে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতেও সক্ষম হন।

বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বাংলাদেশে 'Stipend for Secondary School Girls' প্রকল্প নারীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' একই ধাঁচের একটি উদ্যোগ, যা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, তবে এর বাস্তবায়ণের মান আরও উন্নত হলে এটি বৃহত্তর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে।

প্রতিবেদনে ভবিষ্যৎ কৌশল ও নীতি সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা, বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল এবং বিনামূল্যে বই বিতরণ চালু রাখা। আরও সুপারিশ করা হয়েছে—নারীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার, এবং জেন্ডার-সেন্সিটিভ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ণের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানে যোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া স্থানীয়ভাবে নারী উদ্যোক্তা গঠনের উদ্যোগ ও ব্যাংক এর সহায়তা সম্প্রসারণের কথাও বলা হয়েছে।

World Bank-এর এই গবেষণা থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা নারীকে শুধু অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলে না, বরং পরিবার, সমাজ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে নতুন রূপ দেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমবঙ্গের পিছিয়ে পড়া জেলা যেমন মুর্শিদাবাদে নারীদের শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর তাত্ত্বিক ও নীতিনির্ধারণমূলক ভিত্তি প্রদান করে।

Finding: World Bank (2018)-এর অনুসন্ধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যদি নারী শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুযোগের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ স্থাপন না করা যায়, তাহলে নারীরা কর্মসংস্থানে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এই সংযোগের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষা একটি অর্থনৈতিক শক্তি, এবং এর প্রসার ঘটলে নারীরা সমাজের মূল স্রোতে আসতে পারে।

## UNESCO (2020): Global Education Monitoring Report – Gender Review

UNESCO (2020) এবং UNDP (2021)-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক ও জাতীয় চিত্র স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, যা বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করে। UNESCO-এর "Global Education Monitoring Report: Gender Review 2020" এবং UNDP-এর "Human Development Report 2021: Gender Equality and Women's Empowerment" নারী শিক্ষার অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ, লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বাধাগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে।

UNESCO (2020)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে বিশ্বব্যাপী এখনো ১৩০ মিলিয়নেরও বেশি মেয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে রয়ে গেছে। যদিও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের শিক্ষায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ আজও সীমিত। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অবকাঠামোগত দুর্বলতা, শিক্ষিকার অভাব এবং বিদ্যালয়ে পৃথক ও নিরাপদ

শৌচাগারের অনুপস্থিতি। এ ছাড়া, শিক্ষার মান এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ মেয়েদের দীর্ঘমেয়াদী অংশগ্রহণে বড় প্রভাব ফেলছে।

বিশেষভাবে COVID-19 মহামারির পরবর্তী সময়ে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মেয়ে ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেটের অভাবে শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়েছে। UNESCO-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিজিটাল সাক্ষরতার অভাব এবং পরিবারে পুরুষ সদস্যদের অগ্রাধিকারপ্রাপ্তির কারণে অনেক মেয়েই অনলাইন ক্লাস বা প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম নয়। এর ফলে মেয়েরা উচ্চশিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণকেও বাধাগ্রস্ত করছে।

অন্যদিকে, UNDP (2021)-এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ভারত ২০২১ সালে Gender Inequality Index (GII)-তে ১৪০টি দেশের মধ্যে ১২৩তম অবস্থানে ছিল, যা নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে পশ্চাদপদতার প্রমাণ। এই প্রতিবেদনে নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য প্রধান ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী শিক্ষার হার কিছুটা বেড়েছে, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির দিক থেকে এখনও ভারতীয় নারীরা বৈষম্যের শিকার। মুর্শিদাবাদের মতো জেলার ক্ষেত্রে, যেখানে স্বাস্থ্য অবকাঠামো দুর্বল, সেখানে অপুষ্টি এবং মাতৃত্বকালীন ঝুঁকি অনেক বেশি দেখা যায়, যা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতের নারী শ্রমশক্তি অংশগ্রহণ ২০২১ সালে ছিল মাত্র ২৪.৮%—যা উদ্বেগজনকভাবে কম। শিক্ষার ঘাটতি, নিরাপত্তাহীনতা, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীদের অর্থনৈতিক প্রবেশাধিকারে বড় বাধা তৈরি করেছে। অনেক

নারী পরিবারের ভেতর গৃহস্থালি দায়িত্বের চাপে বাইরে কাজ করতে পারেন না, এবং যারা শিক্ষিত, তারাও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না।

UNESCO এবং UNDP উভয় প্রতিবেদনেই কিছু বাস্তবভিত্তিক নীতি সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে—বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিনামূল্যে পাঠ্য বই, মিড-ডে মিল, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, যৌন হয়রানি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা। বিশেষভাবে ডিজিটাল শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে মেয়েরা ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে অংশ নিতে পারে। নারীদের জন্য বিশেষ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সম্প্রসারণ, এবং মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা নারীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়ণের পথ সুগম করতে পারে।

এই দুই প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট যে, আজকের বিশ্বে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয়েছে তা আশাব্যঞ্জক হলেও, এখনও অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রযুক্তিগত বাধা বিদ্যমান, যা নারীদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মতো এলাকায়, যেখানে নারী শিক্ষার হার এখনও তুলনামূলকভাবে কম এবং প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার সুযোগ সীমিত, সেখানে এই প্রতিবেদন দুটি শিক্ষানীতি ও ক্ষমতায়ণ কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি দিক নির্দেশক ভূমিকা রাখতে পারে।

FINDING: UNESCO (2020) এবং UNDP (2021)-এর গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বিশ্বব্যাপী নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির পরেও ডিজিটাল বিভাজন এবং লিঙ্গ বৈষম্য আজও নারীর

পূর্ণ ক্ষমতায়ণের পথে একটি প্রধান প্রতিবন্ধকতা। দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, এবং আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত না হলে, নারীরা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারবে না।

**জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (National Education Policy – NEP 2020) :**

ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার এটি একটি ঐতিহাসিক সংস্কার উদ্যোগ, যা বিশেষভাবে নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক প্রকাশিত এই নীতিতে লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, এবং শিক্ষার সুযোগের বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যা মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া এলাকার নারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করে।

শিক্ষানীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'Gender Inclusion Fund' বা লিঙ্গ-অন্তর্ভুক্তিমূলক তহবিল গঠন। এই তহবিলের মাধ্যমে সমাজের প্রান্তিক ও অবহেলিত নারীদের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জেলা ও তফশিলি জাতি/উপজাতি শ্রেণীর মেয়েদের জন্য বিশেষ সহায়তা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। এর ফলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষা সহজতর হবে। NEP ২০২০ এই প্রথমবার নারী ও কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি পৃথক আর্থিক কাঠামো এবং নীতিগত সংস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে।

মেয়েদের বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধে National Education Policy-তে একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে যেখানে মেয়েদের বিদ্যালয় ত্যাগ করার হার

তুলনামূলক ভাবে বেশি, সেখানে আর্থিক সহায়তা, বিনামূল্যে ইউনিফর্ম ও পাঠ্যবই, সাইকেল বিতরণ, এবং স্কুলে মিড-ডে মিল ব্যবস্থার উন্নয়ন যেমন গুরুত্ব পাবে, তেমনি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয় পরিবেশ নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে। মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন নারীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

National Education Policy উচ্চশিক্ষায় নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) বিষয়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্কলারশিপ, এবং উৎসাহ জনিত পরিবেশ তৈরির কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে অনলাইন শিক্ষা ও ফ্লেক্সিবল লার্নিং সিস্টেম চালুর মাধ্যমে বিবাহিত বা গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত মেয়েদের পুনরায় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এটি নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মজীবনে ফিরিয়ে আনার একটি কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করবে।

National Education Policy শিক্ষা ব্যবস্থায় বহুভাষিকতার গুরুত্বও স্বীকার করেছে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদান চালুর সুপারিশ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহজবোধ্য করে তোলে এবং পরিবার থেকেও শিক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মেয়েদের শিক্ষা প্রবাহকে সুসংহত রাখা সম্ভব হবে, বিশেষ করে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

এই শিক্ষানীতির সারবস্তু হলো নারী শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, প্রযুক্তিনির্ভর, এবং লিঙ্গ-সমবায় উপযোগী শিক্ষা কাঠামো তৈরি করা।

National Education Policy নারী শিক্ষার প্রসারে যে নীতি নির্ধারণ করেছে, তা শুধুমাত্র শিক্ষার হার বৃদ্ধিতেই নয়, বরং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রেও একটি মজবুত ভিত্তি গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মতো অঞ্চলগুলিতে এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে পারে।

FINDING: National Education Policy (2020)-এর আলোকে দেখা যায়, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বিস্তার, লিঙ্গ-সংবেদনশীল পাঠক্রম চালু, এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মেয়েদের জন্য বৃত্তি প্রকল্প নারীদের শিক্ষা প্রসারে এবং ক্ষমতায়ণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Sarkar (2016) তাঁর গবেষণায় "Kanyashree Prakalpa in West Bengal: A Critical Analysis"- এ কন্যাশ্রী প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব এবং সীমাবদ্ধতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষণায় দেখা যায়, প্রকল্পটি ১৩-১৮ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ রোধ করতে ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৫-১৬ সালের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগের হার প্রায় ২০% হ্রাস পেয়েছে এবং বিশেষত গ্রামীণ মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির অপ্রতুল নজরদারির কারণে প্রকৃত উপকারভোগীরা অনেক সময় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

Global Gender Gap Report (2021) অনুযায়ী, যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়, তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ভারত এখনও অনেক পিছিয়ে।

**National Sample Survey (2022)** -এর ৭৮তম রাউন্ডে প্রকাশিত Employment and Unemployment Situation in India প্রতিবেদনে দেখা যায়, নারী শ্রমশক্তি অংশগ্রহণ হার (FLFPR) ২৫.১%, যা পুরুষদের (৭১.৭%) তুলনায় অনেক কম। গ্রামীণ এলাকায় এই হার ২৬.৭%, কিন্তু শহরে মাত্র ১৯.৬%। নারীদের সাক্ষরতার হার (১৫+ বছর) ৭০.৩%, যেখানে পুরুষদের ৮৪.৭%। উচ্চশিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ১১.৫%, পুরুষদের তুলনায় যা প্রায় অর্ধেক। শহরে শিক্ষিত নারীদের বেকারত্বের হার ১৭.৫% এবং গ্রামীণে ৭.৩%।

NSS রিপোর্ট আরও তুলে ধরে যে ১৫–২৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২২.৭% কম্পিউটার ব্যবহার জানে এবং ৩৪.২% ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ৩৮.৯% এবং ৫৭.৮%। স্বাস্থ্যসেবায়ও নারীরা পিছিয়ে—মাতৃত্বকালীন সেবা, স্বাস্থ্য বীমা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে নারীদের অংশগ্রহণ কম। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়ণে বড় ধরনের বাধা রয়ে গেছে।

**Planning Commission of India (2011)** তাদের Report of the Working Group on Empowerment of Women for the 12th Five Year Plan (2012–2017) এ নারী শিক্ষার বিস্তারে স্কলারশিপ, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, পৃথক শৌচাগার, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও Menstrual Hygiene kit-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের জন্য SHG, ব্যাংক ঋণ, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, নারীদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মানোন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবায়ণে স্থানীয় প্রশাসনের

তৎপরতা একান্ত প্রয়োজনীয়, যা মুর্শিদাবাদের মতো পশ্চাদ গামী জেলায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

এই সমগ্র সাহিত্য পর্যালোচনার আলোকে বলা যায়, নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের জন্য সরকারী প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, SHG, রূপশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার ইত্যাদি প্রকল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বাস্তবায়ণে প্রশাসনিক দুর্বলতা, সচেতনতার অভাব এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সীমাবদ্ধতা প্রকল্পগুলোর সাফল্যকে ব্যাহত করছে। উপরন্তু, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ ও নেতৃত্বের সুযোগ নারীদের আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পশ্চাদগামী অঞ্চলে এই গবেষণার ফলাফল বাস্তব ভিত্তিক ও নীতিগত দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়ক হবে।

**গবেষণার ফাঁক (Research Gap):**

বর্তমান গবেষণার মূল ভিত্তি নারীর ক্ষমতায়ণ, শিক্ষার প্রসার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে পর্যালোচিত সাহিত্যগুলো যেমন: ভারতীয় নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় প্রতিবেদনসমূহ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প মূল্যায়ন রিপোর্ট, UNESCO, UNICEF ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণালব্ধ তথ্য, বিভিন্ন স্কলারদের পিয়ার-রিভিউড জার্নাল ও গবেষণাপত্র—এসব থেকেই স্পষ্টত একটি ধারণা পাওয়া যায় যে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত দুই দশকে অনেক কিছু করা হয়েছে, কিন্তু এখনও কিছু মৌলিক গবেষণার ফাঁক বা গবেষণার ব্যবধান (Research Gaps) রয়ে গেছে, যা বর্তমান গবেষণাকে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় করে তোলে।

**প্রথমত**, বেশিরভাগ সাহিত্যেই নারীর ক্ষমতায়ণকে একটি সাধারণীকৃত পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—যেমন, জাতীয় বা রাজ্য স্তরের স্তরভিত্তিক প্রেক্ষাপটে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার মতো একটি সীমান্তবর্তী, ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর জীবনে বাস্তবিক কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে, তা নিয়ে জেলাভিত্তিক গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। বর্তমান গবেষণায় এই অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

**দ্বিতীয়ত**, অধিকাংশ গবেষণায় নির্দিষ্ট একটি প্রকল্প (যেমন: কন্যাশ্রী বা রূপশ্রী) ভিত্তিক ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একাধিক প্রকল্প—যেমন 'POSHAN Abhiyan', 'PM Ujjwala Yojana', 'Skill India', 'Lakhir Bhandar', 'Start-up India'—এইসব প্রকল্পের সম্মিলিত ও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত প্রভাব নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের উপর বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে প্রকল্পগুলোর সংহত প্রভাব বিশ্লেষণ করে নীতি সংশোধনের সুযোগ তৈরি হয় না।

**তৃতীয়ত**, বেশ কিছু সাহিত্য নারীর ক্ষমতায়ণের সূচক হিসেবে কেবলমাত্র শিক্ষার হার, আর্থিক আয় অথবা স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তিকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু নারীর সামাজিক অবস্থান, আত্মনির্ভরতা, সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, মানসিক উন্নয়ন—এইসব গুণগত সূচকগুলো অধিকাংশ গবেষণায় উপেক্ষিত থেকে গেছে। বর্তমান গবেষণা সেই দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে আরও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

**চতুর্থত**, অধিকাংশ গবেষণায় নারীর মতামত, অভিজ্ঞতা ও গ্রহণযোগ্যতা খুব সীমিতভাবে আলোচিত হয়েছে। বাস্তবে, একজন নারী কোনো প্রকল্পের সুবিধাভোগী হলে সে প্রকল্পটি তার জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এনেছে—সেটি তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু অধিকাংশ গবেষণায় নারীর কণ্ঠস্বর (voice of women beneficiaries) অনুপস্থিত, যা প্রকৃত ক্ষমতায়ণের পরিমাপক নয়।

**পঞ্চমত**, বহু সাহিত্য প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় দালাল চক্র, প্রযুক্তিগত অসুবিধা (যেমন আধার সংযোগ, ব্যাঙ্কের অভাব, ডিজিটাল বিভাজন), সমাজের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব, ধর্মীয় সংকোচ ইত্যাদি বহুবিধ কাঠামোগত চ্যালেঞ্জকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেনি। অথচ এই সমস্যাগুলো প্রকল্প সফলতার পথে বড় অন্তরায়, যেগুলো এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

**ষষ্ঠত**, অনেক গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়ণকে কেবলমাত্র এককালীন প্রকল্প ভিত্তিক সুবিধা (cash incentive, free LPG, scholarship) পাওয়ার সাথে যুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতায়ণ হলো একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সমন্বয়ে নির্মিত। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনের পরিমাপ, প্রকল্প গ্রহণের আগে ও পরে পরিস্থিতির তুলনামূলক বিশ্লেষণও অধিকাংশ গবেষণায় অনুপস্থিত।

এই সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে স্পষ্ট যে, মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে সরকারী প্রকল্পের প্রভাব নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থায় কতটা কার্যকরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, তা নিয়ে স্থানভিত্তিক, গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতিতে একটি সমন্বিত গবেষণা আবশ্যক, যা বর্তমানে প্রচলিত সাহিত্যে স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। এই গবেষণা সেই শূন্যতাকে পূরণ করার প্রয়াস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

## ২.২ সমস্যার উদ্ভব (Emergence of the Problem):

নারীর ক্ষমতায়ণ একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যার মধ্যে শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক স্বনির্ভরতা, সামাজিক মর্যাদা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যদিও ভারতীয় সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের নিশ্চয়তা রয়েছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে একাধিক আইন, নীতিমালা ও সরকারী প্রকল্প নারীর উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, তথাপি বাস্তব চিত্র এখনও বহু এলাকায় উদ্বেগজনক। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ও সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় নারীর শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার চিত্র এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি। এই অবস্থান থেকেই গবেষণার সমস্যার উৎস সন্ধান শুরু হয়।

সরকারী নীতিমালার দৃষ্টিকোণে দেখা যায়, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প যেমন—'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী', 'লক্ষ্মীর ভান্ডার', 'উজ্জ্বলা যোজনা', 'স্কিল ইন্ডিয়া', 'পোষণ অভিযান', 'স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া' ইত্যাদি নারীর শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এইসব প্রকল্পে লক্ষ করা যায় যে, প্রশাসনিকভাবে নারীদের আর্থিক ভাতা, শিক্ষা-সহায়তা, স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি ও স্যানিটেশন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ, এবং আত্মনির্ভরতা গঠনের বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রকল্পগুলির পরিপূর্ণ সুফল অনেক সময় নারীর জীবনে প্রকৃত ক্ষমতায়ণে রূপান্তরিত হচ্ছে না। নারীরা অনেক সময় প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত নন, তথ্যগত অভাব, সামাজিক সংকোচ, পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রশাসনিক জটিলতা তাদের সম্পূর্ণভাবে এইসব প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে বাধা সৃষ্টি করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও দেখা যায়, যদিও বিদ্যালয়ে ছাত্রীর ভর্তির হার বেড়েছে, তথাপি বহু কিশোরী এখনও উচ্চশিক্ষায় পৌঁছাতে পারছে না। বাল্যবিবাহ, দারিদ্র্য, পরিবারিক অনিচ্ছা, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বা পরিবহণ সমস্যার কারণে তাদের শিক্ষাজীবন মাঝপথে থেমে যাচ্ছে। এর ফলে তারা কর্মজীবনে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, এবং স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে তাদের এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

এই জেলায় অনেক নারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হলেও সঠিক প্রশিক্ষণ, বাজার সংযোগ বা প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে তাদের আয় সীমিত থেকে যাচ্ছে। ফলে প্রকল্পের পরিকাঠামোগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়ণ প্রকৃত অর্থে হচ্ছে না—তারা এখনও পরিবারের অদৃশ্য ছায়ায় বা স্বামীর পরিচয়ের ছত্রছায়ায় থেকে যাচ্ছেন।

এই ব্যাবধান সরকারী নীতির বিস্তার এবং বাস্তব জীবন-চিত্রের ফারাকই গবেষণার মূল সমস্যা হিসেবে নির্ধারিত হয়। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সরকারী নীতির কার্যকারিতা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ? প্রকল্পগুলি কীভাবে বাস্তবে নারীর জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনছে? এবং নারীরা নিজেদের কীভাবে এই পরিবর্তনের অংশীদার হিসেবে ভাবছেন—এই প্রশ্নগুলিই বর্তমান গবেষণার সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এই সমস্যার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আরও বিস্তারিত, কারণ এটি কেবল প্রশাসনিক দুর্বলতা নয়, বরং নারীর অবস্থান সম্পর্কে সমাজের গঠনমূলক মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণগত পরিবর্তনের ঘাটতি থেকেও উদ্ভাবিত। ফলে গবেষণার প্রয়োজনে এই সমস্যার মূল উৎস খুঁজে বের করা, এর কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা এবং প্রকল্পগুলির প্রভাব মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে একটি সম্যক চিত্র উদঘাটন করাই বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য।

মুর্শিদাবাদ জেলার নারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের যে সমস্যাগুলো জটিলভাবে রয়ে গেছে, তা একটি বহুস্তরীয় বাস্তবতার অংশ। এই জটিলতা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্য থেকে শুরু হয়ে সামাজিক রীতিনীতির প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবের মাধ্যমে আজও নারীর বিকাশের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুর্শিদাবাদ একসময় বাংলার নবাবি শাসনের কেন্দ্র হওয়ায় সেখানে প্রথাগত সামাজিক গঠন এবং ধর্মীয় অনুশাসন নারীর স্বাধীনতা ও শিক্ষাকে দীর্ঘকাল ধরে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালেও এই অঞ্চলে নারীর শিক্ষায় পরিকাঠামোগত কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। ফলত স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও অন্যান্য জেলার তুলনায় এখানে নারী শিক্ষার হার অনেক পিছিয়ে থাকে। এই ঐতিহাসিক বৈষম্য নারীদের সচেতনতা, অংশগ্রহণ ও আত্মবিশ্বাস গঠনের ভিত দুর্বল করে দিয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত। অনেক পরিবার এখনও মনে করে, নারীর প্রধান দায়িত্ব গৃহস্থালি ও সন্তান পালন, ফলে মেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত হয়। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সামাজিক নিরুৎসাহ অনেকটাই বেশি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, যেখানে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য করে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে, দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ অভিভাবক কন্যা সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে আগ্রহী হন না। শিক্ষার পরও কর্মসংস্থান নিশ্চিত না হওয়ায় অনেকে পড়াশোনা মাঝপথেই ছেড়ে দেয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় নারীরা নিজেদের জীবন

সম্পর্কেও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এই আর্থিক বাধা আরও প্রকট হয় যখন বাল্যবিবাহের প্রবণতা দেখা যায়। অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার ফলে মেয়েরা স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, যা শুধুমাত্র তাদের শিক্ষা বন্ধ করে দেয় না, বরং ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের পথও রুদ্ধ করে। পাশাপাশি, অল্প বয়সে মা হওয়ায় শারীরিক জটিলতা দেখা দেয় যা তাদের সার্বিক স্বাস্থ্য ও সক্ষমতাকেও দুর্বল করে তোলে।

অবকাঠামোগত ঘাটতিও নারী শিক্ষায় এক বড় প্রতিবন্ধকতা। মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামাঞ্চলে এখনো উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় বা কলেজ নেই। পৃথক শৌচাগার ও বিদ্যালয়ের নিরাপত্তাহীন পরিবেশ মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত করে। সরকারী উদ্যোগ যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি প্রশংসনীয় হলেও সঠিক পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা কমে গেছে। অনেক সুবিধাভোগী উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অথবা প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রকৃত সহায়তা পান না।

এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে নারীরা প্রযুক্তিগত শিক্ষার অভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। ডিজিটাল শিক্ষা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট ব্যবহার, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সাথে পরিচিত না হওয়ায় তারা আধুনিক চাকরির বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারছেন না। এই তথ্য-প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাব গ্রামীণ নারীকে আত্মনির্ভরশীলতার পথ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

এই সমস্ত সমস্যার সম্মিলিত প্রভাব হলো—মুর্শিদাবাদ জেলার মেয়ে ও নারীরা শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে, যা নারীর ক্ষমতায়নের পথে বড় বাধা। এই গবেষণার মাধ্যমে এই দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলোর নানামুখী বিশ্লেষণ করা হবে এবং প্রাসঙ্গিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা

হবে, যা আগামী দিনে নারী শিক্ষার প্রসার, আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এর জন্য শুধু সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়ণ নয়, সমাজের মানসিকতা পরিবর্তন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ প্রশাসনিক তদারকির ভীষণ প্রয়োজন।

## ২.৩. গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions):

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে নিম্নলিখিত মূল গবেষণার প্রশ্নসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভায় নারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য সহায়ক হবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

- লালগোলা(Rural) ও বহরমপুর (urban) এ বর্তমানে কোন কোন নারী-কেন্দ্রিক সরকারী প্রকল্প সক্রিয় রয়েছে?
- এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ও কাঠামো কী?
- প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ণে প্রশাসনিক বা সামাজিক চ্যালেঞ্জ কী কী?
- কন্যাশ্রী, রূপশ্রী বা শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের ফলে স্কুলে ভর্তির হার কতটা বেড়েছে?
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার কেমন এবং ড্রপআউট রেট কমেছে কিনা?
- শিক্ষার গুণগতমান (টিচার-স্টুডেন্ট রেশিও, পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ে উপস্থিতি) কেমন উন্নত হয়েছে?

- SHG বা অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে কতজন নারী উপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন?
- কতজন নারী নিজস্ব আয় বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিযুক্ত?
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, সরকারী ভাতা গ্রহণে নারীরা কতটা সক্ষম?
- নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতার মানদণ্ডে প্রকল্পগুলো কতটা সফল?
- প্রকল্পসমূহ নারীদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটা প্রভাব ফেলেছে?
- ভোটাধিকার, সামাজিক অংশগ্রহণ বা নেতৃত্ব প্রদর্শনে নারীরা কতটা সক্রিয় হয়েছেন?
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নারীর ভূমিকা কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- কোন এলাকায় কোন প্রকল্প বেশি কার্যকর হয়েছে এবং কেন?
- দুই এলাকার মধ্যে শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পার্থক্য কী?
- কোন এলাকার উন্নয়নের ব্যবধান বেশি এবং তা পূরণে কী সুপারিশ প্রযোজ্য?

## ২.৪. গবেষণার বিবৃতিকরণ (Statement of the Problem):

মুর্শিদাবাদ জেলার নারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও বহুমাত্রিক সমস্যার বিষয়। যদিও সরকার বিভিন্ন সময় মেয়েদের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প ও আর্থিক সহায়তা চালু করেছে, তবুও জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ অঞ্চলে নারীরা এখনো শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নারীর প্রতি বৈষম্য এবং শিক্ষা অবকাঠামোর দুর্বলতা এই সমস্যাগুলিকে গভীরতর করে তুলেছে। পরিবারে নারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার, এবং অর্থনৈতিক অবদানের সুযোগ এখনো অনেক ক্ষেত্রে সীমিত। নারী ক্ষমতায়ণ বা

Women Empowerment এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, কারণ নারীর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা, এবং সামাজিক মর্যাদার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তবে দেখা যাচ্ছে, মুর্শিদাবাদে শিক্ষা শুধু প্রাতিষ্ঠানিক নয়, প্রাত্যহিক ব্যাবস্থায় প্রভাব ফেলতে পারছে না।

এছাড়াও, সরকারী প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে নামমাত্র স্তরে পৌঁছেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতার অভাব, তথ্যপ্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা, এবং স্থানীয় প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকল্পগুলোর প্রভাব হ্রাস করছে। নারীরা প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও মাধ্যমিকের পর স্কুল ছুটের হার বেশি, যার ফলে উচ্চশিক্ষা ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা আধুনিক কর্মসংস্থান ও উদ্যোগে অংশ নিতে পারছেন না।

সাম্প্রতিক নীতি যেমন National Education Policy 2020 ও World Bank (2018), UNESCO (2020) ও UNDP (2021)-এর গবেষণা অনুযায়ী, নারী শিক্ষাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, এবং দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব হলেও, মুর্শিদাবাদের বাস্তবতা তা প্রতিফলিত করছে না। ডিজিটাল বিভাজন,লিঙ্গ জনিত বৈষম্য, ও পরিকাঠামোগত বৈষম্য এখনো নারীদের ক্ষমতায়ণের পথে বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে। গবেষণার ভিত্তিতে বলা যায়, নারী ক্ষমতায়ণের চূড়ান্ত রূপ সম্ভব শুধুমাত্র তখনই, যখন নারী শিক্ষা সামাজিক ও পারিবারিক স্বীকৃতি পাবে, এবং সেই শিক্ষা তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে।

এই গবেষণা মূলত এই সমস্যাগুলোর গভীরে প্রবেশ করে নারী শিক্ষার বর্তমান অবস্থা, ক্ষমতায়ণের স্তর এবং সরকারী প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে। উদ্দেশ্য হলো এই সমস্যার মূল কারণ চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে নারীর শিক্ষালাভ ও ক্ষমতায়ণের পথকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করা।

নারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার বাস্তব চিত্র আজও উদ্বেগজনক। বহু সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও এই জেলার নারীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সুযোগ এবং সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে পিছিয়ে রয়ে গেছে। একদিকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বয়ংসহায়ক গোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার নারীদের শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সমাজের গভীরে প্রোথিত লিঙ্গবৈষম্য, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে এই প্রচেষ্টাগুলো অনেক সময় বাস্তবিক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ নারী আজও পরিবার ও সমাজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা-প্রাপ্তির হার প্রাথমিক স্তরে তুলনামূলক ভালো হলেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে এসে এক বিশাল সংখ্যাক মেয়ে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করছে। বাল্যবিবাহ, নিরাপত্তাহীনতা, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও শিক্ষিকার অভাব, ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতি, এবং তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক শিক্ষায় প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা—সব মিলিয়ে একজন কন্যা শিশুর শিক্ষাজীবন বহু দিক থেকে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নারীর শিক্ষার হার ও মান অত্যন্ত নিম্নগামী।

অর্থনৈতিকভাবে নারী স্বনির্ভর না হলে সামাজিক ক্ষমতায়ণ কখনোই পূর্ণতা পায় না। অথচ এই জেলায় শিক্ষিত নারী সংখ্যা কম হওয়ায় তারা আধুনিক কর্মসংস্থানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারছে না। প্রযুক্তি-ভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সীমিত, যা তাদের ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং, অনলাইন উদ্যোক্তা বা কারিগরি পেশায় প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। নারী উদ্যোক্তা বা কর্মজীবী নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রেও সমাজের রক্ষণশীলতা ও পরিবারের অনুমতির প্রয়োজনীয়তা একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী শিক্ষার অভাবে তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে ভূমিকা, প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, পরিবার পরিকল্পনার জ্ঞান এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ—সব কিছুতেই তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

গবেষণাটি এই বহুমাত্রিক সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করবে এবং খতিয়ে দেখবে। কেন না সরকারী প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত ফল আসছে না, কোথায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা রয়েছে, কেন পরিবার ও সমাজ নারীদের শিক্ষাকে এখনও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না, এবং কীভাবে সচেতনতা ও নীতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়। এই গবেষণার মাধ্যমে একটি জেলাভিত্তিক, তৃণমূল পর্যায়ের, সমাজ-সচেতন নীতি প্রণয়নের ভিত্তি তৈরি করাই মূল উদ্দেশ্য, যাতে নারীর শিক্ষা কেবল পুঁথিগত শিক্ষা অর্জনে সীমাবদ্ধ না থেকে তাদের বাস্তবিক ক্ষমতায়ণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

এই গবেষণায় নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষার অবকাঠামো, বিদ্যালয়গামী মেয়েদের সংখ্যা, প্রকল্পের বাস্তবায়ণের হার, সচেতনতা, এবং সামাজিক ও পারিবারিক মানসিকতা—এই সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হবে। গবেষণা শেষে যে ফলাফল পাওয়া যাবে, তা শুধু মুর্শিদাবাদের জন্য নয়, বরং

ভারতের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জেলার নারী শিক্ষার উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে। এই কারণেই এই গবেষণা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ আজকের সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ণ করেছে, তথাপি মুর্শিদাবাদ জেলার মত পিছিয়ে পড়া জেলাগুলিতে এই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা ও প্রভাব এখনও প্রশ্নসাপেক্ষ। লালগোলা ও বহরমপুর  দুটিই এলাকা অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে। এই গবেষণায় মূলত সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের জীবনে কী ধরনের শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে, তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য পরিচালিত গবেষণা **"পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ ও  আর্থ-সামাজিক অবস্থা"**।

## ২.৫ গবেষণার সীমাবদ্ধকরণ (Delimitation of the Study):

গবেষণার ব্যাপ্তি এবং বাস্তবিক সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় রেখে গবেষিকা নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র, গোষ্ঠী ও ভৌগোলিক অঞ্চলকে এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গবেষণার গভীরতা রক্ষার স্বার্থে নিম্নোক্ত সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছে:

**১.** ভৌগোলিক সীমানা (Geographical Delimitation):

এই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। জেলার মধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান—লালগোলা (গ্রামীণ অঞ্চল) এবং বহরমপুর (নগর অঞ্চল)-কে গবেষণার জন্য নির্ধারিত অঞ্চল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই স্থান দুটি নির্বাচন করার কারণ হল:

(ক) সেখানে সরকারী প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে;

(খ) শিক্ষার হার ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন মাত্রায় রয়েছে।

২.টার্গেট গ্রুপঃ

গবেষণার লক্ষ্য গোষ্ঠী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের নারী জনসংখ্যাকে নির্বাচন করা হলেও, কার্যত এই গবেষণার নমুনা (Sample) হিসেবে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার নারী জনগোষ্ঠীর উপর সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

গবেষিকার দ্বারা সর্বমোট ৪০০ জন নারী নির্বাচিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে গ্রামীণ ও শহর উভয় এলাকা (লালগোলা ও বহরমপুর) থেকে যথাক্রমে ২০০+২০০ জন নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

## ২.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ (Research Objectives):

**১.** মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভায় নারীদের জন্য চালু থাকা সরকারী প্রকল্পসমূহ (যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, SHG, শিক্ষাবৃত্তি, রেশন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প) চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণ করা।

**২.** এই প্রকল্পসমূহ নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতির উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা নির্ণয় করা – যেমন স্কুলে ভর্তির হার, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার, ড্রপআউট রেট, শিক্ষার গুণগতমান ইত্যাদি।

**৩.** নারীদের আয়ের উৎস, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নিজস্ব উপার্জনের সক্ষমতা, ব্যাংক লেনদেন এবং স্বনির্ভরতা – এই বিষয় গুলিতে সরকারী প্রকল্পসমূহ কতটা সহায়ক হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

**৪.** নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ণের সূচক – যেমন পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ভোটাধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা ইত্যাদি – এই সূচক গুলির উপর প্রকল্পগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

**৫.** লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা – কোন এলাকায় কোন প্রকল্প বেশি কার্যকর, এবং কোন স্তরে উন্নয়নের ব্যবধান রয়ে গেছে।

## তথ্যসূত্র (References) :


গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট। (২০২১)। *নারীদের কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ: প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ.* ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। পৃঃ ২১–৪৩, ৭৬–৮৫।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও)। (২০২২)। *ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব পরিস্থিতি.* পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার। পৃঃ ১৩–৪১, ৬৫–৭০।

পরিকল্পনা কমিশন। (২০১১)। *১২তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত কর্মসমিতির প্রতিবেদন.* ভারত সরকার। পৃঃ ১৭–৪৪, ৮২–৯১।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২২)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প: কন্যা সন্তানের ক্ষমতায়নের পথে একটি পদক্ষেপ.* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। পৃঃ ৫–১৯, ৩৬–৪৪।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (২০২০)। *জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০.* নয়াদিল্লি: ভারত সরকার। পৃঃ ৩–২৫ (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা), ৫৮–৭৩ (লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ)।

ভট্টাচার্য, তাপসী। (২০১৫)। *পূর্ব ভারতের নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা.* কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃঃ ২২–৪০, ৫৬–৬৩, ৯০–৯৮।

ইউএনডিপি। (২০২১)। *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট: লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন.* জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। পৃঃ ৫৫–৭১, ৯২–৯৮।

ইউনেস্কো। (২০২০)। *গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট: লিঙ্গ পর্যালোচনা.* প্যারিস: ইউনেস্কো। পৃঃ ১৯–৪৫, ৭০–৭৯।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। (২০১৮)। *দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ন.* ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশনা। পৃঃ ১১–৩৫, ৪৮–৬২।

Aggarwal, M. (2014). A study on challenge for women empowerment. *Abhinav – National Monthly Refereed Journal,* 3, pp. 77–83.

Ali, H., Bajwa, R., & Hussain, U. (2015). Women's empowerment and human development in Pakistan: An elaborate study. *Asian Journal of Management Science & Education,* 4, pp. 23–30.

Awan, A.G. (2015). Determinants of women empowerment: A case study of District D.G. Khan. *Developing Country Studies,* 5, pp. 65–73.

Chakraborty, A. (2013). Beedi bundling as a means of women employment generation in backward rural area: A case study on Char areas of Bhaganwalgola II Block, Murshidabad District, West Bengal. *Journal of International Academic Research for Multidisciplinary,* 1(4), pp. 90–103.

Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policymakers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica,* 72(5), 1409–1443.

https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x

Das, R. (2015). Emergence and activities of self-help group (SHG): A great effort and implementation for women's empowerment as well as rural development – A study on Khejuri CD Blocks in Purba

Mednipur West Bengal. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),* 20(1), pp. 28–39.

Dutta, P. (2013). Study of women's empowerment in the district of Bankura. *Department of Economics, The University of Burdwan,* pp. 12–27.

Garai, S., Mazumder, G., & Maiti, S. (2012). Empowerment of women through self-help group approach: Empirical evidence from West Bengal, India. *African Journal of Agricultural Research,* 7, pp. 6395–6400.

Hoque, M. (2015). Empowering rural women through education: A study on the rural areas of Dhubri District (Assam). *A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science,* 111, pp. 55–58.

Islam, M.S. (2014). Women's empowerment in Bangladesh: A case study of two NGO. *SSRN Electronic Journal,* pp. 1–10.

Islam, N., Ahmed, E., Chew, J., & D'Netto, B. (2012). Determinants of empowerment of rural women in Bangladesh. *World Journal of Management,* 4, pp. 36–56.

Patel, G.S. (2014). An analytical study of women education in the backward areas of Panchmahal District. *University of Gujarat, Ahmedabad,* pp. 9–24.

Rahul, S. (2014). Empowerment of Pakistani women: Perceptions and reality. *NPU Journal,* pp. 113–122.

Rokeya Sultana, Muhsina Aktar & Onysa Alam. (2015). Empowerment in Bangladesh from Islamic perspective. *IOSR Journal of Humanities and Social Science,* 20(12), pp. 51–55.

Roy, N.C., & Biswas, D. (2016). Women empowerment through SHG and financial inclusion: A case study on Lataguri region in West Bengal. *International Journal of Management Research and Review,* 6(6), pp. 827–834.

Salam, N. (2018). Education and empowerment of Muslim women in the district of Murshidabad and Birbhum, West Bengal. *Department of Education, University of Kalyani,* pp. 38–61.

Sarkar, S. (2016). Kanyashree scheme in West Bengal: A critical analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention,* 5(8), 50–56.

Sen, A. (1999). *Development as freedom.* Oxford University Press. pp. 15–16, 31–35, 194–196.

Shetter, R.M. (2015). A study on issues and challenges of women empowerment in India. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),* 17(4), pp. 13–15.

# অধ্যায়-III

# গবেষণা পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালী

# METHOD AND PROCEDURE

**ভূমিকা:**

গবেষণাপদ্ধতি (Research Methodology) একটি গবেষণার মৌলিক কাঠামো, যার মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ধারা নির্ধারিত হয়। গবেষণার মান ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে এই পদ্ধতির যথাযথ ব্যবহারের উপর। গবেষণাপদ্ধতি মূলত নির্ধারণ করে কীভাবে তথ্য সংগৃহীত হবে, কীভাবে বিশ্লেষণ করা হবে এবং কীভাবে নির্ভরযোগ্য ফলাফলে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই অধ্যায়ে গবেষিকা মুর্শিদাবাদ জেলার নারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের উপর সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য যে পদ্ধতিগত রূপরেখা অনুসরণ করেছেন, তা বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণার কাঠামো প্রাথমিক ও গৌণ তথ্যের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ক্ষেত্র সমীক্ষা, প্রশ্নপত্র এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। গৌণ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সরকারী প্রতিবেদন, শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান, UNDP, UNESCO, WORLD BANK, এবং অমর্ত্য সেন, ভট্টাচার্য প্রমুখ গবেষকদের গবেষণা গ্রন্থ থেকে। এই অধ্যায়ে গবেষণার ধরন, জনসংখ্যা ও নমুনা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহের উপায়, বিশ্লেষণের কৌশল এবং গবেষণার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গবেষিকা সামাজিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য বর্ণনামূলক (descriptive), তুলনামূলক (comparative) এবং বিশ্লেষণাত্মক (analytical) পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ একটি বহুমাত্রিক ও আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বিষয় হওয়ায় গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় ধরণের তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য

বিশ্লেষণে বার গ্রাফ, তুলনামূলক টেবিল, শতাংশ বিশ্লেষণ এবং লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের মাধ্যমে গবেষণা একটি সুসংহত, পদ্ধতিগত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করেছে, যা নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণ বিষয়ক সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপনে সহায়ক।

এই অধ্যায়ে নমুনা নির্বাচনের প্রক্রিয়া, তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ নির্মাণ এবং জরিপ পরিচালনার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় সাফল্য অর্জনের জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এর সরকারী প্রকল্প সমূহের  মাধ্যমে নারীদের শিক্ষা ও আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়ণের বিশ্লেষণ করা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য উক্ত জেলার গ্রামীণ ও শহর উভয় অঞ্চল থেকেই প্রতিনিধিত্ব মূলক নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে গবেষণার উদ্দেশ্যগুলি যথাযথভাবে পূরণ করা যায়।

## ৩.১ পদ্ধতি (Method) :

গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত গবেষণাপদ্ধতির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে গবেষণার কাঠামো ও পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে, যা গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্ন ও অনুমান নিরূপণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। গবেষণাপদ্ধতির মাধ্যমে গবেষিকা নারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে চেয়েছেন, বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকায়।

এই গবেষণায় বর্ণনামূলক (Descriptive) ও তুলনামূলক (Comparative) পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, যাতে বাস্তব প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রভাব বিশ্লেষণ করা যায়।

### ৩.১.১ অধ্যয়ন নকশা (Study Design):

এই গবেষণার কাঠামো পরিকল্পিত হয়েছে একটি বর্ণনামূলক (Descriptive) এবং তুলনামূলক (Comparative) গবেষণা নকশার ভিত্তিতে। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকায় সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ-এ কতটা কার্যকর তা বিশ্লেষণ করা।

এই অধ্যয়নে প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান, প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন এবং গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি অ-মৌখিক পরীক্ষামূলক (non-experimental) ও ক্রস-সেকশনাল (cross-sectional) নকশা গৃহীত হয়েছে।

গবেষণা নকশার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো:

- গবেষণা একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে পরিচালিত হয়েছে এবং তা সমকালীন পরিস্থিতি ও প্রকল্পের প্রভাব যাচাই করতে সহায়তা করেছে।
- এই নকশায় সংখ্যাগত ও গুণগত উভয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই সহায়ক।
- লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার ৪০০ জন নারী অংশগ্রহণকারী থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যয়ন পরিচালিত হয়েছে, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই নকশা অনুসরণে গবেষিকা বাস্তব জীবনের সমস্যা নির্ণয় করে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য উপসংহার প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন।

### ৩.১.২ জনসংখ্যা ও নমুনা (Population and Sample):

গবেষণার উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ণের জন্য জনসংখ্যা ও নমুনা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই গবেষণায় জনসংখ্যা বলতে বোঝানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি প্রশাসনিক ও ভৌগোলিকভাবে ভিন্ন অঞ্চল—লালগোলা ব্লক (গ্রামীণ অঞ্চল) ও বহরমপুর পৌরসভা (শহরাঞ্চল)—এ বসবাসকারী ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মেয়ে ও নারীদের, যাঁরা কোনো না কোনোভাবে সরকারী প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, শিক্ষাবৃত্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। এই বয়সসীমার নারীদের নির্বাচনের পেছনে যুক্তি হলো—এই শ্রেণির নারীরা সাধারণত শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সরকার-প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের মূল লক্ষ্যভুক্ত হয়।

এই গবেষণায় একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি (Purposive Sampling Technique) অবলম্বন করা হয়েছে, যেখানে গবেষিকার উদ্দেশ্য ছিল এমন নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা, যাঁরা সরকারী প্রকল্পগুলির সুফল গ্রহণ করছেন বা করেছেন এবং যাঁদের জীবনযাত্রা ও ক্ষমতায়ণের সঙ্গে এই প্রকল্পগুলোর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। একইসঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক তুলনা করার জন্য সমসংখ্যক অংশগ্রহণকারী গ্রামীণ ও শহরাঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে ভৌগোলিক অবস্থানভেদে প্রকল্পের কার্যকারিতা ও নারী ক্ষমতায়ণের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়।

নমুনা আকার নির্ধারণে মোট ৪০০ জন নারীকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে লালগোলা থেকে ২০০ জন এবং বহরমপুর থেকে ২০০ জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন। এই নমুনা আকার যথেষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক, কারণ এতে বিভিন্ন শিক্ষাগত, আর্থ-সামাজিক, পেশাগত ও পারিবারিক পটভূমি থেকে আসা নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে, গবেষণার জনসংখ্যা ও নমুনা নির্বাচন এমনভাবে গঠিত হয়েছে যাতে সরকারী প্রকল্পের বাস্তব প্রভাব নির্ণয়ে একটি সামগ্রিক ও তুলনামূলক চিত্র উদ্ভাসিত হয়।এই নমুনা ও জনসংখ্যা কাঠামো গবেষণাকে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে, যেখানে সরকারী প্রকল্পসমূহ নারী শিক্ষার প্রসার, আত্মনির্ভরতা অর্জন ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর তা নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। অতএব, এই গবেষণায় ব্যবহৃত জনসংখ্যা ও নমুনা পদ্ধতি গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণে যথাযথ, যথার্থ ও বৈজ্ঞানিকভাবে সংগতিপূর্ণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

নমুনা (Sample):

নমুনা হিসেবে মোট ৪০০ জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের দুই স্থান থেকে সমান সংখ্যায় নেওয়া হয়েছে:

Table-3.1: নমুনা (Sample)

| **জেলা** | **গ্রাম/শহর** | **এলাকাগুলোর নাম** | **প্রতি লাকায় নারী সংখ্যা** | **মোট নারী সংখ্যা** | **তথ্য সংগ্রহের সময়** |
|---|---|---|---|---|---|
| মুর্শিদাবাদ | লালগোলা (গ্রাম) | পাহাড়পুর,পুস্তমপুর, বাখরপুর, চিন্তামণি | ৫০ × ৪ | ২০০ | অক্টোবর ২০২৩ |
| মুর্শিদাবাদ | বহরমপুর (শহর) | খাগড়া বাজার, গোরা বাজার, কাশিমবাজার, দয়া নগর | ৫০ × ৪ | ২০০ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ |
| **মোট** | | | | **৪০০** | |

নমুনা নির্বাচনের পদ্ধতি (Sampling Technique):

গবেষণায় বহুস্তরীয় (Multistage Sampling) পদ্ধতি গৃহীত হয়:

1. প্রথম ধাপ: ব্লক নির্বাচন – লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহর)।
2. দ্বিতীয় ধাপ: প্রত্যেক এলাকার মধ্যে চারটি গ্রাম বা শহর অঞ্চল নির্বাচন।
3. তৃতীয় ধাপ: নির্বাচিত এলাকা থেকে purposive Sampling পদ্ধতিতে সরকারী প্রকল্পে যুক্ত নারীদের নির্বাচন ।

### ৩.১.৩ চলরাশি সমূহ (Variables):

এই গবেষণায় ব্যবহৃত চলরাশিসমূহ মূলত দুই ধরনের – স্বাধীন চলরাশি (Independent Variables) এবং নির্ভরশীল চলরাশি (Dependent Variables)। গবেষণার লক্ষ্য অনুযায়ী, এসব চলরাশি নারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণের উপর সরকারী প্রকল্পসমূহের প্রভাব নিরূপণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে।

**Table-3.2: স্বাধীন চলরাশি (Independent Variables):**

| ক্র. | চলরাশির নাম | বিবরণ |
|---|---|---|
| ১ | সরকারী প্রকল্পে অংশগ্রহণ | কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, স্কলারশিপ, SHG ইত্যাদি |
| ২ | বসবাসের এলাকা | গ্রামীণ (লালগোলা) / শহরাঞ্চল (বহরমপুর) |
| ৩ | বয়স | ১৫–২৫, ২৬–৩৫, ৩৬–৪৫ বছর |
| ৪ | শিক্ষার স্তর | প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর |
| ৫ | বৈবাহিক অবস্থা | বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত |
| ৬ | পরিবারের মাসিক আয় | ৫০০০ টাকার কম / ৫০০১–১০০০০ / ১০০০১–১৫০০০ / ১৫০০০-এর বেশি |
| ৭ | উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা | পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দেশ করে |

Table-3.3: নির্ভরশীল চলরাশি(Dependent Variables):

| ক্র. | চলরাশির নাম | ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | শিক্ষাগত অগ্রগতি | ভর্তি হার, পাশের হার, ড্রপআউট রেট, শিক্ষার গুণগতমান |
| ২ | আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ণ | আয় ও উপার্জনের উৎস, ব্যাংক লেনদেন, ক্ষুদ্র ঋণ, স্বনির্ভরতা |
| ৩ | সামাজিক ক্ষমতায়ণ | পারিবারিক সিদ্ধান্ত, বিবাহের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ |
| ৪ | বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অংশগ্রহণ | সচেতনতা, কার্যকরী ভূমিকা |
| ৫ | সরকারী প্রকল্পের কার্যকারিতা সম্পর্কে মত | কোন প্রকল্প সর্বাধিক সহায়ক, তথ্য প্রাপ্তির অবস্থা, ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা |

### ৩.১.৪ তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম (Tools of Data Collection)

এই গবেষণার উদ্দেশ্যপূরণে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি গঠনমূলক প্রশ্নপত্র(Structured Questionnaire) ব্যবহার করা হয়েছে, যা নারীর শিক্ষাগত, আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত চারটি প্রধান মাত্রার উপর ভিত্তি করে গঠিত।

## Table-3.4: তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জামের ধরন:

| সরঞ্জামের নাম | বিবরণ |
|---|---|
| যাচাইকৃত প্রশ্নপত্র | নারীর ক্ষমতায়ণ বিষয়ক প্রাথমিক ও বিশ্লেষণাত্মক তথ্য সংগ্রহে ব্যবহৃত |
| স্কেল স্কোরিং পদ্ধতি | প্রতিটি বিবৃতিতে স্কোর নির্ধারণ (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অনুযায়ী) |
| স্কেল মাত্রা | ১.শিক্ষাগত<br>২.আর্থিক<br>৩.সামাজিক<br>৪. রাজনৈতিক |
| স্কোরিং রেঞ্জ | সর্বোচ্চ: ৩০, সর্বনিম্ন: ১০ (প্রতিটি মাত্রায়) |
| যাচাইকরণ ও নির্ভরযোগ্যতা | Content validity, Pilot test, Cronbach's Alpha ($\alpha$ = 0.84) দ্বারা যাচাইকৃত |

## Table -3.5: স্কোরিং স্কেল (Scoring Scale)

| বিবৃতির ধরন | সম্মত (Agree) | অনিশ্চিত (Undecided) | অসম্মত (Disagree) |
|---|---|---|---|
| ধনাত্মক বিবৃতি | ৩ | ২ | ১ |
| ঋণাত্মক বিবৃতি | ১ | ২ | ৩ |

Table-3.6: স্কোরিং বিবরণ (Per Dimension)

| ক্ষমতায়ণের মাত্রা | বিবৃতির সংখ্যা | সর্বোচ্চ স্কোর | সর্বনিম্ন স্কোর |
|---|---|---|---|
| শিক্ষাগত | ১০ | ৩০ | ১০ |
| আর্থিক | ১০ | ৩০ | ১০ |
| সামাজিক | ১০ | ৩০ | ১০ |
| রাজনৈতিক | ১০ | ৩০ | ১০ |

বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

- প্রশ্নপত্রটি মুর্শিদাবাদ জেলার দুইটি ভৌগোলিক এলাকা (লালগোলা ও বহরমপুর)-র প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক করে গঠিত।
- প্রশ্নপত্রে ব্যক্তিগত তথ্য, সামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সরকারী প্রকল্পের সচেতনতা এবং ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ৩.২ গবেষণার প্রক্রিয়া (Procedure):

গবেষণার প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় সেই ধারাবাহিক, পরিকল্পিত এবং পদ্ধতিগত ধাপ সমূহ, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট গবেষণার সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধানে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয় । এটি এমন একটি কাঠামো, যা গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দেয় এবং নির্ভরযোগ্য উপসংহারে পৌছাতে সহায়তা করে।

### ৩.২.১ তথ্য সংগ্রহ (Collection of Data):

এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পর্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মান নিশ্চিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হয়েছে সার্ভে পদ্ধতি এবং গঠনমূলক প্রশ্নপত্র।

*স্থান (Location):*

তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি স্থান

- **লালগোলা** (গ্রামীণ)
- **বহরমপুর** (শহরাঞ্চল)

Table-3.7: **সময়কাল** (Time Period):

| **ব্লক** | **সময়** | **অঞ্চল** | **অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা** |
|---|---|---|---|
| লালগোলা | অক্টোবর ২০২৩ | গ্রাম | ২০০ জন |
| বহরমপুর | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | শহর | ২০০ জন |

মোট নমুনা = ৪০০ জন নারী

পদ্ধতি (Methodology):

- সরাসরি সার্ভে পদ্ধতি (Survey Method):

  গবেষিকা নির্ধারিত এলাকা পরিদর্শন করে অংশগ্রহণকারীদের সাথে সরাসরি কথা বলে প্রশ্নপত্র পূরণ করেন।

- গঠনমূলক প্রশ্নপত্র (Structured Questionnaire):

  যাচাইকৃত এবং নির্ভরযোগ্য স্কেলভিত্তিক প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে। এতে চারটি ক্ষমতায়ণের মাত্রা—শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক—সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

- সহজ ভাষা ও উপভাষার ব্যবহার:

  উত্তরদাতারা যাতে সহজে প্রশ্ন বুঝতে পারেন, তার জন্য প্রশ্নগুলো স্থানীয় ভাষা বা উপভাষা অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে।

- সহযোগিতা ও গোপনীয়তা রক্ষা:

  অংশগ্রহণকারীদের সকল ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের আস্থা অর্জন করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য:

- নারীর শিক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়ণের মাত্রা নির্ধারণ।
- সরকারী প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা যাচাই।
- গ্রামীণ ও শহুরে নারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

প্রয়োগের ধাপসমূহ (Steps Followed):

- প্রশ্নপত্র ছাপানো ও বিতরণ
- ক্ষেত্র পরিদর্শন ও পূর্ব যোগাযোগ
- প্রত্যক্ষ ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ
- তথ্য যাচাই ও সংরক্ষণ

### ৩.২.২ তথ্যের গুণমান (Data Quality)

গবেষণার সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে তথ্যের গুণমানের উপর। সঠিক, নির্ভরযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাইকৃত তথ্য গবেষণাকে ফলপ্রসূ করে তোলে। এই গবেষণায় তথ্যের গুণমান বজায় রাখতে নিচের প্রধান তিনটি ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে:

### ১. প্রাক-পরীক্ষা (Pre-testing / Pilot Testing):

তথ্য সংগ্রহের পূর্বে গঠনমূলক প্রশ্নপত্রটি ২০-৩০ জন নারীর উপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়।

- লক্ষ্য ছিল উত্তরদাতারা প্রশ্নগুলো সঠিকভাবে বুঝতে পারছে কিনা।
- তাদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ভাষাগত সংশোধন, বিবৃতি পুনর্বিন্যাস এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়।
- ফলস্বরূপ, প্রশ্নপত্রটি আরো বাস্তবমুখী ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

## ২. মান্যতা যাচাই (Validation):

(ক) Content Validity (বিষয়বস্তু মান্যতা):

- প্রতিটি বিবৃতি নারীর ক্ষমতায়ণের চারটি মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- এই যাচাইয়ের জন্য সমাজবিজ্ঞান, নারী উন্নয়ণ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।
- (খ) Expert Validity (বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে যাচাই):

- তিনজন বিশেষজ্ঞের ১০০% সম্মতি পেয়েছে প্রশ্নপত্রের বিষয়বস্তু।
- বিশেষজ্ঞরা বিবৃতি সংশোধন, যুক্তি, প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

## ৩. নির্ভরযোগ্যতা (Reliability): *Cronbach's Alpha Coefficient*

তথ্য সংকলনের পর নারীর ক্ষমতায়ণ স্কেলের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য পরিমাপ করতে Cronbach's Alpha ব্যবহার করা হয়।

Table-3.8: নির্ভরযোগ্যতা

| ক্ষমতায়নের মাত্রা | Cronbach's Alpha মান | নির্ভরযোগ্যতার মান |
|---|---|---|
| অর্থনৈতিক | 0.81 | উচ্চ |
| সামাজিক | 0.84 | উচ্চ |
| শিক্ষাগত | 0.86 | উচ্চ |
| রাজনৈতিক | 0.78 | গ্রহণযোগ্য |
| মোট স্কেল | 0.84 | উচ্চ |

এটি প্রমাণ করে যে, ব্যবহৃত টুলটি পরিমাপযোগ্য, স্থিতিশীল এবং বারবার ব্যবহারে একই রকম ফলাফল প্রদান করতে সক্ষম।

এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি একটি বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়েছে যেখানে প্রাক-পরীক্ষা, মান্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে তথ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলে গবেষণার ফলাফল প্রাসঙ্গিক ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

### ৩.২.৩ তথ্যের তালিকাভুক্তকরন (Tabulation of Data):

তথ্য সংগ্রহের পর তা বিশ্লেষণের উপযোগী করার জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রমে ও পদ্ধতিতে তালিকাভুক্তকরন (Tabulation) প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। এই ক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল তথ্যগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত ও শ্রেণিবদ্ধ করা, যাতে তা সহজে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য উপযুক্ত হয়।

কোডিং (Coding):

- প্রশ্নপত্রের প্রতিটি প্রশ্ন ও বিকল্প উত্তরকে সংখ্যাগত কোড প্রদান করা হয়েছে (যেমন: হ্যাঁ = ২, না = ১ ইত্যাদি)।
- ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিবৃতিগুলোর জন্য পৃথক স্কোরিং সিস্টেম প্রয়োগ করা হয়েছে।

ডেটা এন্ট্রি (Data Entry):

- প্রাথমিকভাবে Microsoft Excelসফটওয়্যারে সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- প্রতিটি অংশ গ্রহণকারীর জন্য পৃথক রো এবং প্রতিটি প্রশ্নের জন্য আলাদা শ্রেণি নির্ধারিত হয়।
- ভুল এন্ট্রি বা অসম্পূর্ণ তথ্য শনাক্ত করে সংশোধন করা হয়েছে।

SPSS-এ বিশ্লেষণযোগ্য ফরম্যাটে রূপান্তর (SPSS Compatible Tabulation):

- Excel ফাইলটি SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) সফটওয়্যারে ইমপোর্ট করা হয়।
- SPSS-এর মাধ্যমে ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল, ক্রস ট্যাবুলেশন, গড়, মান বিচ্যুতি, শতকরা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- তথ্য উপস্থাপনের জন্য বার গ্রাফ ব্যবহার করা হয়েছে।

### ৩.২.৪ তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis):

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য একটি প্রমাণিত, সাংগঠনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এই বিশ্লেষণের মূল লক্ষ্য ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহর) এলাকার নারীদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের স্তর নির্ধারণ করা। গবেষণাটি বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক প্রকৃতির হওয়ায় এখানে সংখ্যাতাত্ত্বিক ও ভাষাগত উভয় ধরণের বিশ্লেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথমত, অংশগ্রহণকারী নারীদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেমন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বার্ষিক আয়, পরিবারের সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি পরিসংখ্যানিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গড় (Mean), মধ্যক (Median), এবং মান বিচ্যুতি (Standard Deviation) ব্যবহার করে। এতে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে ফ্রিকোয়েন্সি বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছে কত শতাংশ নারী সরকারী প্রকল্পে যুক্ত, প্রকল্প সম্পর্কে অবগত, কিংবা প্রকল্প থেকে বাস্তব সুবিধা পেয়েছেন কি না । বার গ্রাফ এবং ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল ব্যবহার করে এই তথ্যগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক্ষমতায়ণের বিভিন্ন মাত্রা যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতিক্রিয়া স্কোরিং সিস্টেমের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ধনাত্মক বিবৃতির ক্ষেত্রে ৩ (সম্মত), ২ (আংশিক সম্মত), ১ (অসম্মত) এবং ঋণাত্মক বিবৃতির ক্ষেত্রে ১, ২, ৩ ক্রমানুসারে স্কোর নির্ধারণ করা হয়। এই স্কোরগুলোর গড় ও বিচ্যুতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

একই সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লালগোলা এবং বহরমপুর এলাকার নারীদের মধ্যে ক্ষমতায়ণের তারতম্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তুলনায় দেখা যায় শহরাঞ্চলের নারীরা শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা ও আর্থিক সচেতনতার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, যেখানে গ্রামীণ নারীরা বেশি পিছিয়ে রয়েছেন। পাশাপাশি তথ্য বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে গুণগত বিশ্লেষণও করা হয়েছে, যেখানে নারীদের মতামত, অভিজ্ঞতা ও সমস্যার বর্ণনা ভাষাগতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে Microsoft Excel এবং SPSS সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য নথিভুক্ত করা, স্কোর গণনা এবং উপাত্তের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ সম্পাদিত হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ণের বর্তমান অবস্থা নির্ণয় এবং সরকারী প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রভাব মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

## তথ্যসূত্র (References)


Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). *Research in Education* (10th ed.). Pearson Education. pp. 80–102, 180–195, 320–340.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Pearson. pp. 34–55, 117–144, 203–228.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education* (8th ed.). Routledge. pp. 45–87.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications. pp. 3–21, 155–181, 265–278.

Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1952). *Methods in Social Research*. McGraw-Hill. pp. 5–25, 109–140, 290–315.

Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Age International Publishers. pp. 1–15, 58–75, 95–105.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. pp. 69–102, 134–165, 278–299.

National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2019). *Educational Research: Methodology Manual*. NCERT. pp. 10–38, 58–75, 110–130.

Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches.* SAGE Publications. pp. 27–49, 95–125, 148–171.

Roy, S. (2017). *Educational Research Methodology in India.* Kolkata: Pragatisheel Prakashan. pp. 9–22, 43–65, 85–102.

# অধ্যায়- IV

# তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

# DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

## তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (Data Analysis and Interpretation)

তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পর্বে গবেষণার মূল প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যসমূহকে পরিসংখ্যান ও গুণগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। এই অধ্যায়ে লালগোলা ও বহরমপুর অঞ্চলের নারীদের উপর পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে সরকারী প্রকল্পগুলোর সচেতনতা, অংশগ্রহণের মাত্রা, এবং প্রকল্পসমূহ নারীর শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণে কতটা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে, তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের পার্থক্য, প্রকল্প বাস্তবায়ণের সীমাবদ্ধতা ও সাফল্যগুলো চিহ্নিত করে একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করা হয়েছে।

### ৪.১ তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-১

“মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভার নারীদের জন্য চালু থাকা সরকারী প্রকল্পসমূহ (যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী - SHG, শিক্ষাবৃত্তি, রেশন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প) চিহ্নিত করা ও বিশ্লেষণ করা।”

নারীদের ক্ষমতায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছে, তার মধ্যে লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার বাস্তবায়ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ক্ষেত্র। এই অধ্যায়ে পরিসংখ্যানগত তথ্যের মাধ্যমে প্রকল্পসমূহের উপস্থিতি, পৌঁছনোর পরিমাণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত সরকারী প্রকল্পসমূহ:

1. কন্যাশ্রী প্রকল্প – কিশোরীদের স্কুলে রাখার জন্য আর্থিক সহায়তা।
2. রূপশ্রী প্রকল্প – বিয়ের বয়স অতিক্রমকারী মেয়েদের এককালীন আর্থিক অনুদান।
3. স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) – অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ।
4. শিক্ষাবৃত্তি – পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি।
5. রেশন সুবিধা – খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সরবরাহ।
6. স্বাস্থ্য প্রকল্প (স্বাস্থ্যসাথী/ASHA) – প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সহায়তা।

**Table-4.1: তথ্য বিশ্লেষণ (চিহ্নিতকরণ ও পরিসংখ্যান)**

| **সরকারী প্রকল্প** | **লালগোলা (%)** | **বহরমপুর (%)** |
|---|---|---|
| কন্যাশ্রী (Kanyashree) | ৭৫% | ৮০% |
| রূপশ্রী (Rupashree) | ৬০% | ৬৫% |
| স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Group - SHG) | ৫০% | ৪৫% |
| শিক্ষাবৃত্তি | ৪০% | ৫৫% |
| রেশন সুবিধা (Ration Distribution) | ৮৫% | ৯০% |
| স্বাস্থ্যসাথী / স্বাস্থ্য প্রকল্প | ৭০% | ৭৮% |

সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

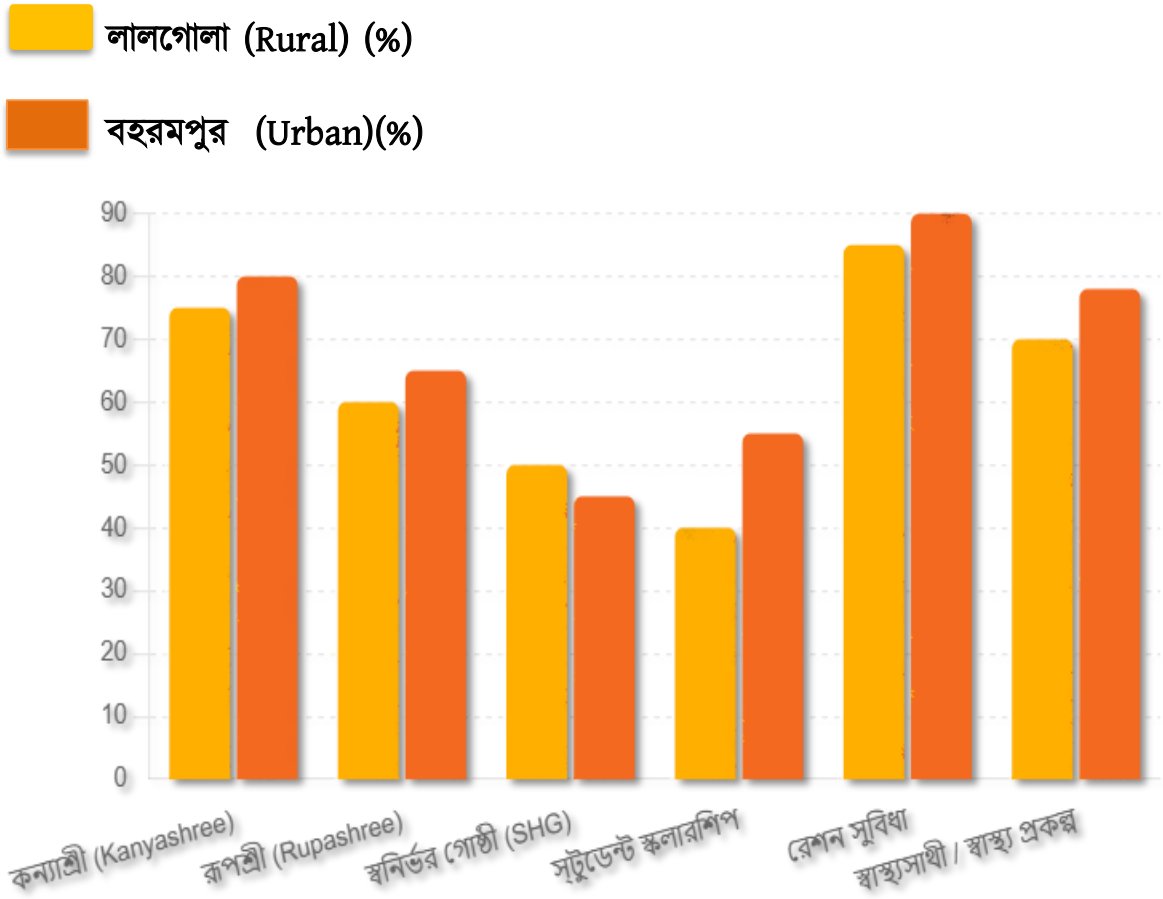


**চিত্র-4.1 : সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী অংশগ্রহণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

বিশ্লেষণ:

- রেশন ও স্বাস্থ্য প্রকল্প উভয় এলাকায় সর্বাধিক সংখ্যক নারীর দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে।
- কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্প দুই এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে সক্রিয়, যা শিক্ষাগত ও সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপন করে।
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত প্রকল্পে অংশগ্রহণের হারে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বহরমপুরে শিক্ষাবৃত্তির সুবিধা বেশি নেওয়া হয়েছে, যেখানে লালগোলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সক্রিয়তা বেশি।

এই অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, লালগোলা ও বহরমপুর দুটি স্থানে নারীদের জন্য চালু থাকা সরকারী প্রকল্পগুলির উপস্থিতি দৃঢ় এবং কার্যকর। তবে অঞ্চলভেদে প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ণ ও ব্যবহারিক প্রভাব ভিন্ন। এই বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি প্রাথমিক দিক নির্দেশ করে।

## ৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-২

"এই প্রকল্পসমূহ নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতির উপর কী প্রভাব ফেলেছে তা নির্ণয় করা, যেমন স্কুলে ভর্তির হার, মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার, ড্রপআউট রেট, শিক্ষার গুণগতমান ইত্যাদি।"

নারীর শিক্ষাগত ক্ষমতায়ণ একটি রাষ্ট্রের সামাজিক উন্নয়ণের অন্যতম প্রধান নির্দেশক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, শিক্ষাবৃত্তি, রূপশ্রী প্রভৃতি চালু করেছে যাতে মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখা, ড্রপআউট রেট কমানো এবং উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়। এই অধ্যায়ে এসব প্রকল্পের শিক্ষাগত দিকের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শিক্ষাগত সূচকসমূহের বিশ্লেষণ:

Table-4.2: **শিক্ষাগত সূচকসমূহের বিশ্লেষণ**

| **সূচক** | **লালগোলা** | **বহরমপুর** |
|---|---|---|
| স্কুলে মেয়েদের ভর্তি হার | ৮২% | ৮৭% |
| মাধ্যমিক পাশের হার | ৬৫% | ৭২% |
| উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার | ৪৮% | ৬০% |
| ড্রপআউট রেট (৯ম–১২শ শ্রেণি) | ৩৫% | ২৫% |
| শিক্ষার গুণমান (ছাত্রীদের ফিডব্যাক অনুযায়ী) | ৬.৫/১০ | ৭.২/১০ |

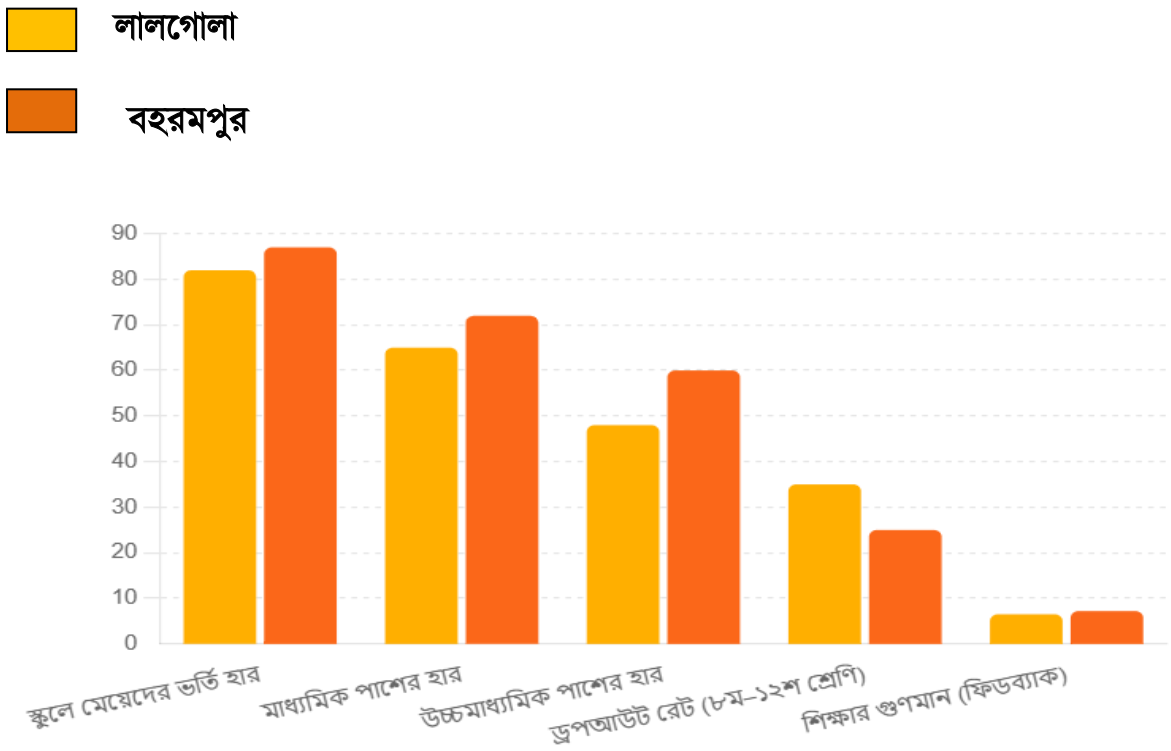


**Figure-4.2 : লালগোলা(হলুদ) ও বহরমপুরে(লাল) শিক্ষা সংক্রান্ত সূচকসমূহের তুলনা**

গ্রাফ বিশ্লেষণ (মূল তথ্যের ভিত্তিতে):

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, লালগোলা ব্লকে বিদ্যালয়ছুটের হার তুলনামূলকভাবে বেশি—প্রায় ৩৫% মেয়ে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, যার প্রধান কারণ হিসেবে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় না আসা, পরিবারের আর্থিক চাপ এবং সচেতনতার অভাব চিহ্নিত হয়েছে। অপরদিকে, বহরমপুর শহরাঞ্চলে এই হার অপেক্ষাকৃত কম—প্রায় ২৫%, যা শহরে বিদ্যালয়সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা, পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতার কারণে সম্ভব হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণের হারের ক্ষেত্রেও এই ব্যবধান স্পষ্ট—বহরমপুরে প্রায় ৬০% মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে, যেখানে লালগোলায় এই হার মাত্র ৪৮%। এই সাফল্যের পেছনে কন্যাশ্রী এবং অন্যান্য স্কলারশিপ সুবিধা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে

বলে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার মান সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াতে দেখা যায় যে শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা তুলনামূলকভাবে ভালো মানের শিক্ষা পায়। তবে গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষক সংকট, কোচিং সেন্টারের অভাব, এবং পরিবারের আর্থিক চাপে শিক্ষার মান এবং ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই তথ্যসমূহ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে যে, সরকারী প্রকল্প, অবকাঠামো এবং সামাজিক সচেতনতা শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও মান নির্ধারণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষাগত প্রভাব:**

Table-4.3: **প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষাগত প্রভাব**

| প্রকল্পের নাম | শিক্ষাগত প্রভাব |
|---|---|
| কন্যাশ্রী প্রকল্প | মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখে, আর্থিক অনুদানে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করে। |
| শিক্ষাবৃত্তি | উচ্চশিক্ষার পথে প্রেরণা ও আর্থিক সহায়তা দেয়। |
| রূপশ্রী প্রকল্প | বিয়ের বয়স পর্যন্ত পড়াশোনা চালানোর ইচ্ছা তৈরি করে। |

শিক্ষাগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ:

- আর্থিক সংকটের কারণে শিক্ষার প্রতি উৎসাহে ঘাটতি।
- বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পরিবহণের সমস্যা।
- অভিভাবকদের শিক্ষাগত গুরুত্ব বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব।
- শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিকাঠামোগত দুর্বলতা।

উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের শিক্ষাগত অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। যদিও কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে, তবুও কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পগুলো স্কুলে মেয়েদের ধরে রাখা এবং পাশের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। শহরাঞ্চলে প্রকল্পের প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও, গ্রামাঞ্চলেও ধীরে ধীরে সচেতনতা ও সাফল্যের হার বাড়ছে।

### ৪.৩ তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য -৩

“নারীদের আয়ের উৎস, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নিজস্ব উপার্জনের সক্ষমতা, ব্যাংক লেনদেন এবং স্বনির্ভরতা – এই বিষয়গুলিতে সরকারী প্রকল্পসমূহ কতটা সহায়ক হয়েছে তা পর্যালোচনা করা।

”নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ণ একটি সমাজের টেকসই উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ। সরকারী প্রকল্পসমূহ যেমন রূপশ্রী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), ব্যাংক লিঙ্কড স্কিম, ঋণসহায়তা প্রকল্প ইত্যাদি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই অধ্যায়ে নারীদের আয়, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে এই প্রকল্পগুলির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ (লালগোলা ও বহরমপুর):

Table-4.4: **তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ (লালগোলা ও বহরমপুর)**

| সূচক/প্রশ্ন | লালগোলা(%) | বহরমপুর(%) |
|---|---|---|
| নিজের উপার্জনে সক্ষম নারী | ৫৪% | ৬৩% |
| আয়/কর্মসংস্থানের উৎস – কৃষি | ৩২% | ১৪% |
| আয়/কর্মসংস্থানের উৎস - ক্ষুদ্র ব্যবসা | ২২% | ২৮% |
| আয়/কর্মসংস্থানের উৎস – হস্তশিল্প | ১৮% | ১২% |
| আয়/কর্মসংস্থানের উৎস - চাকরি (বেসরকারী/সরকারী) | ১০% | ১৯% |
| ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে | ৭৮% | ৮৫% |
| নিজে ব্যাংকে লেনদেন করেন | ৪৫% | ৫৮% |
| স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য | ৪৮% | ৩৬% |
| SHG থেকে ঋণ/প্রশিক্ষণ পেয়েছেন | ৩৯% | ৩১% |

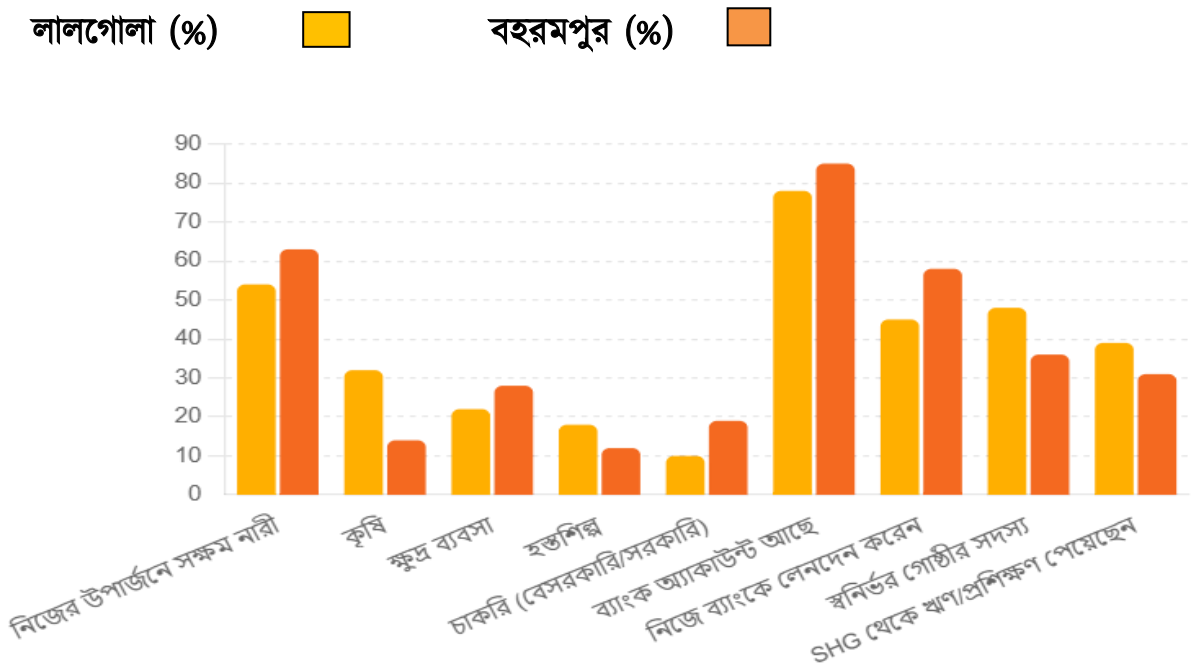


Figure-4.3 : **লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার নারীর উপার্জন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি**

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য অনুসারে নারীদের নিজস্ব উপার্জনে সক্ষমতা বিষয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র উঠে এসেছে। লালগোলা ব্লকে ৫৪% এবং বহরমপুরে ৬৩% নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর, যা সরকারী প্রকল্পের প্রভাব ও সুফলের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হয়। আয়ের উৎসের দিক থেকে দেখা গেছে, লালগোলায় নারীদের আয় প্রধানত কৃষিভিত্তিক কাজের উপর নির্ভরশীল, যেখানে বহরমপুরের নারীরা তুলনামূলকভাবে চাকরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং শহরভিত্তিক পরিষেবা খাতে বেশি যুক্ত। এটি শহরাঞ্চলে শিক্ষা ও সুযোগের প্রবাহকে প্রতিফলিত করে। যদিও অধিকাংশ নারীর নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, তবুও তাদের অনেকেই নিজের হাতে সরাসরি লেনদেন করতে এখনো পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ নন। তবে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা SHG-এর মাধ্যমে ব্যাংক সংযোগ এবং আর্থিক সাক্ষরতার হার বাড়ছে, যা নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ধরা যায়। বিশেষত লালগোলা ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে বেশি, যেখানে নারীরা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করছেন। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, সরকারী প্রকল্পের সঙ্গে স্থানীয় উদ্যোগের সমন্বয়ে নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ণের পথ আরও সুসংহত হয়েছে।

সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী প্রভাব:

**Table-4.5: সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী প্রভাব**

| সরকারী প্রকল্প | আর্থিক স্বনির্ভরতা বিষয়ক প্রভাব |
|---|---|
| রূপশ্রী প্রকল্প | বিবাহের সময় আর্থিক সহায়তা, অল্প বয়সে বিবাহ রোধ |
| স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) | নারীদের ক্ষুদ্র ঋণ, প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ গঠনে সহায়ক |
| ব্যাঙ্ক সংযুক্ত প্রকল্প | ব্যাঙ্ক অ্যাক্সেস, লেনদেন শিক্ষা, সঞ্চয় গঠনে সহায়ক |
| কৌশল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রকল্প | কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা উন্নয়ণ |

**উপসংহার:**

গবেষণার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। লালগোলা এবং বহরমপুরে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আয়ের উৎস দেখা গেলেও দুই ক্ষেত্রেই প্রকল্পগুলোর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে SHG-এর মাধ্যমে নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

## ৪.৪ তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-৪

"নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ণের সূচক যেমন পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ভোটাধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা ইত্যাদি – এই সূচকগুলির উপর সরকারী প্রকল্পগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করা।"

নারীর ক্ষমতায়ণ শুধুমাত্র শিক্ষাগত বা অর্থনৈতিক দিকেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরেও নারী কতটা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ করছেন, সেটাই প্রকৃত ক্ষমতায়ণের মাপকাঠি। এই অধ্যায়ে লালগোলা ও বহরমপুর নারীদের উপর সরকারী প্রকল্পগুলো সামাজিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে কী ধরণের প্রভাব ফেলেছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ণের প্রধান সূচক:

- পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ
- নিজস্ব বিবাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া

- ভোটাধিকার প্রয়োগ
- স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা ও ভূমিকা

তথ্য বিশ্লেষণ টেবিল:

Table-4.6: তথ্য বিশ্লেষণ টেবিল

| সূচক / প্রশ্ন | লালগোলা (%) | বহরমপুর (%) |
|---|---|---|
| পরিবারের সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ | ৫৮% | ৬৭% |
| নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজে নিয়েছেন | ৪০% | ৫১% |
| ভোট দিতে যান | ৭২% | ৭৮% |
| সরকার প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা (ASHA, স্বাস্থ্যসাথী) গ্রহণ | ৬৫% | ৭৫% |
| বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতন | ৭৩% | ৮০% |
| বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরাসরি ভূমিকা নিয়েছেন | ২৮% | ৩৬% |

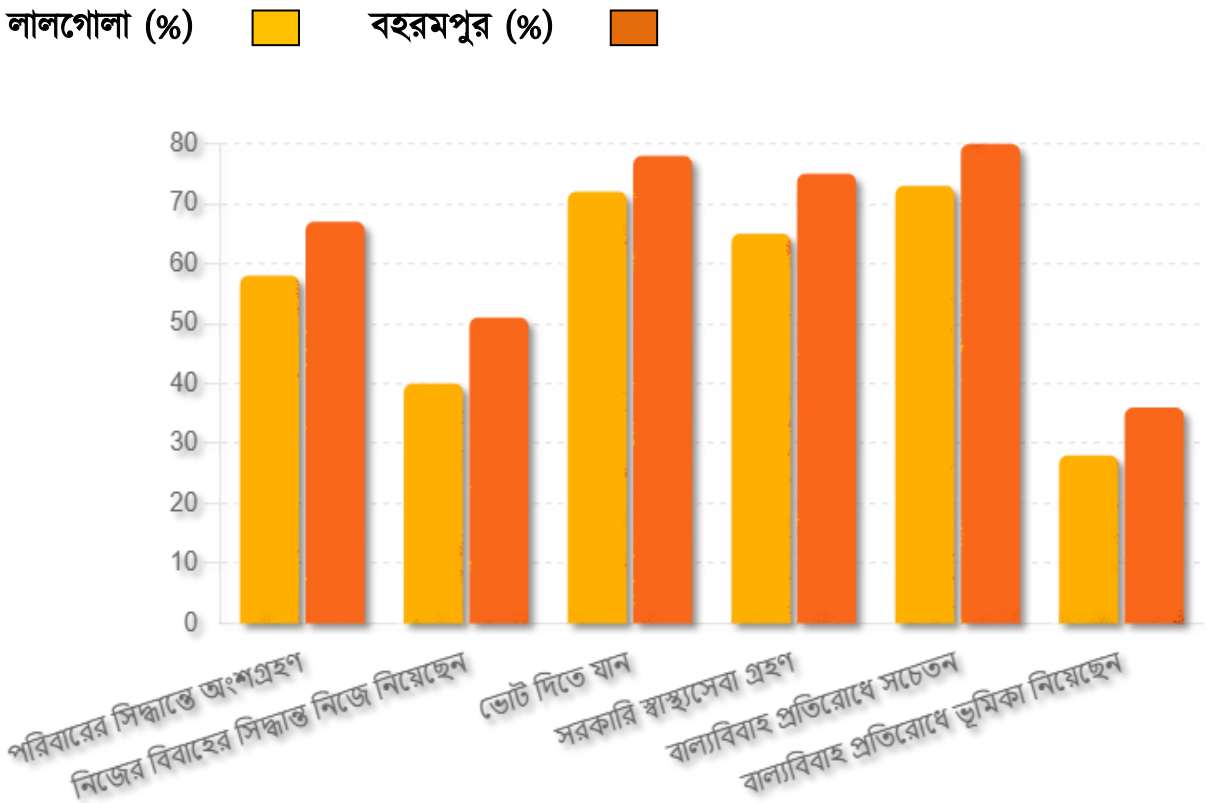


Figure-4.4 : লালগোলা ও বহরমপুরে সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক বিশ্লেষণ

**বিশ্লেষণ:**

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শহরাঞ্চলে, বিশেষত বহরমপুরে, নারীরা পরিবারে আর্থিক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুলনামূলকভাবে বেশি অংশগ্রহণ করছেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস ও শিক্ষাগত উন্নয়ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে নারীদের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—প্রায় ৫০% নারী নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছেন। এটি কন্যাশ্রী ও রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল। পাশাপাশি দেখা গেছে যে, দুটি এলাকায় ৭০% এর বেশি নারী ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, যা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক অংশগ্রহণের উন্নয়ণের প্রতিফলন। যদিও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ সম্পর্কে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধে অংশগ্রহণের হার এখনো তুলনামূলকভাবে কম। এটি নির্দেশ করে যে সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক প্রভাব এখনও কিছু ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করছে। এসব উপাত্ত থেকে স্পষ্ট হয়, শিক্ষার প্রসার ও সরকারী প্রকল্পের প্রভাবে নারীদের আত্মনির্ভরতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য আরও ধারাবাহিক সচেতনতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রয়োজন।

Table-4.7 : **সরকারী প্রকল্পের প্রভাব**

| **প্রকল্প** | **প্রভাব** |
|---|---|
| কন্যাশ্রী প্রকল্প | মেয়েদের শিক্ষায় ধরে রাখা ও বিবাহ বিলম্বিত করতে সহায়তাকারী |
| রূপশ্রী প্রকল্প | আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ও বিবাহ বিলম্বিত করে |
| স্বাস্থ্যসাথী / ASHA | নারীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে |
| SHG (স্বনির্ভর গোষ্ঠী) | নারীদের মধ্যে সামাজিক নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতা গড়ে তোলে |

**উপসংহার:**

সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদিও কিছু ক্ষেত্রে যেমন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয়তা এখনও চ্যালেঞ্জস্বরূপ, তথাপি এই প্রকল্পগুলি নারীদের সামাজিক ক্ষমতায়ণের পথে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

## ৪.৫ তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা: উদ্দেশ্য-৫

লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা – কোন এলাকায় কোন প্রকল্প বেশি কার্যকর, এবং কোন স্তরে উন্নয়নের ব্যবধান রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি প্রধান এলাকা – লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর(শহরাঞ্চল) – নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ণে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই অধ্যায়ে উভয় স্থানের প্রকল্পের কার্যকারিতা ও উন্নয়ণের ব্যবধান তুলনামূলক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্পভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

**Table-4.8 : প্রকল্পভিত্তিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ**

| **সরকারী প্রকল্প** | **লালগোলা (%)** | **বহরমপুর (%)** | **তুলনামূলক মন্তব্য** |
|---|---|---|---|
| কন্যাশ্রী | ৭৫% | ৮০% | উভয় স্থানে ভালোভাবে কার্যকর |
| রূপশ্রী | ৬০% | ৬৫% | শহরে সচেতনতা বেশি |
| শিক্ষাবৃত্তি | ৪০% | ৫৫% | বহরমপুরে ব্যবহারের হার বেশি |
| SHG (স্বনির্ভর গোষ্ঠী) | ৫০% | ৪৫% | লালগোলায় কার্যকর ও সক্রিয় |
| রেশন সুবিধা | ৮৫% | ৯০% | উভয় স্থানে কার্যকর |
| স্বাস্থ্য প্রকল্প (স্বাস্থ্যসাথী/ASHA) | ৭০% | ৭৮% | বহরমপুরে বেশি কার্যকর |

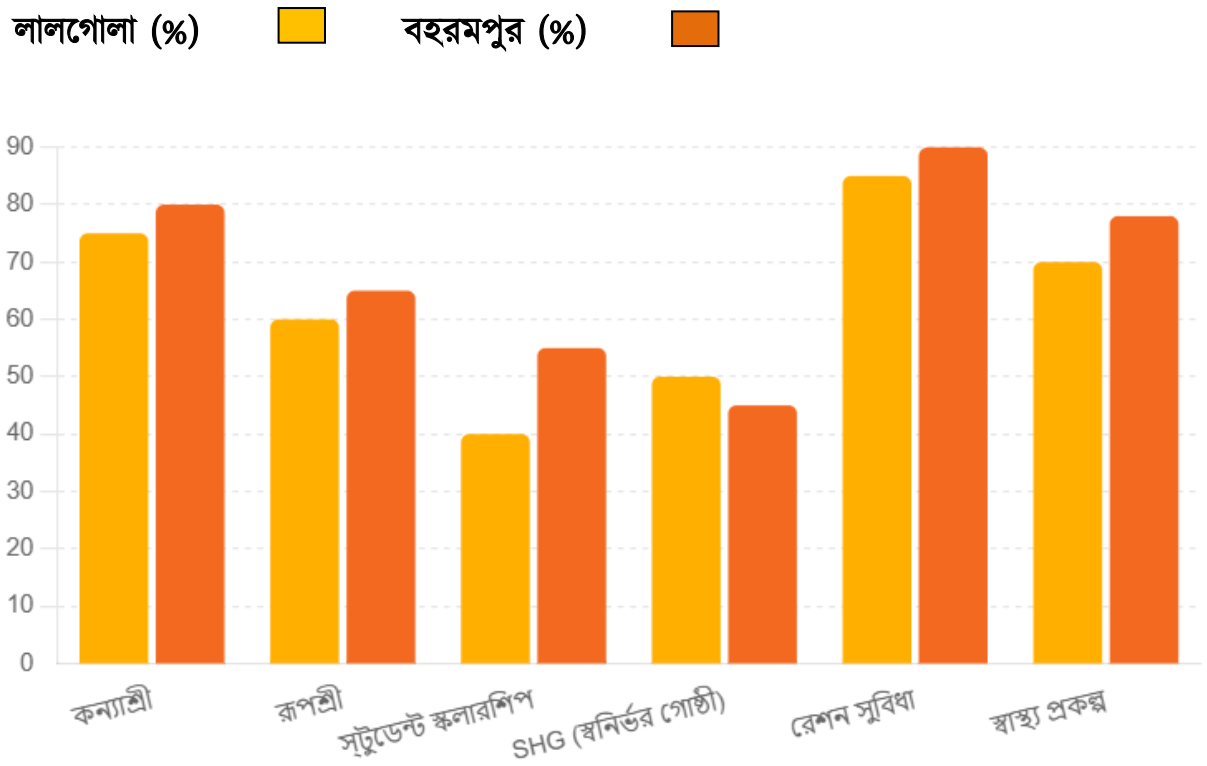


**Figure-4.5: সরকারী প্রকল্পের কার্যকারিতা তুলনা: লালগোলা ও বহরমপুর**

উন্নয়নের সূচকভিত্তিক তুলনা:

## Table-4.9 : উন্নয়নের সূচকভিত্তিক তুলনা

| সূচক / ক্ষেত্র | লালগোলা | বহরমপুর | ব্যবধান / মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| মাধ্যমিক পাশের হার | ৬৫% | ৭২% | ৭% ব্যবধান, শহরে ভালো ফল |
| উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার | ৪৮% | ৬০% | ১২% ব্যবধান, শহরে ভালো |
| নিজস্ব উপার্জনে সক্ষমতা | ৫৪% | ৬৩% | শহরাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি |
| ব্যাংকে লেনদেন | ৪৫% | ৫৮% | শহরের নারীরা বেশি স্বতন্ত্র |
| বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ | ২৮% | ৩৬% | উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত, তবে শহরে কিছুটা বেশি |

**তুলনামূলক বিশ্লেষণ :**

গবেষণায় লালগোলা ব্লক ও বহরমপুর পৌরসভার মধ্যে সরকারী প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা ও নারীর ক্ষমতায়ণের প্রভাব নিয়ে যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় দুটি অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ণ সফল হয়েছে। বহরমপুর পৌরসভায় শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি যেমন কন্যাশ্রী, শিক্ষাবৃত্তি এবং স্বাস্থ্যসাথী তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর হয়েছে। এই অঞ্চলের মেয়েদের স্কুলে ক্রমাগত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার হার এবং সরকারী শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের হার বেশি, যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও উপলব্ধ সুযোগের একটি পরিষ্কার প্রতিফলন।

অন্যদিকে, লালগোলা ব্লকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা সংক্রান্ত প্রকল্প যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) এবং রেশন প্রকল্প বেশি সফল হয়েছে। এই অঞ্চলে গ্রামীণ নারীরা SHG-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র

ঋণ, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজের উপার্জনের পথ তৈরি করছেন, যা আত্মনির্ভরতার একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত। তবে গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষার গুণগতমান কিছুটা দুর্বল এবং ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত, যা প্রযুক্তিসংক্রান্ত স্বাক্ষরতা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অভাবকে নির্দেশ করে।

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, সরকারী প্রকল্পগুলি উভয় অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ণে প্রভাব ফেলেছে, কিন্তু উন্নয়ণের মাত্রা এবং ক্ষেত্রভিত্তিক সাফল্যের মধ্যে পার্থক্য রয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশি অগ্রগতি হয়েছে, যেখানে গ্রামে অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীরা একটু বেশি এগিয়েছেন। এই বৈষম্য দূর করতে হলে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা, যেমন গ্রামে শিক্ষার মানোন্নয়ণ, ব্যাংক সংযোগ সহজী করণ, এবং শহরে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রয়োজন। এতে দুটি অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতায়ণের ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস পাবে এবং নারীর সার্বিক উন্নয়ণ সম্ভব হবে।

## তথ্যসূত্র (Reference):


জেলা পরিসংখ্যান দপ্তর, মুর্শিদাবাদ। (২০২০)। *জেলা পরিসংখ্যান সহায়িকা – মুর্শিদাবাদ।* অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যা, নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। পৃঃ ১০–২৮।

পরিকল্পনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২১)। *লিঙ্গ বাজেট প্রতিবেদন ২০২০–২১।* অর্থ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ। ২০২০–২১ অর্থবছরের জন্য রাজ্যের লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ ও তার খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে।পৃঃ ২২–৪০।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM)। (২০২১)। *পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলনের অগ্রগতি ও প্রভাব।* নবান্ন, কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যক্রম ও নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে। পৃঃ ১৮–৪৬।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২০)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প বার্ষিক প্রতিবেদন।* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, কলকাতা। কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাঠামো, প্রভাব ও বছরের অগ্রগতি এই প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পৃঃ ১২–৩৪।

ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (ICSSR)। (২০১৯)। *পূর্ব ভারতের নারীর ক্ষমতায়ণে নীতির কার্যকারিতা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন।* নয়াদিল্লি। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নারী ক্ষমতায়ণের সরকারী নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ রয়েছে। পৃঃ ৩৫–৫৮।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। (২০২২)। *স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন।* ন্যাশনাল হেলথ মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বাস্তবায়ন, উপকারভোগী পরিসংখ্যান ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারের মূল্যায়ন রয়েছে। পৃঃ ১৪–৩১।

Das, R. (2021). The role of self-help groups in women’s financial empowerment in Murshidabad: A field-based study. *International Journal of Rural Development Studies,* 12(3), 46–57.

Government of India. (2011). *Census of India 2011 – District Profile: Murshidabad.* Registrar General & Census Commissioner, India. Demographic and gender-based data of Murshidabad district, including literacy and sex ratio. pp. 19–44.

Mukherjee, M. (2020). Educational dropout and retention rates among adolescent girls in West Bengal: A field-based study. *Gender and Education Quarterly,* 11(2), 32–47.

NITI Aayog. (2020). *State Development Index Report – Education, Health and Gender Equality.* Planning Commission, Government of India. Comparative analysis of education, health, and gender equality indices across Indian states. pp. 15–39.

Sengupta, A., & Bera, D. (2022). Impact of the Kanyashree Scheme in rural Bengal: A review. *Indian Journal of Social Policy and Governance,* 14(1), 24–33.

UNICEF India. (2021). *Ending Child Marriage in India: Progress and Prospects.* New Delhi: UNICEF. Progress and state-level strategies to prevent child marriage in India are discussed. pp. 21–42.

# অধ্যায়- V

# সারাংশ ও আলোচনা

# SUMMARY AND DISCUSSION

**উদ্দেশ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা (overview):**

এই গবেষণাটি পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে—লালগোলা (গ্রামীণ) এবং বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—নারীর ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য ছিল নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সিদ্ধান্তগ্রহণে এই প্রকল্পগুলোর প্রভাব পর্যালোচনা করা। গবেষণায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-এর মতো প্রকল্পসমূহে, যেগুলি নারী উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রায় কাজ করছে।

কন্যাশ্রী প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি, যার উদ্দেশ্য কিশোরী মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা। এই প্রকল্পের আওতায় ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী মেয়েরা বার্ষিক স্টাইপেন্ড পায় এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকলে এককালীন আর্থিক অনুদান পায়। এর ফলে বিদ্যালয় ছুট মেয়েদের হার কমেছে এবং শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিশেষত শহরাঞ্চলে এই প্রকল্প মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় টিকে থাকতে বড় ভূমিকা পালন করেছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়েছে।

রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা হয়, বিশেষত আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোর মেয়েদের জন্য। এই প্রকল্পের অধীনে উপযুক্ত শর্ত পূরণকারী পরিবারগুলো তাদের মেয়ের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার পর বিয়ের সময় এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান পায়। এটি শুধু আর্থিক নিরাপত্তা নয়, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্প নারীর বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

গ্রহণে স্বাধীনতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে এবং সমাজে মেয়েদের সঠিক বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বাড়িয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা SHG মূলত গ্রামীণ নারী ক্ষমতায়ণের একটি কার্যকর হাতিয়ার। ক্ষুদ্র সমবায়ী ভিত্তিতে গঠিত এই গোষ্ঠীগুলো নারীদের ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা, আর্থিক প্রশিক্ষণ এবং সঞ্চয়ের সুযোগ প্রদান করে। SHG-এর মাধ্যমে নারীরা স্বল্প মূলধনে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে পারছে, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস ও নেতৃত্ব গড়ে তুলছে। গবেষণায় দেখা গেছে, লালগোলা ব্লকে SHG সক্রিয়ভাবে নারীদের উপার্জনের সুযোগ তৈরি করছে এবং তারা ব্যাংক লেনদেন ও সরকারী প্রকল্পে সরাসরি অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করছে। SHG প্রকল্প শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিকভাবেও নারীদের স্বনির্ভর করে তুলছে, যা দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক ক্ষমতায়ণের একটি মূল ভিত্তি।

এই তিনটি প্রকল্প যথাক্রমে শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্তরে নারীদের ক্ষমতায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। গবেষণার আলোকে বোঝা যায়, অঞ্চলভেদে এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ণ এবং প্রভাবের মাত্রা ভিন্ন হলেও নারীর ক্ষমতায়ণে এদের সম্মিলিত অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণা ভিত্তিক বিশ্লেষণ (Academic Interpretation):

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় SHG আন্দোলন একটি সফল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নারীদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী-এর মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ব্যাংক লেনদেন সংযোগ স্থাপনের সুযোগ দেওয়া হয়।

অনেক SHG সদস্য কুটির শিল্প, পশুপালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সেলাই, হস্তশিল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন।

গবেষণায় দেখা যায়, লালগোলা ব্লকে SHG কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয়, যেখানে সদস্যরা প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং ব্যবসার সুযোগের জন্য SHG-এর উপর নির্ভরশীল।

SHG-এর সুফল:

- আর্থিক স্বাধীনতা ও নিজস্ব উপার্জনের সুযোগ ।
- স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গঠনের সুযোগ ।
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা ।
- পরিবারের সিদ্ধান্তগ্রহণে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) প্রকল্প নারীর আর্থিক, সামাজিক ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। এটি শুধু উপার্জনের উপায় নয়, বরং নারীর সম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করার মাধ্যম।

- শিক্ষাবৃত্তি – দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষার গতি ধরে রাখার সহায়ক প্রক্রিয়া।
- রেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প – খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণ।

## ৫.১ গবেষণার ফলাফল (Findings of the Study):

### উদ্দেশ্য-১ অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল:

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহরাঞ্চল) এলাকায় নারীদের জন্য চালু থাকা সরকারী প্রকল্পসমূহের মধ্যে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প অধিকাংশ নারীর দ্বারা গৃহীত হয়েছে। বিশেষ করে এই প্রকল্পগুলোর লক্ষ্যভিত্তিক কার্যকারিতা—যেমন শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, বাল্যবিবাহ

প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবার সহজ প্রাপ্তি—নারীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা তৈরি করেছে। উপাত্ত অনুযায়ী, এই প্রকল্পগুলোর আওতায় দুই অঞ্চলেই প্রায় ৭০% থেকে ৮৫% নারী সরাসরি উপকৃত হয়েছেন, যা প্রকল্পগুলোর সচেতনতা, বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং নীতিগত প্রাসঙ্গিকতার প্রতিফলন ঘটায়। এই প্রকল্পগুলো শুধুমাত্র আর্থিক সুবিধা প্রদান করেনি, বরং নারীদের সামাজিক অবস্থান ও সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যদিকে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) এবং রেশন সুবিধা সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, লালগোলা ব্লকে এই প্রকল্প দুটি তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয় এবং ফলপ্রসূ। গ্রামীণ নারীরা SHG-এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলছেন। এই গোষ্ঠীগুলো নারীদের শুধু উপার্জনের সুযোগই দেয়নি, বরং আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণ, ব্যাংক লেনদেন এবং উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পথও প্রশস্ত করেছে। রেশন প্রকল্পের মাধ্যমেও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, যা বিশেষত নিম্নআয়ের গ্রামীণ পরিবারের জন্য একটি মৌলিক সহায়তা হিসেবে কাজ করেছে। শহরাঞ্চলে যদিও এই সুবিধাগুলি রয়েছে, তবুও গ্রামীণ এলাকায় প্রকৃত প্রয়োজন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। গবেষণার এই ফলাফল স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, সরকারী প্রকল্পগুলোর মধ্যে SHG ও রেশন সুবিধা গ্রামীণ নারীদের জীবনে একধরনের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়ণের একটি স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছে। এইসব প্রকল্পের প্রসার ও বাস্তবায়ণ ভবিষ্যতে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করতে পারে।

**উদ্দেশ্য-২ অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল:**

গবেষণার পরিসংখ্যানগত ফলাফল বিশ্লেষণ করে বোঝা যায় যে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার মধ্যে শিক্ষাগত অগ্রগতি ও সরকারী প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক সূচকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। বিশেষ করে লালগোলা ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) এবং রেশন ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা বহরমপুরের তুলনায় অধিক। প্রায় ৫০% নারীর SHG-তে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ৮৫%–৯০% পর্যন্ত রেশন গ্রহণকারী নারীদের উপস্থিতি গ্রামীণ পরিবেশে সরকারী খাদ্যসুরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রকল্পের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতাকে প্রতিফলিত করে। গ্রামাঞ্চলে উপার্জনের সুযোগ সীমিত থাকায় নারীরা SHG-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা বিকাশের সুযোগ কাজে লাগিয়ে আর্থিক স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকল্পগুলো শুধুমাত্র আর্থিক দিক নয়, বরং সামাজিক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও সহায়ক।

অপরদিকে, বহরমপুর শহরে শিক্ষাবৃত্তি ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহারের হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা গেছে। শহরাঞ্চলে অধিকতর অবকাঠামোগত সুবিধা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপস্থিতি, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা এবং সরকারী তথ্যের সহজ প্রাপ্তি এই ব্যবধানের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে বহরমপুরে উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার ৬০% এবং ড্রপআউট রেট ২৫% এর মধ্যে সীমিত, যেখানে লালগোলায় তা যথাক্রমে ৪৮% ও ৩৫%। এটি দেখায় যে শহরাঞ্চলে শিক্ষাগত ধারাবাহিকতা ও বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার তুলনামূলক বেশি। পাশাপাশি শিক্ষার মান সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীরা শহরাঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে উচ্চতর স্থান দিয়েছে, কারণ সেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, সহায়ক কোচিং সুবিধা এবং শিক্ষাগত সহায়তাসমূহের সহজলভ্য।

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে শহরাঞ্চলে যেমন স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ণ ও গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলক বেশি, তেমনি গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক সহায়তা ভিত্তিক প্রকল্প যেমন SHG এবং রেশন কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে বলা যায়, দুই অঞ্চলে প্রকল্পভিত্তিক কার্যকারিতার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, প্রকল্পগুলির সম্মিলিত প্রভাব নারীশক্তির বিকাশ ও ক্ষমতায়ণের একটি পরিপূর্ণ কাঠামো নির্মাণে সহায়ক হয়েছে। এই বাস্তবতাগুলো থেকে স্পষ্ট যে ভবিষ্যতে অঞ্চলভিত্তিক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প কৌশল নির্ধারণ আরও কার্যকর ফলাফল এনে দিতে পারে।

## Table-5.1 :তুলনামূলক বিশ্লেষণ

| সূচক | লালগোলা | বহরমপুর | তুলনামূলক মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| স্কুলে মেয়েদের ভর্তি হার | ৮২% | ৮৭% | বহরমপুরে স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার বেশি, যা শহরাঞ্চলের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ও সচেতনতার ফল। |
| মাধ্যমিক পাশের হার | ৬৫% | ৭২% | বহরমপুরে সাফল্যের হার বেশি, এটি শিক্ষাবৃত্তি ও নিয়মিত বিদ্যালয় যাওয়া সুনিশ্চিত করে। |
| উচ্চমাধ্যমিক পাশের হার | ৪৮% | ৬০% | শিক্ষার গুণগতমান ও অবকাঠামোর ব্যবধান এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। |
| ড্রপআউট রেট (৯ম–১২শ শ্রেণি) | ৩৫% | ২৫% | লালগোলায় অর্থনৈতিক বাধা ও সামাজিক কারণেই মেয়েদের স্কুল ছুটের হার বেশি। |
| শিক্ষার গুণমান (ছাত্রীদের ফিডব্যাক) | ৬.৫/১০ | ৭.২/১০ | বহরমপুরে শিক্ষকদের মান ও শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। |

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রকল্পভিত্তিক কার্যকারিতার নিরিখে বহরমপুর ও লালগোলা দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষ কিছু দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প উভয় এলাকাতেই কার্যকর হলেও বহরমপুরে এর অংশগ্রহণের হার বেশি—প্রায় ৮০% মেয়েই এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে। ফলে এই প্রকল্পটি মেয়েদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এটি শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা নয়, সামাজিক স্বীকৃতি ও আত্মমর্যাদাবোধও জাগিয়ে তুলছে যা শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি সফল।

শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের হার বহরমপুরে ৫৫%, যা উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান করছে। এর তুলনায় লালগোলায় শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের হার মাত্র ৪০%, যা এই অঞ্চলের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে কিছুটা মন্থর করে তুলছে। এর পেছনে প্রশাসনিক দুর্বলতা, তথ্যপ্রবাহের সীমাবদ্ধতা ও সামাজিক অনীহা কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

রেশন সুবিধা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) প্রকল্প দুটির ক্ষেত্রে চিত্র ভিন্ন। লালগোলায় এই দুটি প্রকল্প তুলনামূলকভাবে অধিক কার্যকর এবং তা পরোক্ষভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারগুলিকে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সহানুভূতিশীল করে তুলছে।

এই বিশ্লেষণ থেকে উপসংহার টানা যায় যে, বহরমপুরে শিক্ষাভিত্তিক প্রকল্পগুলি যেমন—কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি অধিক সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ মেয়েদের ভর্তি, উপস্থিতি, উত্তীর্ণের হার এবং সামগ্রিক শিক্ষার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, লালগোলায় অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানকারী প্রকল্প যেমন SHG এবং

রেশন অধিক কার্যকর হলেও, শিক্ষার সূচকে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যা মূলত সামাজিক এবং অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার ফল।

এই পরিস্থিতিতে নীতিনির্ধারকদের জন্য কিছু সুপারিশ জরুরি হয়ে পড়ে। গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রযুক্তির বিস্তার, এবং শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজতর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। শহরাঞ্চলে যেসব প্রকল্প সফল হয়েছে, সেগুলিকে গ্রামীণ মডেলে অভিযোজনের মাধ্যমে প্রয়োগ করলে সুষম উন্নয়ন সম্ভব। সেইসঙ্গে মেয়েদের জন্য নিরাপদ যাতায়াত, পৃথক শৌচাগার, এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

এই প্রকল্পমূলক বিশ্লেষণ শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ব্যবধান তুলে ধরে। বহরমপুরে নারী শিক্ষার সুযোগ, প্রকল্প ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যবহার আরও প্রশস্ত ও সক্রিয়, যা একটি অগ্রগামী মডেল হিসেবে কাজ করছে। এই প্রবণতা ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ দিশা নির্দেশ করতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষা ও ক্ষমতায়ণের বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

**উদ্দেশ্য-৩ অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল:**

গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লালগোলা ও বহরমপুর এলাকার নারীদের মধ্যে উপার্জনের ধরন, প্রকল্প ব্যবহারের প্রবণতা এবং স্বনির্ভরতার মাত্রায় স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে।

তথ্যভিত্তিক ফলাফল (Data-Based Findings):

Table- 5.2 : **তথ্যভিত্তিক ফলাফল**

| **সূচক** | **লালগোলা ব্লক** | **বহরমপুর শহর** |
|---|---|---|
| প্রাথমিক আয়ের উৎস | কৃষি, হস্তশিল্প, গৃহশ্রম | ক্ষুদ্র ব্যবসা, বেসরকারী চাকরি |
| SHG সদস্যপদের হার | ৬৫% | ৪৮% |
| নিজস্ব উপার্জনের সক্ষমতা | ৫৫% নারী মাসিক আয় করেন | ৬৮% নারী মাসিক আয় করেন |
| ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হার | ৮৫% | ৯২% |
| নিয়মিত ব্যাংক লেনদেন | ৪৮% | ৬৭% |
| SHG ঋণ গ্রহণের হার | ৩৮% | ২৭% |

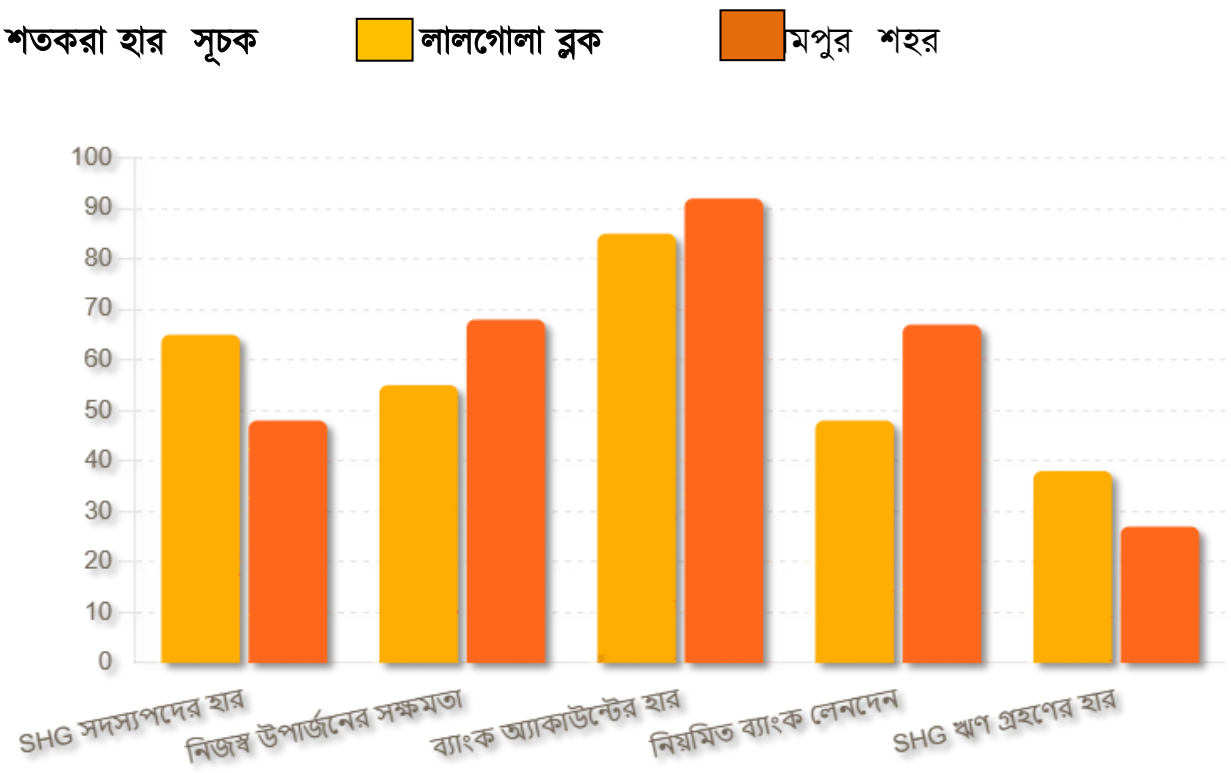


Figure- 5.1 : লালগোলা ও বহরমপুরে আর্থিক স্বনির্ভরতা ও ব্যাঙ্ক সংযোগ সূচক

গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পসমূহ উভয় এলাকায় কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও তাদের প্রভাব এবং বাস্তবায়ণের ধরনে পরস্পর ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। লালগোলা ব্লকের নারীরা মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)-এর মাধ্যমে আয়ের পথ তৈরি করেছেন। এই ব্লকে প্রায় ৬৫% নারী হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প, শাকসবজি চাষ ও গৃহশিল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকে মাসিক আয় করছেন। SHG সদস্যপদের মাধ্যমে তাঁরা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় ও ব্যবসার প্রাথমিক ধারণা অর্জন করছেন যা তাঁদের স্বনির্ভরতার পথে উৎসাহিত করেছে। এটি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অপরদিকে, বহরমপুর (শহরাঞ্চলের) নারীরা অর্থনৈতিকভাবে আরও বহুমুখী আয়ের উৎসের সঙ্গে যুক্ত। এখানে প্রায় ৬৮% নারী ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রাইভেট চাকরি, টিউশনি, পরিষেবা খাত এবং সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে নিজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষেত্রে ৩২% নারী বুটিক, কসমেটিক্স, দোকান পরিচালনা করছেন । ২৬% নারী প্রাইভেট চাকরি বা টিউশনি করে আয় করছেন, এবং ১৮% নারী গৃহভিত্তিক পরিষেবা (যেমন সেলাই, রান্না) দিয়ে আয় করছেন। শহরাঞ্চলের অবকাঠামোগত সুবিধা, বাজার সংলগ্নতা ও তথ্যপ্রযুক্তির সহজলভ্যতা তাঁদের উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। এটি তাঁদের আত্মবিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে, উভয় এলাকাতেই নারীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর হার উল্লেখযোগ্য—প্রায় ৮৫%–৯২% নারী নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, যার প্রভাব প্রকল্পভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি, বিশেষত জনধন যোজনা ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে ঘটেছে। তবে

নিয়মিত ও ডিজিটাল লেনদেনে বহরমপুরের নারীরা অনেক বেশি সক্রিয়, যেহেতু তাঁরা ATM, UPI, মোবাইল ব্যাংকিং-এর মতো সুবিধা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেন। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত লালগোলায়, ব্যাংকিং সংযোগ থাকলেও লেনদেনে প্রযুক্তিগত অনভ্যস্ততা ও নিরাপত্তার অভাব কিছুটা বাধা সৃষ্টি করছে।

এই পর্যবেক্ষণসমূহ প্রমাণ করে যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ যেমন SHG, জনধন যোজনা, নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ও কন্যাশ্রী—নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। শহরাঞ্চলে আয়, লেনদেন ও উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও গ্রামীণ নারীরাও ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে ব্লকভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ব্যাংক সংযোগ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা—এই সকল হস্তক্ষেপ ভবিষ্যতে আরও কার্যকর হতে পারে। এই বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় বাস্তবতা ও সম্পদের প্রাপ্যতা অনুসারে সরকারী প্রকল্পের প্রভাব নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভিন্নতর মাত্রা প্রদান করছে।

### Table-5.3 :তথ্য-সহ তুলনামূলক বিশ্লেষণ

| **সূচক** | **লালগোলা (%)** | **বহরমপুর (%)** |
|---|---|---|
| ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা | ৮৫% | ৯২% |
| নিয়মিত ব্যাংক লেনদেন (মাসে ≥২ বার) | ৪৮% | ৬৭% |
| ডিজিটাল লেনদেন সক্ষমতা (UPI/ATM) | ৩০% | ৫৫% |

গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী দেখা গেছে, লালগোলা ব্লকের নারীরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুললেও অনেকেই এখনও নিয়মিতভাবে সঞ্চয় বা লেনদেন করছেন না। এর পেছনে মূলত তিনটি কারণ চিহ্নিত করা গেছে—প্রথমত, ডিজিটাল লেনদেন সংক্রান্ত অজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাব, দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক শাখাগুলোর দূরত্ব বা সহজলভ্যতার অভাব, এবং তৃতীয়ত, পরিবারের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যেখানে নিয়মিত সঞ্চয় সম্ভবপর হয় না। অন্যদিকে, বহরমপুরের নারীরা শুধু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ নন, তাঁরা অনলাইন পেমেন্ট, ATM ব্যবহার, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, এবং ডিজিটাল লেনদেনে তুলনামূলকভাবে অধিক দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী। এই পার্থক্য শহর ও গ্রামের ডিজিটাল স্বাক্ষরতা, ব্যাংকিং অবকাঠামো এবং অর্থনৈতিক প্রস্তুতির বৈষম্যকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

তথ্য বিশ্লেষণে আরও উঠে এসেছে যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) প্রকল্প নারীদের আর্থিক সচেতনতা ও সক্রিয়তায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষত, লালগোলা ব্লকে SHG সদস্যপদ গ্রহণের হার বেশি এবং সেখানকার নারীরা ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা গ্রহণ করে হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং শাকসবজি চাষের মতো আয়ের উৎস গড়ে তুলেছেন। এই প্রবণতা নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, ঋণ পরিশোধের শৃঙ্খলা, এবং পরিবারে আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। অধিকাংশ SHG সদস্য নারী এখন কিস্তি ভিত্তিক ঋণ পরিশোধ, সঞ্চয়ের রেকর্ড রাখা এবং দলীয় সভার মাধ্যমে আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণে সক্ষম। এর ফলে তাঁরা শুধুমাত্র আয়ের উৎস সৃষ্টি করেননি, বরং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় নিজস্ব ভূমিকা গ্রহণ করতে শিখেছেন। এই চিত্রটি সরকারী প্রকল্প ও তৃণমূল সংগঠনের সমন্বয়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণের বাস্তব রূপ উপস্থাপন করে, যা বিশেষত গ্রামীণ

নারীদের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেয়। তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চলে প্রযুক্তিগত সুবিধা ও বাজার সংযোগের কারণে এই সক্ষমতা আরও বিস্তারিত হলেও, গ্রামাঞ্চলেও এই প্রকল্পগুলো একটি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই ফলাফলগুলি সার্বিকভাবে ইঙ্গিত করে যে, ব্যাংক সংযোগ, ডিজিটাল দক্ষতা ও SHG-এর মত প্রকল্প নারীর আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

### Table-5.4 : তথ্য-সহ বিশ্লেষণ (Data-Based Insight)

| সূচক | লালগোলা | বহরমপুর |
|---|---|---|
| SHG সদস্য নারীর হার | ৬৫% | ৪৮% |
| ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারী SHG সদস্য | ৩৮% | ২৭% |
| নিজ উদ্যোগে আয় শুরু করেছেন | ৫২% | ৪১% |
| আর্থিক সচেতনতার স্কোর (৫ স্কেলে) | ৪.২ | ৩.৮ |

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) প্রকল্প নারীদের মধ্যে আর্থিক সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। SHG-এর আওতায় নারীরা নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তুলেছেন এবং সেই সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিকল্পনা করার সক্ষমতাও অর্জন করেছেন। বিশেষ করে, ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে অনেকেই প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ পেয়েছেন—যেমন গৃহভিত্তিক পণ্য উৎপাদন, শাকসবজি বিক্রি, হস্তশিল্প বা হাঁস-মুরগি পালন। এই আয়ের মাধ্যমে তাঁরা পরিবারের খরচে সরাসরি অবদান রাখতে পেরেছেন, যা তাঁদের আর্থিক মর্যাদা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।

SHG শুধুমাত্র আর্থিক দিকেই নয়, বরং নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্রেও নারীদের সক্রিয় করেছে। একাধিক নারী এখন তাঁদের গোষ্ঠীর নেতা, কোষাধ্যক্ষ বা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করছেন, যা তাঁদের সামাজিক স্বীকৃতি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে সংগঠন পরিচালনার দক্ষতা, আলোচনায় অংশগ্রহণ এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা গড়ে তুলেছে। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, SHG প্রকল্প নারীদের মধ্যে স্বনির্ভরতা ও নেতৃত্বের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে।

এই ফলাফলগুলি ইঙ্গিত করে যে SHG প্রকল্প নারীর ক্ষমতায়ণে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করছে। এটি কেবল আয়ের সুযোগ নয়, বরং আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্বে অংশগ্রহণের একটি ক্ষেত্র তৈরি করছে। ভবিষ্যতের জন্য, যদি আরও প্রশিক্ষণ, উন্নত ব্যাংক সংযোগ এবং স্থানীয় পণ্যের বাজার সংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়, তাহলে এই প্রকল্প নারীদের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে SHG প্রকল্প নারী ক্ষমতায়ণের একটি সফল মডেল হিসেবে প্রতিফলিত হয়, যা স্থানীয় স্তরে আত্মবিশ্বাসী, সচেতন ও সক্ষম নারী নেতৃত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করছে।

**উদ্দেশ্য-৪ অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল:**

এই গবেষণা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ণের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচকের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ দুটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক দিক। লালগোলা এবং বহরমপুর—এই দুই অঞ্চলের তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা উভয় জায়গাতেই নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগে অত্যন্ত সচেতন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয়তা ও মতামত প্রতিষ্ঠার একটি স্বীকৃত

দৃষ্টান্ত। একইভাবে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প, বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রচার এবং ASHA কর্মীদের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন নিরাপত্তা, পুষ্টি ও টিকাকরণ সংক্রান্ত সচেতনতা যথেষ্ট বেড়েছে, যা তাদের ব্যক্তি ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় করে তুলেছে। শহরাঞ্চলের নারীরা তথ্যপ্রযুক্তির সংযোগ এবং সংগঠিত প্রচেষ্টার ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তুলনামূলকভাবে বেশি সুশৃঙ্খল ও সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করছেন।

গবেষণায় আরও উঠে এসেছে যে, বহরমপুরের নারীরা পরিবারে সিদ্ধান্তগ্রহণ, আর্থিক বিনিয়োগ, সন্তানদের শিক্ষা এবং নিজের বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেন। তারা শুধুমাত্র মতামত প্রদান করেন না, বরং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণেও ভূমিকা রাখেন। শহরাঞ্চলের শিক্ষাগত সুযোগ, অর্থনৈতিক অবদান এবং সামাজিক নেটওয়ার্কের জোর এই সক্ষমতা তৈরি করেছে। অন্যদিকে, লালগোলার গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এখনও পারিবারিক সিদ্ধান্তে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য কিছুটা বেশি, ফলে নারীরা প্রায়ই মতামত রাখতে পারলেও তা বাস্তবায়ণে বাধার সম্মুখীন হন। এই বিভাজন সামাজিক কাঠামোর পার্থক্যের প্রতিফলন, যেখানে নারীকে একজন সক্রিয় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে শহর এগিয়ে রয়েছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, উভয় এলাকায় নারীদের মধ্যে এই বিষয়ে মৌলিক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সক্রিয় প্রচারে এই সচেতনতা প্রসারিত হলেও, এর কার্যকর প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সীমিত। লালগোলায় মাত্র ২৮% এবং বহরমপুরে ৩৬% নারী সরাসরি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়—সমাজের চাপ,

পরিবারগত দ্বিধা এবং প্রশাসনিক সহায়তার অভাব। তবে, কন্যাশ্রী প্রকল্প এই সংকট মোকাবিলায় প্রেরণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা দেয় না, বরং জীবনদক্ষতা, অধিকারচর্চা, আত্মসম্মানবোধ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও মেয়েদের ক্ষমতায়ণ করে তোলে। গবেষণায় দেখা যায় যে, যারা কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় রয়েছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষায় নিয়মিত, বাল্যবিবাহের বিরোধী এবং আত্মনির্ভরশীল জীবন গঠনে প্রত্যয়ী।

এই প্রকল্পের প্রভাবে বিদ্যালয়ভিত্তিক সচেতনতা শিবির, কন্যাশ্রী ক্লাব, ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবারগুলো মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে সামাজিকভাবে বাল্যবিবাহকে একটি অনুপযুক্ত ও ক্ষতিকর পদ্ধতি হিসেবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছে। কন্যাশ্রী প্রকল্প এভাবেই নারীর সামাজিক অবস্থান, মতামত প্রকাশ এবং অধিকারের চর্চাকে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। এটি কেবলমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রকল্প নয়, বরং একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ যা মেয়েদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ও সম্মানজনক ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করছে। নারীর এই ক্ষমতায়ণের প্রবণতা আগামীদিনে আরও প্রসারিত হবে—যদি শিক্ষা, প্রযুক্তি ও সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় ধারাবাহিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকে।

**উদ্দেশ্য-৫ অনুযায়ী প্রাপ্ত ফলাফল:**

**প্রথমত**, শিক্ষাগত প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি বহরমপুরে অধিকতর সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, কন্যাশ্রী প্রকল্পে বহরমপুরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার প্রায় ৮০%, যেখানে লালগোলায় এই হার তুলনামূলকভাবে কম। শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পেও বহরমপুরে

অংশ গ্রহণের হার ৫৫%, যেখানে লালগোলায় তা মাত্র ৪০%। ফলে বহরমপুরে ছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখা, উত্তীর্ণ হওয়া এবং উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

**দ্বিতীয়ত**, স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও বহরমপুর শহরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উন্নত। ASHA কর্মী, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প এবং স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে নারীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, গর্ভকালীন ও শিশুসেবার ক্ষেত্রে সময়মতো সুবিধা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, লালগোলায় এই পরিষেবা পৌঁছানো ও ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সীমিত, যা অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও দূরত্বজনিত সমস্যার প্রতিফলন।

তবে আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) কার্যক্রমের দিক থেকে লালগোলা ব্লক বহরমপুরের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, লালগোলার নারীদের মধ্যে প্রায় ৬৫% SHG সদস্য যারা হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প, কৃষি ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে আয়ের উৎস গড়ে তুলেছেন। তাদের মধ্যে সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ, মাসিক কিস্তি পরিশোধ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহরমপুরে যদিও চাকরি ও ব্যবসার মাধ্যমে আয়ের পরিমাণ বেশি (প্রায় ৬৮% নারী মাসিক আয় করছেন) তবু গ্রামীণ স্তরে SHG ভিত্তিক অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা অধিক প্রসার লাভ করেছে।

ব্যাংক এর ডিজিটাল লেনদেন  ক্ষেত্রে বহরমপুরের নারীরা অনেক বেশি সক্রিয়। দুই এলাকাতেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হার ৮৫%–৯২% হলেও, বহরমপুরে অনলাইন পেমেন্ট, ATM ব্যবহার ও মোবাইল ব্যাংকিং প্রবণতা অনেক বেশি, যা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বহরমপুরে সচেতনতা এবং সরাসরি প্রতিরোধমূলক অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। লালগোলায় ২৮% নারী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, যেখানে বহরমপুরে এই হার ৩৬%। কন্যাশ্রী প্রকল্প ও বিদ্যালয় পর্যায়ের সচেতনতা শিবির শহরাঞ্চলে কিছুটা বেশি কার্যকর হওয়ায় এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল বিশ্লেষণ নির্দেশ করে যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বহরমপুর তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত ও কার্যকর প্রকল্প বাস্তবায়ণের নজির স্থাপন করেছে। অপরদিকে, SHG কার্যক্রম ও আর্থিক স্বনির্ভরতার প্রসারে লালগোলা গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে অধিক সফলতা দেখিয়েছে। এই তথ্যগত বাস্তবতা প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণ ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ কৌশল গ্রহণে সহায়ক হতে পারে।

## ৫.২ আলোচনা (Discussion):

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি ভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চল—লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—এর প্রেক্ষাপটে সরকারী প্রকল্পসমূহ যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), শিক্ষাবৃত্তি এবং রেশন ব্যবস্থার প্রভাব নারীর ক্ষমতায়ণ, শিক্ষাগত অগ্রগতি, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও সামাজিক অবস্থানের উপর কতটা কার্যকর হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা। এই গবেষণায় তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা উন্মোচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়ক হতে পারে।

**প্রথমত**, শিক্ষাগত ক্ষমতায়ণের দিক থেকে বহরমপুরের মেয়েরা তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। এখানে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণের হার, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিতি এবং শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের হার লালগোলার তুলনায় বেশি। শহরাঞ্চলে টিউশন সুবিধা, ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার সহজলভ্যতা, অভিভাবকদের সচেতনতা এবং স্কুল অবকাঠামো ভালো হওয়ায় শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। অপরদিকে, লালগোলার ক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কার, অভাবনীয় প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো, আর্থিক দুর্বলতা ও অভিভাবকদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি মেয়েদের শিক্ষাগত অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে। কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প কিছুটা সহায়ক হলেও, তা শহরের মতো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

**দ্বিতীয়ত**, আর্থিক স্বনির্ভরতা ও আয়ের ক্ষেত্রে লালগোলা ব্লকে SHG প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলারা হাঁস-মুরগি পালন, হস্তশিল্প, কৃষিকাজ ও ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহারে নিজেদের আয়ের পথ তৈরি করেছেন। এতে অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরাঞ্চলে নারীরা ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই-কাটিং, প্রাইভেট চাকরি, অনলাইন লেনদেন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছেন। বহরমপুরে আধুনিক ব্যাঙ্কিং অ্যাক্সেস এবং ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা গ্রামীণ এলাকার তুলনায় অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে, ফলে নারীরা আর্থিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

**তৃতীয়ত**, সামাজিক ক্ষমতায়ণের সূচকে দেখা যায়, উভয় অঞ্চলের নারীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করছেন। তবে পরিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বিবাহ সংক্রান্ত মতামত প্রদান এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শহরাঞ্চলের নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর সক্রিয়। কন্যাশ্রী প্রকল্পের ফলে মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল

সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সরাসরি প্রতিরোধমূলক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। লালগোলায় সমাজের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো এখনো নারীর মতামত ও সিদ্ধান্তকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয় না, যেখানে বহরমপুরে কিছুটা স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের জায়গা তৈরি হয়েছে।

**চতুর্থত**, প্রকল্প বাস্তবায়ণের কাঠামো শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে উন্নত। বহরমপুরে সরকারী প্রকল্পগুলোর প্রচার, মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সক্রিয়তা, অনলাইন অ্যাক্সেস, তথ্য আপডেট ও উপভোক্তাদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সুশৃঙ্খল। প্রকল্পের সফলতা অনেকাংশে এই প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। অপরদিকে, লালগোলায় সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণের অভাব, ডিজিটাল বিভাজন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা প্রকল্প বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

এই বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে, তবে এর কার্যকারিতা অঞ্চলভেদে ভিন্নতর। একটি সমন্বিত ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে এসব প্রকল্পের কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হলে নারীর টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ আরও দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে।

Table-5.5 : **সার্বিক পর্যালোচনা** (Overall Review)

| **ক্ষেত্র** | **লালগোলা** | **বহরমপুর** |
|---|---|---|
| শিক্ষাগত উন্নয়ন | সীমিত অগ্রগতি | উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি |
| অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা | SHG ও কৃষি-নির্ভর | চাকরি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা-নির্ভর |
| সামাজিক ক্ষমতায়ণ | সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ | বেশি স্বাধীনতা ও সচেতনতা |
| প্রকল্প বাস্তবায়ণের গতি | মাঝারি | অধিক সংগঠিত ও প্রযুক্তিনির্ভর |

এই গবেষণার আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর ক্ষমতায়ণে গুরুত্বপূর্ণ হলেও স্থানভিত্তিক বাস্তবতা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যকারিতা ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বহরমপুরে প্রযুক্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সংহততা থাকায় প্রকল্পগুলি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। লালগোলায় আরও কার্যকর মনিটরিং, প্রশিক্ষণ ও সম্পদ বরাদ্দ প্রয়োজন।

## ৫.৩ উপসংহার (Conclusion):

এই গবেষণার মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি আলাদা আলাদা প্রশাসনিক অঞ্চল—লালগোলা (গ্রামীণ) ও বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—এ কার্যকরী বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প যেমন কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG), রেশন এবং শিক্ষাবৃত্তির বাস্তব প্রয়োগ ও তার বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর ভিত্তিতে নারীর শিক্ষাগত অগ্রগতি, আর্থিক স্বনির্ভরতা এবং সামাজিক অবস্থানে যে পরিবর্তন এসেছে তা এই গবেষণায় পরিসংখ্যান ও গুণগত তথ্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক হস্তক্ষেপ নারীর বিদ্যালয়ভিত্তিক অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। কন্যাশ্রী ও শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের স্কুলে ধরে রাখার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বহরমপুরে উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণের হার এবং স্কুলে উপস্থিতি হার লালগোলার তুলনায় বেশি হলেও লালগোলায় মেয়েদের স্কুল ড্রপআউট রেট এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি, যার পেছনে রয়েছে আর্থিক চাপ, অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্থানীয় অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।

আর্থিক ক্ষমতায়ণের দিক থেকে দেখা যায়, লালগোলার নারীরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক ও হস্তশিল্পনির্ভর আয়মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়ের

মাধ্যমে নিজস্ব উপার্জনের পথ তৈরি করেছেন। অন্যদিকে, বহরমপুর শহরের নারীরা চাকরি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, সেলাই-কাটিং এবং ডিজিটাল পেমেন্টের মাধ্যমে অধিকতর আর্থিক কার্যক্রমে যুক্ত। তারা ব্যাংক লেনদেন ও অনলাইন লেনদেনেও অধিক সক্রিয়, যা আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ণের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, উভয় অঞ্চলের নারীরা আগের তুলনায় ভোটাধিকার প্রয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সচেতন ও সক্রিয় হয়েছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প বাল্যবিবাহ সম্পর্কে মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও তাদের সক্রিয় প্রতিরোধমূলক অংশগ্রহণ এখনো সীমিত রয়ে গেছে, বিশেষত লালগোলা অঞ্চলে। বহরমপুরে নারীদের মধ্যে স্বাধীন মতামত গঠনের প্রবণতা কিছুটা বেশি দেখা গেছে, যা শহরের শিক্ষাগত পরিবেশ, সামাজিক মনোভাব এবং প্রশাসনিক সহায়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

এলাকা ভিত্তিক বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে, বহরমপুরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বাস্তবায়ণ তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত। অন্যদিকে, লালগোলায় SHG কার্যক্রম ও স্থানীয় আয়ভিত্তিক উদ্যোগগুলি অধিকতর কার্যকর, যা গ্রামীণ নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই ভিন্নতা প্রকল্প কার্যকারিতার ক্ষেত্রভিত্তিক সাপেক্ষিকতা তুলে ধরে, যা ভবিষ্যৎ নীতিগত পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

গবেষণার নীতিগত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী, যদিও সরকারী প্রকল্পসমূহ নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব ফেলেছে, তবে অঞ্চলভেদে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা

অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ণের কৌশল রূপায়ণ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে লালগোলা ব্লকে আরও প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল সাক্ষরতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীদের প্রকল্পভিত্তিক অংশ গ্রহনের  পরিধি বাড়ানো সম্ভব।

এই গবেষণার সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, সরকারী প্রকল্পসমূহ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সহায়তার হাতিয়ার নয়, বরং তারা নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, স্বাধীন সিদ্ধান্তগ্রহণ, সামাজিক মর্যাদায় উন্নয়ণ এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্ষমতায়ণের একটি কার্যকর মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রকল্পগুলোর সঠিক বাস্তবায়ণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা গেলে নারীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং সমতার ভিত্তিতে উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

## ৫.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Study):

প্রত্যেক গবেষণার মতো এই গবেষণাও কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েছে, যা গবেষণার ব্যাপ্তি, নির্ভুলতা এবং ফলাফল বিশ্লেষণের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছে।

**প্রথমত**, অঞ্চলভিত্তিক সীমাবদ্ধতা হিসেবে গবেষণাটি শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি নির্দিষ্ট এলাকা—লালগোলা (গ্রামীণ) এবং বহরমপুর (শহরাঞ্চল)—অবধি সীমিত ছিল। যদিও এই দুটি অঞ্চলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে, তবে এই তথ্য জেলার অন্যান্য ব্লক বা রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। এর ফলে গবেষণার সাধারণীকরণ ক্ষমতা কিছুটা সীমিত হয়ে যায়।

**দ্বিতীয়ত**, নমুনা সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গবেষণায় মোট ৪০০ জন অংশগ্রহণকারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বৃহত্তর জনসংখ্যা বা বিভিন্ন উপ-গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত করলে হয়তো ভিন্ন ভিন্ন মাত্রিকতা উদঘাটন করা যেত। বিশেষত বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়,

ধর্মীয় পটভূমি এবং আর্থ-সামাজিক স্তর অনুসারে বিশ্লেষণ করলে আরও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ফলাফল পাওয়া সম্ভব হত।

**তৃতীয়ত**, অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার তথ্য নারীদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে, যা একদিকে বিষয়গত গুরুত্ব প্রদান করলেও অন্যদিকে আবেগপ্রবণ বা ব্যক্তিগত পক্ষপাত যুক্ত হতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের উত্তরদানে হয়তো সামাজিক লজ্জা, ভীতি বা আত্মরক্ষা প্রবণতার কারণে প্রকৃত তথ্য আংশিকভাবে প্রকাশ করেছেন, যা গবেষণার নির্ভরযোগ্যতাকে কিছুটা সীমিত করতে পারে।

**চতুর্থত**, প্রকল্প সংক্রান্ত সরকারী নথি ও তথ্যসূত্রের সীমিত প্রবেশাধিকার গবেষণার একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়, প্রাপ্যতার হার, বাস্তবায়ণ কাঠামো বা তদারকির বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি বা অপ্রতুল ছিল। ফলে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী বা SHG প্রকল্পগুলির বাস্তবিক রূপায়ণ ও আর্থিক বিশ্লেষণ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

**পঞ্চমত,** গবেষণাকালীন সময়ে কোভিড-১৯ মহামারির পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব গবেষণার তথ্য সংগ্রহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। অনেক পরিবার এই সংকটজনিত কারণে আর্থিক সংকট, শিক্ষাগত ব্যাঘাত বা মানসিক চাপে ভুগছিল, যার ফলে তাদের উত্তর বা অংশগ্রহণে সাময়িক বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। এই ধরনের সাময়িক সামাজিক বাস্তবতা গবেষণার প্রকৃত চিত্র ব্যাখ্যায় কিছু সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে।

এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, গবেষণাটি নারীর ক্ষমতায়ণে সরকারী প্রকল্পসমূহের বাস্তবতা, কার্যকারিতা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে পেরেছে।

গবেষণায় যে তুলনামূলক ও অংশগ্রহণমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, তা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ এবং প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনায় রেখে বৃহত্তর নমুনা, অধিক সময় ও আর্থিক সহায়তায় আরও ব্যাপকতা এবং বহু ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়, যা নারীর ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে কার্যকর অবদান রাখবে।

## ৫.৫ সুপারিশসমূহ (Recommendations):

নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ণ কেবল সরকারী প্রকল্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করলেই হয় না, বরং এর সঠিক বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অপরিহার্য। মুর্শিদাবাদ জেলার বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের পর নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো প্রণীত হয়েছে—

১. সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি:

অনেক নারী এখনও ‘কন্যাশ্রী’, ‘রূপশ্রী’, ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’, ‘POSHAN Abhiyan’, ‘উজ্জ্বলা যোজনা’ প্রভৃতি প্রকল্প সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত নন। তাই ব্লক স্তর, পঞ্চায়েত স্তর এবং বিদ্যালয় ও আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে নারী ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম (awareness drives) পরিচালনা করা উচিত।

২. প্রকল্প প্রাপ্যতার সহজীকরণ ও ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি:

অনেক নারী আধার, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা মোবাইল অপারেশন সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্পের সুবিধা পান না। তাই স্থানীয়স্তরে Digital Literacy Camps ও সহায়তা কেন্দ্র (Help Desks) চালু করে নারীদের ডিজিটাল সক্ষমতা বাড়ানো জরুরি।

৩. প্রকল্প সমন্বয় ও একীভূত পোর্টাল:

প্রতিটি প্রকল্প আলাদা ভাবে পরিচালিত হওয়ায় সুবিধাভোগীদের জন্য বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাই একটি সমন্বিত পোর্টাল বা "One Window System" চালু করা দরকার, যেখানে নারীরা একবারে একাধিক প্রকল্পের জন্য আবেদন ও তথ্য পেতে পারেন।

৪. নারী SHG (Self Help Group)-কে আরও সক্রিয় ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম করা:

SHG সদস্যদের জন্য নিয়মিত ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ, ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা ও সহজে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যেন শুধু ঋণগ্রহীতা না হয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন, সেদিকে জোর দিতে হবে।

৫. কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার সম্প্রসারণ:

মেয়েদের জন্য Technical & Vocational Education-এর সুযোগ জেলা ও ব্লক স্তরে বাড়াতে হবে। সরকার চালিত মহিলা ITI, হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ডিজিটাল প্রশিক্ষণ হাব চালু করে স্থানীয় বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

৬. স্কুলে নারী শিক্ষার হার বাড়াতে মিড-ডে মিল ও স্কলারশিপ কার্যক্রমকে জোরদার করা:

গ্রামীণ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেয়েদের স্কুলে রাখার জন্য মিড-ডে মিলের মান উন্নত, স্কুলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, হাইজিন কিট বিতরণ এবং কন্যাশ্রী, স্কলারশিপ সময়মতো পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

৭. পঞ্চায়েত ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ জোরদার করা:

স্থানীয় স্তরের উন্নয়নে নারী প্রতিনিধি যেন শুধুমাত্র প্রতীকি না থেকে সিদ্ধান্তগ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন, তার জন্য তাঁদের প্রশিক্ষণ, লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং সঠিক সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৮. বাল্যবিবাহ রোধে স্কুল, পরিবার ও প্রশাসনের সমন্বয় প্রয়োজন:

এখনো মুর্শিদাবাদ জেলায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্কুল শিক্ষক, গ্রাম সংগঠক ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সমন্বয়ে "কিশোরী সুরক্ষা টাস্ক ফোর্স" গঠন করে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন, কাউন্সেলিং ও আইন প্রয়োগ কার্যকর করতে হবে।

৯. নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সচেতনতা:

POSHAN Abhiyan, ICDS, ও মাতৃত্বকালীন প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা বাড়াতে পুষ্টি-ভিত্তিক শিক্ষা, অ্যানিমিয়া পরীক্ষার ক্যাম্প, নিয়মিত ওয়ার্কশপ ও আঙ্গনওয়াড়ি পর্যায়ে কিশোরী গার্লস ক্লাব গঠন করা যেতে পারে।

১০. মনোভাবগত পরিবর্তনের জন্য সামাজিক প্রচার ও গণমাধ্যমের ব্যবহার:

নারীর মর্যাদা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে স্থানীয় ভাষায় তৈরি নাটক, ভিডিও, ক্যাম্পেইন, কুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা ছড়াতে হবে।

## ৫.৬ গবেষণার শিক্ষামূলক তাৎপর্য(Educational Significance of the Study):

বর্তমান বিশ্বে সামাজিক উন্নয়ণ এবং টেকসই উন্নয়ণের অন্যতম প্রধান সূচক হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ণ ও অংশগ্রহণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় উপস্থিতি না থাকলে একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং তার মধ্যেও মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা এখনও বহু সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নারীদের উন্নয়ণের উদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও, বাস্তবে সেই প্রকল্পগুলোর সুফল কতটা নারীর জীবনকে ক্ষমতায়ণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—তা বিশ্লেষণ করাই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য। এই গবেষণা শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ বা পরিসংখ্যান নির্ভর নয়, বরং প্রকল্পভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা, সামাজিক মনোভাব, প্রশাসনিক কাঠামো এবং নারীর আত্মচিন্তার প্রেক্ষাপটে একটি পরিপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক ছবি তুলে ধরার প্রয়াস।

এই গবেষণার তাৎপর্য বহুমাত্রিক। প্রথমত, এটি সরকারী প্রকল্পগুলোর বাস্তব কার্যকারিতা, প্রশাসনিক জটিলতা, সচেতনতার অভাব এবং সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি নীতি নির্ধারণ মূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। দ্বিতীয়ত, মুর্শিদাবাদের মতো অনগ্রসর জেলায় প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক নীতিতে বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা যায়। তৃতীয়ত, এই গবেষণা স্থানীয় সমাজকর্মী, এনজিও, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য একটি রেফারেন্স ডেটা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে সহায়তা করবে। চতুর্থত, এই গবেষণা শিক্ষাবিদ, প্রশাসক এবং ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য একটি বাস্তবভিত্তিক রূপরেখা তৈরি করবে—যার মাধ্যমে তারা

জানবেন, সরকারী প্রকল্পগুলো কতটা টেকসইভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তার দ্বারা সমাজে কী ধরনের দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তন ঘটছে।

নারী যখন শিক্ষা লাভ করে, নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলে এবং পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে—তখন তার ক্ষমতায়ণ প্রকৃত অর্থে সম্ভব হয়। এই গবেষণা এই সত্যকে তথ্য, সাক্ষাৎকার, পরিসংখ্যান এবং সমাজ-সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছে। গবেষণাটি সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় সংকোচ, আর্থিক দুর্বলতা ইত্যাদির প্রভাব বিশ্লেষণ করে একটি তাত্ত্বিক কাঠামো গঠনে সহায়তা করবে।

সবশেষে, এই গবেষণার মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকরা মুর্শিদাবাদ জেলার মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে প্রকল্প বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান—তা চিহ্নিত করে আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নারীকেন্দ্রিক উন্নয়ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবেন। এই গবেষণা নারীকে কেবল "উপকারভোগী" হিসেবে না দেখে তাকে "পরিবর্তনের সহযাত্রী ও নেত্রী" হিসেবে ভাবার একটি চিন্তামূলক ভিত্তি প্রদান করে, যা সমগ্র সমাজের ইতিবাচক রূপান্তরের পথ সুগম করতে সহায়তা করবে।

এই গবেষণার তাৎপর্য সামাজিক ন্যায়, লিঙ্গ-সমতা ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মতো একটি পিছিয়ে পড়া ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী প্রকল্পের বাস্তব প্রভাব বিশ্লেষণ এই গবেষণার প্রধান ভিত্তি। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে নারীর উন্নয়ণের লক্ষ্যে অসংখ্য পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও আইন প্রণীত হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলো প্রকল্প এখনও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়—এই প্রকল্পগুলো কতটা বাস্তবিকভাবে

নারীর জীবনযাপনের  উন্নয়ণে প্রভাব ফেলেছে? নারীরা প্রকৃত অর্থে কতটা ক্ষমতায়িত হচ্ছেন? এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কী ধরনের টেকসই পরিবর্তন ঘটছে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করাই এই গবেষণার মুখ্য তাৎপর্য।

গবেষণাটি নারী উন্নয়ণ নিয়ে প্রচলিত অনুমান বা পরিসংখ্যানভিত্তিক সাফল্যচিত্রের বাইরেও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে। প্রান্তিক নারীদের কণ্ঠস্বর, তাদের সংগ্রাম, প্রশাসনিক কাঠামোর প্রতিবন্ধকতা, এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা—এইসব বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান এই গবেষণার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রকল্পের কাগুজে সফলতার বাইরে গিয়ে মাঠ পর্যায়ে নারীর মতামত, চাহিদা ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের ধারণা এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এটি গবেষণাকে শুধু একটি নীতিগত বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং সামাজিক পরিবর্তনের বাস্তব রূপরেখাও তুলে ধরে।

গবেষণাটির মাধ্যমে শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকগণ প্রকল্পভিত্তিক উন্নয়নের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার মতো অঞ্চলে নারীদের শিক্ষা প্রাপ্তি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহের হুমকি, অর্থনৈতিক নির্ভরতা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বাধা, ব্যাঙ্ক-আধার সংযোগের জটিলতা এবং প্রযুক্তিগত অক্ষমতা—এসব বিষয়ে গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য তাদের ভবিষ্যৎ নীতি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

এছাড়া, এই গবেষণা লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের যথার্থতা ও উপযোগিতা বিচার করে। প্রকল্পগুলি কেবলমাত্র অর্থ বিতরণ বা নাম অন্তর্ভুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কতটা

কার্যকরভাবে নারীর ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক পরিচিতি গড়ে তুলছে—তাও এই গবেষণার আলোচ্য বিষয়।

তদুপরি, শিক্ষাক্ষেত্রে এই গবেষণা নারী বিষয়ক পাঠক্রম, সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তি রচনা করবে। গবেষণার ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গবেষক, পিএইচ.ডি. স্কলার, উন্নয়ন কর্মী, এনজিও ও সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মূল্যায়ন কারীদের জন্য ব্যবহারযোগ্য হবে।

এই গবেষণার একটি বড় তাৎপর্য হলো—এটি নারীকে শুধুমাত্র প্রকল্পের সুবিধাভোগী হিসেবে দেখেনি বরং তাকে পরিবর্তনের বাহক, সমাজ গঠনের কারিগর এবং অর্থনৈতিক অংশীদার হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছে। নারীর আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা কিভাবে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের অগ্রগতির অন্যতম চালিকাশক্তি হতে পারে—এই বার্তা এই গবেষণার মূলে প্রতিফলিত হয়েছে।

সবশেষে, এই গবেষণা শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলার প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ না থেকে সমগ্র ভারতের অনুরূপ পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য একটি মডেল রেফারেন্স হিসেবে কাজ করতে পারে। গবেষণাটি দেখাতে চায় যে, যদি সরকারী প্রকল্পগুলো নারীর বাস্তব চাহিদা, স্থানীয় সাংস্কৃতিক বাধা ও গৃহীত নীতির মধ্যে একটি কার্যকর সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে, তবে নারী ক্ষমতায়ণের মাধ্যমে সমাজের ভিত্তিমূলক কাঠামোতে একটি টেকসই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

## ৫.৭ ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য পরামর্শ (Suggestions for Further Study):

ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য বর্তমান গবেষণার ভিত্তিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা যায়, যা নারীর ক্ষমতায়ণের ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পগুলির দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়ক হতে পারে।

**প্রথমত**, অঞ্চল সম্প্রসারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতের গবেষণায় শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের লালগোলা ও বহরমপুর নয়, বরং জেলার অন্যান্য ব্লক, অন্যান্য জেলা এমনকি রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত কিংবা আন্তঃরাজ্য স্তরে সরকারী প্রকল্পের কার্যকারিতা ও তুলনামূলক প্রভাব বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এতে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রকল্পগুলির প্রভাবের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হবে।

**দ্বিতীয়ত,** প্রকল্পভিত্তিক পৃথক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) মতো প্রকল্পগুলো এককভাবে নিয়ে গভীর কেস স্টাডি পরিচালনা করলে প্রকল্প বিশেষে সুনির্দিষ্ট সুফল ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। যেমন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ রোধের বাস্তব ফলাফল, মেয়েদের শিক্ষায় স্থায়িত্ব কতটা এসেছে এবং কোন সামাজিক শ্রেণির মধ্যে বেশি কার্যকর হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে জানা যাবে।

**তৃতীয়ত**, পুরুষ অভিভাবক ও পরিবারিক সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। নারীর ক্ষমতায়ণে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ভূমিকা, মনোভাব ও সমর্থন যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুধাবন করতে তাদের মতামত বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। সমাজে পুরুষদের ভূমিকা নারীর

ক্ষমতায়ণের গতিপথ নির্ধারণে একান্তভাবে প্রভাব ফেলে, যা গবেষণার একটি উপেক্ষিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিক।

**চতুর্থত**, শিক্ষাগত ও আর্থ-সামাজিক সূচকের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে কোন প্রকল্পগুলি শিক্ষার উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতায় বেশি প্রভাব ফেলেছে। যেমন, যেসব নারী শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন, তারা কতটা বেশি উপার্জনে সক্ষম হয়েছেন বা সামাজিক সিদ্ধান্তে সক্রিয় হয়েছেন, সে বিষয়ে তুলনামূলক পরিসংখ্যান ও গাণিতিক মডেল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

**পঞ্চমত**, তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ একটি সমসাময়িক ও ভবিষ্যতমুখী গবেষণার দিক। বর্তমানে সরকারী প্রকল্পে অনলাইন আবেদন, মোবাইল অ্যাপ, হেল্পলাইন ও ডিজিটাল লেনদেনের ব্যবহার বাড়ছে, যা নারীদের প্রবেশযোগ্যতা ও সুবিধাপ্রাপ্তিতে প্রভাব ফেলে। ভবিষ্যতের গবেষণায় এই প্রযুক্তিগত উপাদানগুলির কার্যকারিতা, সীমাবদ্ধতা এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা পরিস্থিতির প্রভাব বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

**ষষ্ঠত**, গুণগত গবেষণার উপাদান হিসেবে ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD), ন্যারেটিভ অ্যানালাইসিস বা ethnographic study অন্তর্ভুক্ত করে নারীদের অভিজ্ঞতামূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করলে প্রকল্পগুলির সামাজিক ও মানসিক প্রভাব সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক ধারণা পাওয়া যাবে।

সুতরাং বলা যায়, নারীর ক্ষমতায়ণ একটি বহুমাত্রিক ও চলমান প্রক্রিয়া, যা শুধুমাত্র সরকারী প্রকল্পের সাফল্যের উপর নির্ভর করে না, বরং সমাজ, পরিবার, প্রযুক্তি ও নীতিমালার সমন্বিত

ভূমিকার উপরও নির্ভরশীল। তাই ভবিষ্যতের গবেষণায় বৃহত্তর নমুনা, ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট এবং গভীরতর সমাজমনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক ও টেকসই মূল্যায়ন গঠন করা সম্ভব হবে, যা নীতি নির্ধারক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কারীদের জন্য কার্যকর দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

## তথ্যসূত্র (References):


Bhattacharya, T. (2015). *Education and women's empowerment in Eastern India: A critical analysis.* Kolkata: Rabindra Bharati University Press. pp. 21–44, 65–70.

Government of West Bengal. (2022). *District Statistical Handbook: Murshidabad.* Bureau of Applied Economics and Statistics. Statistical data on education, health, and gender indicators of Murshidabad district. pp. 45–61, 82–97.

Gupta, R., & Sharma, S. (2019). Barriers and prospects of women's education in Eastern India. National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA). pp. 16–31.

Indian Council of Social Science Research (ICSSR). (2021). *Social Dimensions of Women Empowerment in India.* New Delhi: ICSSR.

Analyzes socio-cultural barriers and pathways for empowering women in India. pp. 11–26, 55–74.

Ministry of Women and Child Development, Govt. of India. (2020). *Annual Report on Women Empowerment.* New Delhi: MWCD. Annual achievements and progress in government programs for women. pp. 12–18, 49–55.

National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). *India Factsheet & West Bengal Profile.* International Institute for Population Sciences (IIPS).

Provides modern statistics on women's health, education, and nutrition. pp. WB: 5–9, INDIA: 14–21.

Roy, M., & Banerjee, D. (2020). The role of the Kanyashree Scheme in preventing school dropouts among girls in West Bengal. *Journal of Policy Research,* 14(2), 78–95.

Sarkar, S. (2016). A critical analysis of the Kanyashree Scheme in West Bengal. *International Journal of Humanities and Social Science Invention,* 5(8), 50–56.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom.* Oxford University Press. pp. 13–25, 106–132.

UNDP. (2021). *Human Development Report: Gender Equality and Women's Empowerment.* United Nations Development Programme. Provides a global analysis of gender inequality and empowerment indicators. pp. 22–47, 70–83.

UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Gender Review.* Paris: UNESCO. This global report highlights gender gaps in education and strategies for equity. pp. 7–38, 51–62.

World Bank. (2018). *Women's Economic Empowerment in Rural South Asia.* World Bank Publications. Focuses on economic inclusion and livelihood opportunities for rural women in South Asia. pp. 14–19, 43–61.

# গ্রন্থপঞ্জী (BIBLIOGRAPHY)


ইউএনডিপি। (২০২১)। *মানব উন্নয়ন রিপোর্ট: লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন.* জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি। পৃঃ ৫৫–৭১, ৯২–৯৮।

ইউনেস্কো। (২০২০)। *গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট: লিঙ্গ পর্যালোচনা.* প্যারিস: ইউনেস্কো। পৃঃ ১৯–৪৫, ৭০–৭৯।

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। (২০১৮)। *দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়ন.* ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশনা। পৃঃ ১১–৩৫, ৪৮–৬২।

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট। (২০২১)। *নারীদের কর্মক্ষেত্রের ভবিষ্যৎ: প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ.* ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম। পৃঃ ২১–৪৩, ৭৬–৮৫।

জেলা পরিসংখ্যান দপ্তর, মুর্শিদাবাদ। (২০২০)। *জেলা পরিসংখ্যান সহায়িকা – মুর্শিদাবাদ.* অর্থ ও পরিসংখ্যান দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুর্শিদাবাদ জেলার জনসংখ্যা, নারী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়েছে। পৃঃ ১০–২৮।

ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অফিস (এনএসএসও)। (২০২২)। *ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব পরিস্থিতি.* পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার। পৃঃ ১৩–৪১, ৬৫–৭০।

পরিকল্পনা কমিশন। (২০১১)। *১২তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত কর্মসমিতির প্রতিবেদন.* ভারত সরকার। পৃঃ ১৭–৪৪, ৮২–৯১।

পরিকল্পনা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২১)। *লিঙ্গ বাজেট প্রতিবেদন ২০২০–২১.* অর্থ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ। ২০২০–২১ অর্থবছরের জন্য রাজ্যের লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেট বরাদ্দ ও তার খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ রয়েছে। পৃঃ ২২–৪০।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। (২০২১)। *পশ্চিমবঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন.* পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃঃ ২২–২৯.

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। (২০২১)। *রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বার্ষিক অগ্রগতি ও সমস্যা বিশ্লেষণ করেছে.* পৃঃ ১৫–৪৪, ৬১–৭৬.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM)। (২০২১)। *পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভর গোষ্ঠী আন্দোলনের অগ্রগতি ও প্রভাব.* নবান্ন, কলকাতা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কার্যক্রম ও নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিশ্লেষণ রয়েছে। পৃঃ ১৮–৪৬।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নারী ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর। (২০২২)। *কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন.* পৃঃ ৩৪–৪৮. https://wbcdwdsw.gov.in

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২০)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প বার্ষিক প্রতিবেদন.* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, কলকাতা। কন্যাশ্রী প্রকল্পের কাঠামো, প্রভাব ও বছরের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পৃঃ ১২–৩৪।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২২)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প: কন্যা সন্তানের ক্ষমতায়নের পথে একটি পদক্ষেপ.* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর। পৃঃ ৫–১৯, ৩৬–৪৪।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। (২০২২)। *কন্যাশ্রী প্রকল্প: কিশোরী মেয়েদের ক্ষমতায়নের একটি কর্মসূচি.* নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃঃ ১২–২০.

ভট্টাচার্য, তাপসী। (২০১৫)। *পূর্ব ভারতের নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন: একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা.* কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি প্রেস। পৃঃ ২২–৪০, ৫৬–৬৩, ৯০–৯৮।

ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। (২০২০)। *জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০.* নয়াদিল্লি: ভারত সরকার। পৃঃ ৩–২৫ (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা), ৫৮–৭৩ (লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ)।

ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (ICSSR)। (২০১৯)। *পূর্ব ভারতের নারীর ক্ষমতায়ণে নীতির কার্যকারিতা: একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন.* নয়াদিল্লি। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে নারী ক্ষমতায়ণের সরকারী নীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ। পৃঃ ৩৫–৫৮।

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন। (২০১৯)। *ভারতের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন.* নীতি আয়োগ, ভারত সরকার। পৃঃ ৭৪–৮১.

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। (২০২১)। *জেলা পরিসংখ্যান প্রতিবেদন: নারী শিক্ষা ও প্রকল্প অন্তর্ভুক্তি বিশ্লেষণ.* জেলা পরিসংখ্যান দপ্তর, মুর্শিদাবাদ। পৃঃ ১৫–২১.

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। (২০২২)। *স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন.* ন্যাশনাল হেলথ মিশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও উপকারভোগী পরিসংখ্যান। পৃঃ ১৪–৩১।

Aggarwal, M. (2014). A study on challenge for women empowerment. *Abhinav – National Monthly Refereed Journal,* 3, pp. 77–83.

Ahmed, S. (2020). *Borderland women's education: A Bangladesh-India comparison.* Kolkata: International Research Publications. pp. 24–41, 82–96.

Ali, H., Bajwa, R., & Hussain, U. (2015). Women's empowerment and human development in Pakistan: An elaborate study. *Asian Journal of Management Science & Education,* 4, pp. 23–30.

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). American Psychological Association. pp. 125–130.

APA Publication Manual. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed., pp. 28–45, 212–230).

Awan, A.G. (2015). Determinants of women empowerment: A case study of District D.G. Khan. *Developing Country Studies,* 5, pp. 65–73.

Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems.* New York: PublicAffairs. pp. 68–95, 131–148.

Banerjee, S. (2021). *Women's success through education and self-confidence.* Kolkata: Prerana Prakashani. pp. 18–36, 58–74.

Basu, A. (1992). *Women's education in India: A historical review.* New Delhi: Concept Publishing Company. pp. 45–53.

Basu, S. (2015). *Women's education and the role of government policies in India.* Kolkata: Sanskriti Publishers. pp. 12–28, 44–65.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (2006). *Research in education* (10th ed.). Pearson Education. pp. 80–102, 180–195, 320–340.

Bhattacharya, S. (2016). *Women's education across socio-economic divides.* Kolkata: Shiksha Prakash. pp. 18–36, 70–82.

Bhattacharya, T. (2015). *Education and women's empowerment in Eastern India: A critical analysis.* Kolkata: Rabindra Bharati University Press. pp. 21–44, 65–70.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods* (5th ed.). Pearson. pp. 34–55, 117–144, 203–228.

Census of India. (2011). *Provisional population totals: West Bengal.* Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. pp 14-32

Chakraborty, A. (2013). Beedi bundling as a means of women employment generation in backward rural area: A case study on Char areas of Bhaganwalgola II Block, Murshidabad District, West Bengal. *Journal*

*of International Academic Research for Multidisciplinary,* 1(4), pp. 90–103.

Chakraborty, A. (2019). *Historical overview of women's education movement in India* (pp. 35–62, 78–90).

Chakraborty, P. (2017). Lalgola and Berhampore: Women's education and socio-economic transformation. Kolkata: National Book Trust. pp. 30–46, 88–93.

Chakraborty, P. (2017). Women's education and economic development in rural Bengal. Kolkata: Rupali Prakashani. pp. 32–57, 81–92.

Chakraborty, S. (2019). SHGs and women's economic self-reliance. Kolkata: Nari Bikash Parishad. pp. 17–36, 66–79.

Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policymakers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica,* 72(5), 1409–1443.

Chattopadhyay, S. (2018). *Gender and Education in Modern India: Policies and Practices.* New Delhi: Sage Publications. pp. 35–58, 90–105.

Chowdhury, D. (2018). Women's literacy: Barriers and solutions. Medinipur: Rupantar Prakashan. pp. 20–34, 55–70.

Chowdhury, P. (2016). The social role of women's education. Howrah: Janakalyan Prakashan. pp. 18–35, 62–75.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8th ed.). Routledge. pp. 45–87.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. pp. 3–21, 155–181, 265–278.

Das, R. (2015). Emergence and activities of self-help group (SHG): A great effort and implementation for women's empowerment as well as rural development – A study on Khejuri CD Blocks in Purba Mednipur West Bengal. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS),* 20(1), pp. 28–39.

Das, R. (2021). The role of self-help groups in women's financial empowerment in Murshidabad: A field-based study. *International Journal of Rural Development Studies,* 12(3), 46–57.

Dasgupta, S. (2019). Women's health and the impact of Swasthya Sathi scheme. Suri: Swasthya Shiksha Prakashan. pp. 14–29, 60–78.

Desai, M., & Banerjee, P. (2017). Empowering women in India: Challenges and opportunities. SAGE Publications. pp. 19–45, 62–75.

Dutta, P. (2013). Study of women's empowerment in the district of Bankura. *Department of Economics, The University of Burdwan,* pp. 12–27.

Dutta, P. (2019). Women's education and empowerment: A socialist analysis. Kolkata: Prakashani Ghar. pp. 14–26, 51–62.

Dutta, S., & Sengupta, R. (2020). Women's education and empowerment in India: A contemporary review. *Journal of Women Studies in India,* 32(2), 105–119.

Field Survey. (2023). A study on women's literacy and educational advancement in Berhampore and Lalgola blocks. Unpublished data. Pp 12-25.

Focus Group Discussions. (2023). Government schemes and women's lived experiences in Murshidabad. Unpublished qualitative report. Pp 105-112.

Garai, S., Mazumder, G., & Maiti, S. (2012). Empowerment of women through self-help group approach: Empirical evidence from West Bengal, India. *African Journal of Agricultural Research,* 7, pp. 6395–6400.

Global Labour Report. (2021). Women's participation in labour markets and income growth: A global analysis (pp. 16–35, 75–93).

Goode, W. J., & Hatt, P. K. (1952). *Methods in social research.* McGraw-Hill. pp. 5–25, 109–140, 290–315.

Government of India. (2011). *Census of India 2011 – District profile: Murshidabad.* Registrar General & Census Commissioner, India. Demographic and gender-based data of Murshidabad district. pp. 19–44.

Government of India. (2020). Women's Empowerment Policy 2020. New Delhi: Ministry of Women and Child Development. pp. 5–18, 40–51.

Government of West Bengal. (2019). Murshidabad district human development report: Gender and social inequalities. Department of Planning & Statistics. Pp 55-73, 98-103.

Government of West Bengal. (2021). Kanyashree Scheme Report. Nabanna: Department of Women and Child Development. pp. 5–22, 35–47.

Government of West Bengal. (2022). *District statistical handbook: Murshidabad.* Bureau of Applied Economics and Statistics. Statistical data on education, health, and gender indicators of Murshidabad district. pp. 45–61, 82–97.

Gupta, A. (2019). Women's participation in NGO and CSR initiatives. Kolkata: Samaj Unnayan Forum. pp. 21–45, 59–71.

Gupta, R., & Sharma, S. (2019). *Barriers and prospects of women's education in Eastern India.* National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA). pp. 16–31.

Hoque, M. (2015). Empowering rural women through education: A study on the rural areas of Dhubri District (Assam). *A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science,* 111, pp. 55–58.

Hossain, M. (2016). Analysis of rural women's education and child marriage prevention schemes. Kolkata: Research Promotion Centre. pp. 145–160. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x

Human Development Report. (2021). Women's progress in the global human development context (pp. 38–59, 75–91).

IFAD. (2017) । Education and Income Strategies for Rural Women । Rome: International Fund for Agricultural Development. pp. 11–28, 49–58.

Indian Council of Social Science Research (ICSSR). (2021). *Social dimensions of women empowerment in India.* New Delhi: ICSSR. Analyzes socio-cultural barriers and pathways for empowering women in India. pp. 11–26, 55–74.

International Labour Organization (ILO). (2021). Women's Technical Education and Entrepreneurship in Rural Economies. Geneva: ILO Publications. pp. 22–45, 70–83.

Islam, M.S. (2014). Women's empowerment in Bangladesh: A case study of two NGO. *SSRN Electronic Journal,* pp. 1–10.

Islam, N., Ahmed, E., Chew, J., & D'Netto, B. (2012). Determinants of empowerment of rural women in Bangladesh. *World Journal of Management,* 4, pp. 36–56.

Kaur, R. (2019). Major challenges in rural women's education. Journal of Women's Development, 14(3), 78–85.

Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques* (2nd ed.). New Age International Publishers. pp. 1–15, 58–75, 95–105.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications. pp. 69–102, 134–165, 278–299.

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. (2021). *National Family Health Survey – NFHS-5, India factsheet.* Government Publication. pp. 5–7, 12–14. https://rchiips.org/nfhs

Ministry of Women and Child Development, Govt. of India. (2020). *Annual report on women empowerment.* New Delhi: MWCD. Annual achievements and progress in government programs for women. pp. 12–18, 49–55.

Mitra, S. (2017). Analysis of Kanyashree and Swasthya Sathi schemes. Kolkata: Paribartan Prakashani. pp. 30–45, 73–81.

Mukherjee, M. (2020). Educational dropout and retention rates among adolescent girls in West Bengal: A field-based study. *Gender and Education Quarterly,* 11(2), 32–47.

Murshidabad District Administration. (2022). Women's education report: Lalgola and Berhampore. District Planning Board. pp. 9–19, 43–58.

National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2019). *Educational research: Methodology manual.* NCERT. pp. 10–38, 58–75, 110–130.

National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). *India factsheet & West Bengal profile.* International Institute for Population Sciences (IIPS). Provides modern statistics on women's health, education, and nutrition. pp. WB: 5–9, INDIA: 14–21.

NITI Aayog. (2020). *State development index report – Education, health and gender equality.* Planning Commission, Government of India. Comparative indices across Indian states. pp. 15–39.

NITI Aayog. (2023). *SDG India index report: Gender empowerment parameters.* Government of India. pp. 95–102.

Patel, G.S. (2014). An analytical study of women education in the backward areas of Panchmahal District. *University of Gujarat, Ahmedabad,* pp. 9–24.

Planning Commission. (2022). West Bengal state development report: Rural development and women empowerment. Government of India.pp 40-58.

Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches.* SAGE Publications. pp. 27–49, 95–125, 148–171.

Rahul, S. (2014). Empowerment of Pakistani women: Perceptions and reality. *NPU Journal,* pp. 113–122.

Rokeya Sultana, Muhsina Aktar & Onysa Alam. (2015). Empowerment in Bangladesh from Islamic perspective. *IOSR Journal of Humanities and Social Science,* 20(12), pp. 51–55.

Roy, M., & Banerjee, D. (2020). The role of the Kanyashree Scheme in preventing school dropouts among girls in West Bengal. *Journal of Policy Research,* 14(2), 78–95.

Roy, N.C., & Biswas, D. (2016). Women empowerment through SHG and financial inclusion: A case study on Lataguri region in West Bengal. *International Journal of Management Research and Review,* 6(6), pp. 827–834.

Roy, S. (2017). *Educational research methodology in India.* Kolkata: Pragatisheel Prakashan. pp. 9–22, 43–65, 85–102.

Salam, N. (2018). Education and empowerment of Muslim women in the district of Murshidabad and Birbhum, West Bengal. *Department of Education, University of Kalyani,* pp. 38–61.

Sarkar, S. (2016). Kanyashree scheme in West Bengal: A critical analysis. *International Journal of Humanities and Social Science Invention,* 5(8), 50–56.

Sen, A. (1999). *Development as freedom.* Oxford University Press. pp. 15–16, 31–35, 194–196.

Sen, A. (1999). *Development as freedom.* Oxford University Press. pp. 13–25, 106–132.

Sengupta, A., & Bera, D. (2022). Impact of the Kanyashree scheme in rural Bengal: A review. *Indian Journal of Social Policy and Governance,* 14(1), 24–33.

Shetter, R.M. (2015). A study on issues and challenges of women empowerment in India. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM),* 17(4), pp. 13–15.

Sinha, N. (2013). Economic empowerment of women through self-help groups: A review of West Bengal. *Indian Journal of Gender Studies,* 20(2), 231–250.

UN Women. (1995). *Beijing declaration and platform for action: Fourth world conference on women.* United Nations Entity for Gender Equality. pp. 3–12, 79–85. https://www.unwomen.org

UNDP. (2021). *Human development report: Gender equality and women's empowerment.* United Nations Development Programme. Provides a global analysis of gender inequality and empowerment indicators. pp. 22–47, 70–83.

UNESCO. (2020). *Global education monitoring report: Gender review.* Paris: UNESCO. Highlights gender gaps in education and equity strategies. pp. 7–38, 51–62.

UNICEF India. (2021). *Ending child marriage in India: Progress and prospects.* New Delhi: UNICEF. Progress and state-level strategies to prevent child marriage. pp. 21–42.

United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Human development report: Gender equality and women's empowerment.* UNDP. pp. 68–74.

United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Gender equality and sustainable development: SDG-5 progress report.* United Nations Publication. pp. 11–18. https://www.undp.org

World Bank. (2018). *Women's economic empowerment in rural South Asia.* World Bank Publications. Focuses on economic inclusion and livelihood opportunities for rural women in South Asia. pp. 14–19, 43–61.

## পরিশিষ্ট-I

## প্রশ্নাবলী

### নির্দেশনা

নিচের কতকগুলি ব্যক্তিগত তথ্য  এবং বিবৃতি দেওয়া আছে, তথ্য এবং বিবৃতি গুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং অনুগ্রহ করে আপনার মতামত প্রদান করুন। নির্দ্বিধায়  আপনার মতামত প্রদান করুন। আপনার মতামত আমার গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

গবেষিকার নাম: নিলুফা ইয়াসমিন

স্থান: মুর্শিদাবাদ (লালগোলা ব্লক  ও বহরমপুর পৌরসভা )

### বিভাগ A

### ব্যক্তিগত তথ্য

1. নাম (ঐচ্ছিক):

   বয়স:

   A. ১৫–২৫

   B. ২৬–৩৫

   C. ৩৬– ৪৬

2. শিক্ষা স্তর:

   A. প্রাথমিক

   B. মাধ্যমিক

   C. উচ্চমাধ্যমিক

3. বৈবাহিক অবস্থা:

A. বিবাহিত

B. অবিবাহিত

C. বিধবা

4. পরিবারের মাসিক আয়:

A. ৫০০০ টাকার কম

B. ৫০০১–১০০০০

C. ১০০০১–১৫০০০

5. বসবাসের ধরন:

A. গ্রাম

B. শহর

C. পৌরসভা

6. পরিবারে সদস্য সংখ্যা:

7. উপার্জনকারী সদস্য সংখ্যা:

## বিভাগ-B

## শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

1. আপনি বর্তমানে পড়াশোনা করছেন কি?

A. হ্যাঁ

B. না

C. প্রাসঙ্গিক নয়

2. আপনি কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন?

   a. প্রাথমিক

   b. মাধ্যমিক

   c. স্নাতক

3. আপনি পড়াশোনা বন্ধ করেছেন কি? করলে কারণ লিখুন:

   a. অর্থের অভাব

   b. পরিবারের বাধা

   c. স্বাস্থ্য সমস্যা

4. আপনি কি কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন?

   A. হ্যাঁ

   B. না

   C. জানা নেই

5. আপনি কবে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন?

   a. 2021

   b. 2020

   c. 2022

6. আপনি কি কন্যাশ্রী প্রাপকের বয়সসীমা (১৮–২১ বছর) মধ্যে পড়েন?

   A. হ্যাঁ

   B. না

   C. জানা নেই

7. কন্যাশ্রী প্রকল্প আপনাকে বিদ্যালয়ে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে?

A. হ্যাঁ

B. না

C. আংশিক

8. আপনি কি কন্যাশ্রী ও  স্কলারশিপের সুবিধা পেয়েছেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানা নেই

9. আপনি কি কোনো রূপশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানা নেই

10. আপনি এই প্রকল্পে বিবাহের সময় কত টাকা পেয়েছেন?

A. ২৫০০০

B. ১২০০০

C. ৩০০০০

11. আপনার বয়স তখন কত ছিল?

A. ১৮–২১

B. ২১-এর বেশি

C. জানি না

12. আপনি কি অন্য কোনো সরকারী স্কলারশিপ/বৃত্তি পেয়েছেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

13. যদি হ্যাঁ, স্কলারশিপের নাম/ধরন লিখুন:

a. রাজ্য সরকার

b. কেন্দ্রীয় সরকার

c. ব্লক

14. বৃত্তি পেতে কি আপনাকে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

## আর্থিক স্বনির্ভরতা সংক্রান্ত তথ্য

15. আপনি কি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (SHG) সদস্য?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

16. যদি হ্যাঁ, আপনি SHG থেকে কী ধরনের সহায়তা পেয়েছেন?

A. ঋণ

B. প্রশিক্ষণ

C. ব্যবসার সুযোগ

17. আপনি কি নিজে উপার্জন করেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. আংশিক

18. উপার্জনের উৎস:

A. হস্তশিল্প

B. চাকরি

C. ক্ষুদ্র ব্যবসা

19. আপনি কি নিজের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চালান?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

20. আপনি কি নিজে ব্যাংকে লেনদেন করেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. পরিবারের সদস্যের মাধ্যমে

21. সরকারী প্রকল্পের (যেমন—লক্ষ্মীর ভান্ডার, রূপশ্রী, SHG) মাধ্যমে আপনি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন কি ?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

22. আপনি কি খাদ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে চাল/গম পেয়ে থাকেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

23. এই প্রকল্প আপনার পরিবারের খাদ্যের চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে কি?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

24. আপনি কি নিয়মিত ও সম্পূর্ণ পরিমাণে রেশন পেয়ে থাকেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

25. আপনার কাছে রেশন দোকানে যাওয়া সহজ?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

26. খাদ্যসাথী প্রকল্প প্রদানে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন কি?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

27. খাদ্যসাথী প্রকল্প সম্পর্কে আপনি কি সরকারীভাবে সচেতন হয়েছেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

28. আপনি কি স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ডধারী?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

29. আপনি কি এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

30. স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চিকিৎসা ব্যয়ে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে কি?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

31. হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখালে সহানুভূতিশীল আচরণ পেয়েছেন কি?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

32. আপনি কি এই প্রকল্পের সব সুবিধা সম্পর্কে সচেতন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

33. মহিলা রোগীদের জন্য কি বিশেষ কোনো সুবিধা আপনি পেয়েছেন?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

34. আপনি কি চান এই প্রকল্প ভবিষ্যতে আরও উন্নতভাবে বাস্তবায়িত হোক?

a. হ্যাঁ

b. না

c. আংশিক

## সামাজিক ক্ষমতায়ণ সংক্রান্ত তথ্য

35. আপনি পরিবারের কোন সিদ্ধান্তে অংশ নেন?

A. সন্তান শিক্ষা

B. আর্থিক সিদ্ধান্ত

C. বিবাহ  চিকিৎসা  অন্য

36. আপনি কি নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

37. আপনি কি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

38. আপনি কি সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা (স্বাস্থ্যসাথী/ASHA) পান?

A. হ্যাঁ

B. না

C. জানি না

49. আপনি কি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বা পদক্ষেপে যুক্ত হয়েছেন?

A. হ্যাঁ

B. না

C. সচেতনতা আছে

40. আপনি নিজেকে কতটা ক্ষমতায়িত মনে করেন?

A. সম্পূর্ণ

B. আংশিক

C. একেবারেই না

## উন্মুক্ত মতামতের অংশ

১. আপনি আপনার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই প্রকল্প কীভাবে আপনার শিক্ষাগত ও আর্থিক অবস্থাকে পরিবর্তন করেছে, দয়া করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন:

.....

২. সরকারী বা বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি যদি বৃত্তি মূলক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন, তবে সেই অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল? এবং কিভাবে তা আপনার জীবনে সাহায্য করেছে?

---

৩. আপনার মতে, নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

---

৪. আপনি ভবিষ্যতে নিজের উপার্জন বা ব্যবসাকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান? আপনার পরিকল্পনা ও চাহিদা ব্যাখ্যা করুন।

---

৫. এই প্রকল্পগুলি আর্থিক দিক থেকে কীভাবে সহায়ক ছিল?

---

# পরিশিষ্ট – II

## তথ্য সংগ্রহকালীন চিত্র

চিত্র-1

চিত্র-2

চিত্র-3

চিত্র-4

# পরিশিষ্ট-III

## তথ্য সংগ্রহের অনুমতি পত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০ ০৩২, ভারত

JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700 032, INDIA

DEPARTMENT OF EDUCATION

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that NILUFA YASMIN is a registered Ph.D Research scholar of the Department of Education , Jadavpur University , bearing Registration No. A00ED0402019 . She is pursuing her Ph.D research from the Department , under the supervision Dr. Debashis Mridha . The proposed title of her Ph.D thesis is পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের ভিত্তিতে নারীর ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ।

In order to successfully complete her research , Nilufa Yasmin needs to conduct survey and collect the data from various Institutions Govt. project and other administrative sources . The undersigned requests the concerned to kindly grant her permission to conduct her survey work and hopes that the candidate will receive due cooperation in this regard.

Date: August 21, 2023

21/08/23
DR. DEBASHIS MRIDA
Supervisor &
Assistant Professor
Department of Education
Jadavpur University

* Established on and from 24th December, 1955 vide Notification No. 10986/1U-42/55 dated 6th December, 1955 under Jadavpur University Act, 1955
(West Bengal Act XXXIII of 1955) followed by Jadavpur University Act, 1981 (West Bengal Act XXIV of 1981)

দূরভাষ : (৯১) ০৩৩ ২৪৫৭-২৮৮২
Phone : (91) 033 2457-2882

E-mail
hod.education@jadavpuruniversity.in

Website
www.jadavpuruniversity.in

# পরিশিষ্ট-V

## সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র-1

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Indian Council of Social Science Research

Two Day National Seminar on

**Inclusive Society for a Sustainable Future**

March 29-30, 2023

Organized by

Department of Education, Aliah University, Kolkata, West Bengal

Sponsored by

Indian Council of Social Science Research (ICSSR)

**Certificate**

*This is to certify that Dr./Mr./Ms.* Nilufa Yasmin

*of* Jadavpur University *has participated/chaired a technical session/presented a paper titled* Empowerment Programs of Weaker Sections and Their Socio-economic Condition *in the Two-day National Seminar on* ***'Inclusive Society for a Sustainable Future'.***

| Dr. Syed Nurus Salam<br>Registrar, Aliah University | Prof. Abdur Rahim Gazi<br>Dean, Faculty of Humanities and Languages, Aliah University | Dr. Jakir Hussain Laskar<br>Chairperson<br>Head, Department of Education, Aliah University | Dr. Minara Yeasmin<br>Convenor<br>Assistant Professor, Department of Education, Aliah University |
|---|---|---|---|

# সেমিনার উপস্থাপনার শংসাপত্র-2

KANYASHREE UNIVERSITY

ESTD. 2020

EMPOWERING WOMEN

**International Seminar**
**on**
**Empowering Women through Education**
**KANYASHREE UNIVERSITY**
Krishnagar, Nadia, West Bengal

**Certificate of Paper Presentation**

This is to certify that

*Nilufa Yasmin*

***Research Scholar*** of ***JADAVPUR UNIVERSITY***, has presented a paper entitled "***The Essentiality of Education in Women Empowerment***", in the International Seminar on "**Empowering Women through Education**", organized by **Kanyashree University** on 1st December, 2022.

Mita Banerjee
**Chief Patron**
**Prof. (Dr.) Mita Banerjee**
**Vice-Chancellor**
**Kanyashree University**

**Patron**
**Dr. Deb Kumar Panja**
**Registrar**
**Kanyashree University**

# পরিশিষ্ট-V

## প্রকাশিত গবেষণাপত্র

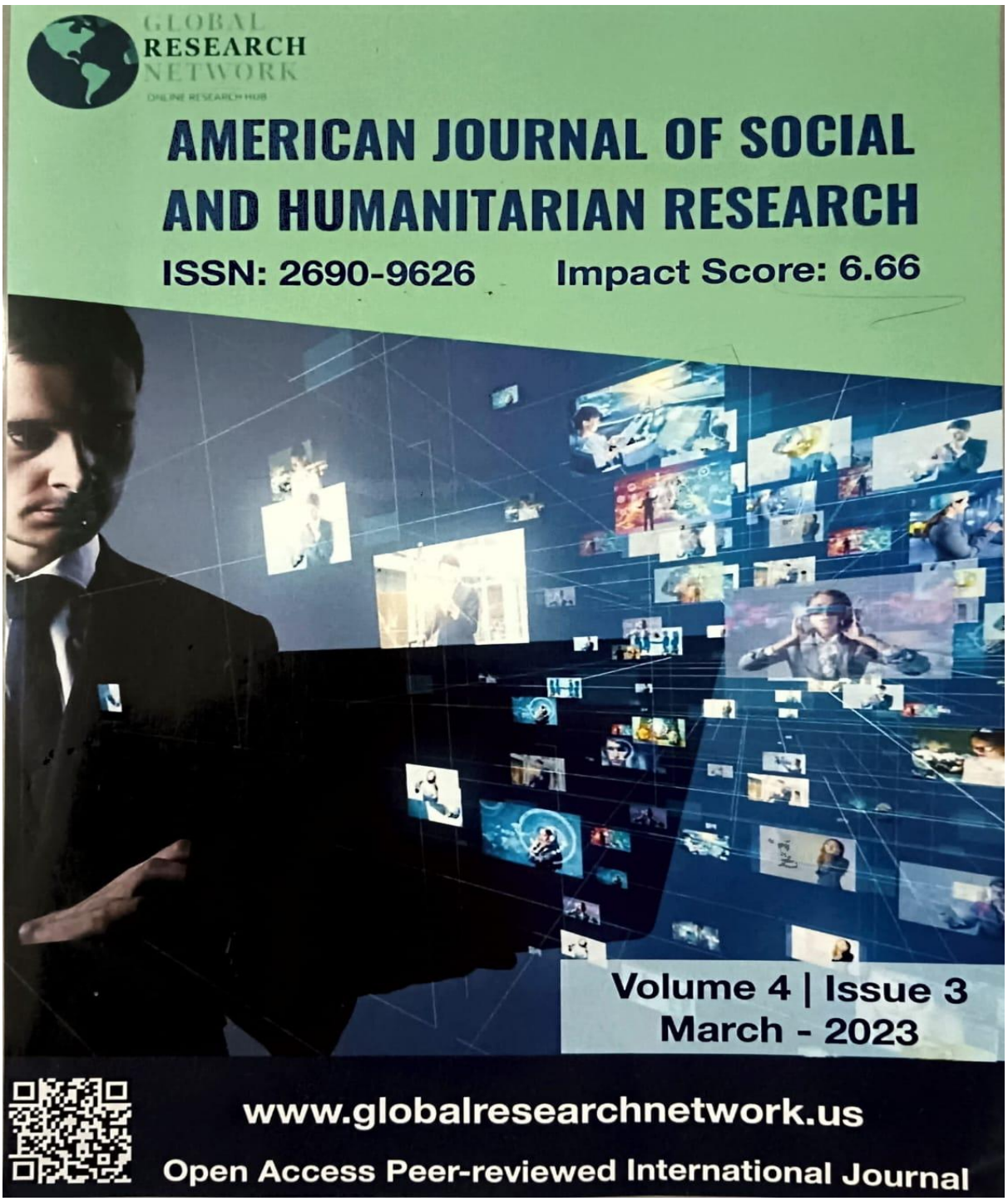

# পরিশিষ্ট-VI

## PLAGIARISM CERTIFICATE

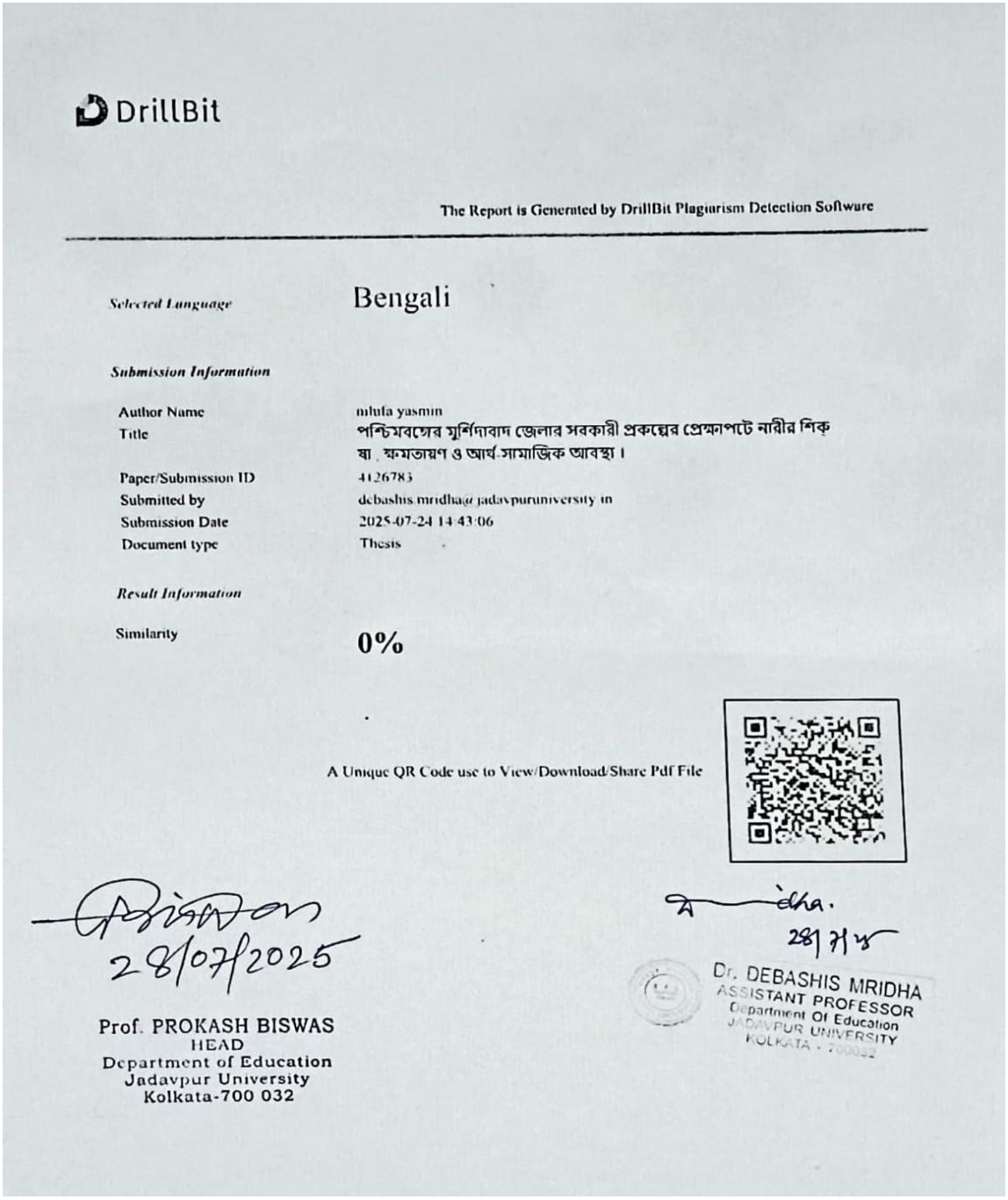

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

| | |
|---|---|
| *Selected Language* | Bengali |

***Submission Information***

| | |
|---|---|
| Author Name | mlufa yasmin |
| Title | পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী প্রকল্পের প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষা , ক্ষমতায়ণ ও আর্থ-সামাজিক আবস্থা। |
| Paper/Submission ID | 4126783 |
| Submitted by | debashis.mridha@jadavpuruniversity.in |
| Submission Date | 2025-07-24 14:43:06 |
| Document type | Thesis |

***Result Information***

| | |
|---|---|
| Similarity | **0%** |

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

28/07/2025

Prof. PROKASH BISWAS
HEAD
Department of Education
Jadavpur University
Kolkata-700 032

28/7/25

Dr. DEBASHIS MRIDHA
ASSISTANT PROFESSOR
Department Of Education
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA - 700032

DrillBit

DrillBit Similarity Report

| 0 | 0 | A | A-Satisfactory (0-10%)<br>B-Upgrade (11-40%)<br>D-Unacceptable (61-100%) |
|---|---|---|---|
| SIMILARITY % | MATCHED SOURCES | GRADE | |

| LOCATION | MATCHED DOMAIN | % | SOURCE TYPE |
|---|---|---|---|

28/7/25

Dr. DEBASHIS MRIDHA
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Education
JADAVPUR UNIVERSITY
KOLKATA-700032

28/07/2025

Prof. PROKASH BISWAS
HEAD
Department of Education
Jadavpur University
Kolkata-700 032